

আবার বিয়ে করলেন ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী জেমিমা পৃষ্ঠা ১১

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 17 September 2026, 10th Year, Issue 496, 40 Pages



নিউইয়র্কে ২৫ লাখ পরিবার ইউটিলিটি বিলে ছাড়ের যোগ্য পৃষ্ঠা ১৪

বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২ আশ্বিন ১৪৩৩, ৬ রবিউস সানি ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৬, পৃষ্ঠা ৪০



ডোনাল্ড ট্রাম্প

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ‘দুর্বল’ ট্রাম্প

সিএনএন

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। ডেমোক্র্যাটদের এবার হাউস ও সিনেট– দুটোই নিজেদের দখলে নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর পুরোটাই সম্ভব হতে পারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি অজনপ্রিয় হয়ে যাওয়ার কারণে।

সিএনএনের বিশ্লেষণ বলছে, ট্রাম্পের সমর্থনের প্রভাব স্পষ্টতই কমেছে। তবে সামগ্রিকভাবে তা এখনও শক্তিশালী। এ মুহূর্তে নিজের সমর্থকদের মধ্যে ট্রাম্পের অবস্থান আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় দুর্বল।

সব মিলিয়ে কংগ্রেস অথবা অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ট্রাম্প-সমর্থিত ১০ প্রার্থী দলীয়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী দেশের টাকা খরচ করতে নারাজ, সংবর্ধনা নিয়ে অনিশ্চয়তা

তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফর

সংবর্ধনা আয়োজনে সাড়ে ৩ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল, তবে সরকারি অর্থ ব্যয়ে এমন আয়োজনের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মনজুরুল হক



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

- যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।
- কোনো নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে কি না, সেটিও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।
- কমিটি নিয়ে আশাবাদ।

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সফরকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরি হলেও সফরের সময় ঘনিয়ে আসার পরও প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে কোনো নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজন করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়ার লক্ষ্যে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলের পক্ষ থেকে সরকারি অর্থে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা বাজেট দিয়ে একটি আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে সরকারি অর্থ ব্যয় করে এমন আয়োজনের প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। যেকারণে তিনি ওই আয়োজন বাতিলের সিদ্ধান্ত দেন। দেশের অর্থের অপচয় রোধের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকারি অর্থে সংবর্ধনা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সরকারি উদ্যোগের আয়োজন বাতিল হওয়ার পর প্রবাসীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময় ও নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজনের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বিএনপি নেতাদের ওপর পড়ে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ সম্প্রতি ঢাকা সফরে গেলে দলীয়ভাবে তাকে এ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। আয়োজন সফল করতে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন ইতোমধ্যে নিউইয়র্কে এসেছেন। তবে সম্ভাব্য সংবর্ধনা কোথায়, কবে এবং কীভাবে আয়োজন করা হবে, সে বিষয়ে তারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি। এত বড় আয়োজনের জন্য কোনো হলরুম বুক করা হয়েছে কি না, সে সে সম্পর্কেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বিশেষ সম্পাদকীয়

নিউইয়র্কে স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী

ইব্রাহিম চৌধুরী

জাতিসংঘের ইতিহাসে বাংলাদেশের উপস্থিতি নতুন কোনো ঘটনা নয়। বিশ্ব সংস্থার সদস্য হওয়ায় পর থেকেই এই বৃহৎ মঞ্চে বাংলাদেশ তার কথা বলেছে, নিজের স্বার্থের কথা বলেছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের কথা বলেছে, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেছে। কিন্তু এবারের ৮১তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটু আলাদা তাৎপর্য বহন করছে।

কারণ, একই অধিবেশনে বাংলাদেশের দুজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দুই ভিন্ন ভূমিকায় বিশ্বমঞ্চে থাকছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে আসছেন। আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ইতোমধ্যে ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ২ জুনের নির্বাচনে তিনি ৯৯ ভোট পেয়ে এই পদে নির্বাচিত হন। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ৮১তম অধিবেশন, যার এবারের প্রতিপাদ্য—‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All.”

একজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের কথা বলবেন, অন্যজন ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাজ পরিচালনা করবেন। একই সময়ে একই মঞ্চে বাংলাদেশের দুই প্রতিনিধির এমন উপস্থিতি নিছক প্রটোকলের বিষয় নয়। বাংলাদেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

ইতিহাসের প্রতীক যতই সুন্দর হোক, রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রতীকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। দাঁড়ায় প্রস্তুতি, প্রজ্ঞা, বাস্তবতা এবং ধারাবাহিকতার ওপর।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট জাতিসংঘের ১১তম বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে তখনকার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৈষম্য, উন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি বৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমিয়ে উন্নয়নের জন্য সম্পদ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266

LHSCA
PCA Training
Day Care

JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?



আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার

GREE MECHANICAL YONKERS

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089



তোফায়েল চৌধুরী

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN

আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ

✓ CAR ACCIDENTS ✓ WORK RELATED ACCIDENTS
✓ SLIP/TRIP & FALLS
✓ CONSTRUCTION ACCIDENTS

✓ গাড়ি দুর্ঘটনা ✓ কর্মস্থল–সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
✓ পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
✓ নির্মাণকাজ–সংক্রান্ত দুর্ঘটনা



``HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE”
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?

কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419
www.ahmedattorneys.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7
SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি
CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS
Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS
Melanie Abrams
NY Injury Attorney
Office Locations:
Forest Hills
Valley Stream
INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?
abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।


মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ


রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ


আমরা বাংলায় কথা বলি

আসিফ মুর্তজা

জিয়াউলের উপস্থিতিতে ২৪ জনকে হত্যার বর্ণনা

সাবেক র‍্যাব কর্মকর্তা

ঢাকা অফিস



জিয়াউল আহসান

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শতাধিক মানুষকে গুম-খুন ও নির্যাতনের অভিযোগে মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গতকাল বৃহস্পতিবার সাক্ষ্য দিয়েছেন মেজর (অব.) সাব্বির রহমান ওসমানী। জবানবন্দিতে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে জিয়াউলের উপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশে ২৪ জনকে হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই জবানবন্দি গ্রহণ করেন।

সাব্বির রহমান ওসমানী র‍্যাবের সাবেক কর্মকর্তা এবং বর্তমানে খুলনার বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, তিনি ২০০৯ সালের অক্টোবরে র‍্যাব-৮-এ বরিশালে উপ-অধিনায়ক হিসেবে যোগ দেন। তখন র‍্যাবের পরিচালক (গোয়েন্দা) ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউল আহসান।

২০১০ সালের জানুয়ারিতে এক রাতে জিয়াউল বরিশালে যান। র‍্যাবের বরিশালের অধিনায়ক জানান, জিয়া তাঁকে ডাকছেন। কিছুক্ষণ পর জিয়া তাঁদের নিয়ে বের হন। তাঁদের গাড়ি পাথরঘাটার চরদুয়ানী ঘাটে যায়। সেখানে আগেই র‍্যাব-৮-এর গোয়েন্দা সদস্যরা একটি ট্রলার প্রস্তুত রেখেছিলেন। ট্রলারে হাত বাঁধা এবং মাথায় কালো টুপি পরানো একজন ব্যক্তিকেও ওঠানো হয়।

ট্রলার মোহনার দিকে প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর জিয়াউল তাঁকে পানির গভীরতা মাপতে বলেন। র‍্যাব সদস্যরা হাত বাঁধা ওই ব্যক্তির গলা এবং পা বরাবর দুটি সিমেন্টের বস্তা বাঁধেন। পরে ওই ব্যক্তির মাথা এবং কান বরাবর ছোট বালিশ ঠেকিয়ে পিস্তল দিয়ে এক রাউন্ড গুলি করেন। পরে পেট কাটা হয়। পরে জিয়াউলের নির্দেশে পানিতে ফেলা হয়।

অভিযান শেষে বরিশালে ফেরার সময় জিয়াউল বলেন, ‘এরা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। এভাবেই এদের গলফ্ করতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছে।’

ওসমানী বলেন, ২০১০ সালে এক রাতে জিয়াউল আহসান তাঁর সরকারি গাড়ি ও দুটি মাইক্রোবাস নিয়ে বরিশালে যান। কিছুক্ষণ পর তাঁদের নিয়ে চরদুয়ানী ঘাটে যান। সেখানে আগে থেকে প্রস্তুত ফিশিং ট্রলারে ঢাকা থেকে নেওয়া মাথায় কালো টুপি পরা এবং হাত পেছনে বাঁধা চার ব্যক্তিকে ওঠানো হয়।

ট্রলারটি মোহনার দিকে গেলে জিয়াউলের ইশারায় একে একে ওই চারজনের গলা ও পা বরাবর দুটি করে সিমেন্টভর্তি বস্তা বাঁধেন র‍্যাবের সদস্যরা। পরে মাথায় পিস্তল দিয়ে এক রাউন্ড করে গুলি করেন। একজনের নাভি বরাবর পেট কেটে ফেলেন। তারপর জিয়াউলের ইশারায় পানিতে ফেলা হয়।

জাতিসংঘকে ৭২৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ যুক্তরাষ্ট্রের

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘের বকেয়া অর্থের একটি বড় অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ৭২৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। এর ফলে আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে শুরু হতে যাওয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাধিকার হারানোর তাৎক্ষণিক ঝুঁকি কেটে গেছে।

জাতিসংঘের মুখপাত্র ফারহান হক বুধবার জানান, যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার সংস্থাটির নিয়মিত বাজেটের জন্য ৭২৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। এর আগে শুক্রবার শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য আরও ১০২ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে ওয়াশিংটন।

তবে সর্বশেষ অর্থ পরিশোধের পরও জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১.৩১২ বিলিয়ন ডলার বকেয়া রয়েছে বলে জানান ফারহান হক।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধের তথ্য পেয়েছে জাতিসংঘ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো দুটি হামলা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইরানে জাতিসংঘের সত্যতা যাচাই মিশনের বরাতে উঠে এসেছে তথ্যটি। ওই দুটির একটি হলো– স্কুলে হামলা, আর দ্বিতীয়টি ক্রীড়া প্রাঙ্গণে হামলা। পাশাপাশি ইরানের কর্তৃপক্ষ নিজ দেশে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে বলেও উল্লেখ করেছে জাতিসংঘের মিশন।

তদন্তে উঠে আসা তথ্যগুলো প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ করেছে ইনডিপেনডেন্ট ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন অন ইরান। প্রতিবেদনটি জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। গোটা তদন্তটি করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধে মার্কিন কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধের আগে

গত ডিসেম্বরে সংঘটিত বিক্ষোভে ইরান সরকারের প্রতিক্রিয়া কী ছিল– তা জানতে। এই প্রতিবেদন সম্পর্কে ইরান ও জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী মিশন কোনো মন্তব্য করেনি।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, সশস্ত্র সংঘাতের নিয়ম মেনেই তারা সামরিক অভিযান পরিচালনা করছেন। অন্যদিকে ইরানও বারবার পদ্ধতিগত অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।

স্কুলে ও ক্রীড়া প্রাঙ্গণে হামলা

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিনাব শহরের শাজারেহ তায়েবেহ প্রাইমারি স্কুলে হামলা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী দায়ী এমন যুক্তিসংগত কারণ পেয়েছে তারা। ইরানের কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যানুসারে, সেখানে ১৫০ জনেরও বেশি নিহত হয়, যার মধ্যে প্রায় ১২০ জন স্কুল শিক্ষার্থী।

জাতিসংঘ মিশনের দেওয়া তথ্যানুসারে, হামলাটি নির্বিচার আক্রমণের কাতারে পড়ছে। এতে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ও বেসামরিক স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

হাসিনার ফেরা নিয়ে অডিও

ওসি রাকিবুল ডিবি হেফাজতে

ঢাকা ডেস্ক



রাকিবুল হাসান

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ার পর প্রত্যাহার করা ডিএমপির ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসানকে গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।

ডিবির একজন যুগ্ম কমিশনার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ছড়িয়ে পড়া অডিওর বিষয়ে চলমান অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে রাকিবুল হাসানকে ডিবিতে নেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে এ ধরনের অনুসন্ধান করতে হয়।

এর আগে ডিএমপির কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদের সই করা এক অফিস আদেশে রাকিবুলকে সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়। গতকালের ওই অফিস আদেশে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক কারণে রাকিবুল হাসানকে ডিএমপির সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রাকিবুল নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে দাবি করেছেন, ভাইরাল অডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জানতে রাকিবুল হাসানের অফিশিয়াল মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

অডিওতে রাকিবুল হাসানের কণ্ঠে বলতে শোনা যায়, ‘রাস্তায় থাকা পুলিশ খুবই দুর্বল। শেখ হাসিনা যদি ডিসেম্বরে ফিরে আসে, তবে তারা কিছুই করতে পারবে না।’

অডিওটির কথোপকথনের বিষয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এরই মধ্যে কমিটি কাজ শুরু করেছে। কমিটি প্রত্যাহার হওয়া ক্যান্টনমেন্ট থানার সাবেক ওসি রাকিবুল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এ জন্য তাঁকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে ক্যান্টনমেন্ট থানার সদ্য সাবেক ওসি রাকিবুল হাসানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আইনি নোটিশ দিয়েছেন এক আইনজীবী। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল লইয়ার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী এস এম জুলফিকার আলী জুনু স্বরাষ্ট্রসচিব, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও ডিএমপির কমিশনার বরাবর এ নোটিশ পাঠান।





Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE



Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ
বিশ্বনেতাদের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রত্যাশা

নিউইয়র্কে আবারও বসছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সমাবেশ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে আগামী কয়েক দিনে একই ছাদের নিচে মিলিত হবেন বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা। যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, উদ্বাস্তু সংকট, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, উন্নয়ন ঘাটতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থার সংকট—সব মিলিয়ে এবারের অধিবেশন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন বিশ্ব রাজনীতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের জন্য এবারের সাধারণ পরিষদের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ, এই অধিবেশনের সভাপতি একজন বাংলাদেশি—পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তাঁর সভাপতিত্বে অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য 'আস্থা পুনরুদ্ধার, রূপান্তর ব্যবস্থাপনা: সবার জন্য ফলপ্রসূ জাতিসংঘ'। একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারপ্রধান হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন। ফলে এবারের নিউইয়র্ক সফর বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি নিয়মিত কূটনৈতিক সফর নয়; নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার সুযোগ।

প্রথম প্রত্যাশা—বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিশ্বের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। একটি নতুন সরকার যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে যায়, তখন বক্তৃতার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ কী করতে চায়, কীভাবে করতে চায় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাছে তার প্রত্যাশা কী—এই তিনটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর থাকা প্রয়োজন।

বিশ্বনেতাদের সামনে বাংলাদেশের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলোর একটি অবশ্যই রোহিঙ্গা সংকট। প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশ বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের জাতিসংঘ মিশন জানিয়েছে, দেশে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে এবং এই দীর্ঘস্থায়ী সংকট বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাগত চাপ বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশ একই সঙ্গে দ্রুত, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দিয়ে আসছে। এবার প্রয়োজন শুধু মানবিক সহায়তার আবেদন নয়। প্রয়োজন সংকটটির রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগ আরও জোরদার করা। মিয়ানমারের রাখাইন পরিস্থিতি, রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার, নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক জবাবদিহি—এসব প্রশ্নকে একই কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশ আয়োজিত রোহিঙ্গা সংকটবিষয়ক একটি অনুষ্ঠানও রয়েছে।

দ্বিতীয় বড় প্রত্যাশা অর্থনীতি নিয়ে। বাংলাদেশের নির্ধারিত এলডিসি উত্তরণের তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬। কিন্তু বাংলাদেশ চলমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চাপের প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতির সময় বাড়ানোর অনুরোধ করেছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ তিন বছরের প্রস্তুতি সময় বাড়িয়ে ২৪ নভেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত করার আবেদন করেছে। এ বিষয়ে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

এই প্রশ্নটি বাংলাদেশের জন্য নিছক একটি বাণিজ্যিক সুবিধার বিষয় নয়। এলডিসি উত্তরণের সঙ্গে রপ্তানি সুবিধা, শুল্ক, ওষুধশিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জড়িত। তাই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বলতে হবে—উত্তরণ যেন শুধু ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ না হয়। এটি যেন অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতার টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়। তৃতীয় বিষয় জলবায়ু। বাংলাদেশ বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। অথচ জলবায়ু সংকট তৈরিতে বাংলাদেশের অবদান তুলনামূলকভাবে নগণ্য। এবারের সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের কর্মসূচিতে জলবায়ু ও ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিয়ে বৈঠক এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অস্তিত্বগত হুমকি নিয়ে বিশেষ বৈঠক রয়েছে।

বাংলাদেশের উচিত এখানে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের বক্তব্য না রেখে অভিযোজন, জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ক্ষয়ক্ষতির অর্থায়ন নিয়ে বাস্তবভিত্তিক দাবি তুলে ধরা। নদীভাঙন, উপকূলীয় লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সংঘাত প্রতিরোধ, বেসামরিক নাগরিকের সুরক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরও কার্যকর আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি নতুন করে তুলে ধরা দরকার। রপ্তানি বহুমুখীকরণ, প্রযুক্তি, অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং ডিজিটাল অর্থনীতি—এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব। শুধু ঋণ বা সহায়তা নয়, প্রয়োজন প্রযুক্তি, বাজার এবং বিনিয়োগের সুযোগ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা শেষ হয় কয়েক মিনিটে। কিন্তু একটি দেশের কূটনীতি সফল হয় পরবর্তী মাস ও বছরগুলোতে। তাই নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ কী বলল, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হবে—বিশ্বনেতাদের সঙ্গে কী আলোচনা হলো, কী প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল এবং দেশে ফিরে সেই কূটনৈতিক অর্জন কতটা বাস্তব কাজে রূপ দেওয়া গেল।এবার বাংলাদেশের সামনে সেই পরীক্ষাই।

মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন

কাজী মারুফুল ইসলাম



জুলাই সনদ যখন গণভোটে অনুমোদিত হলো, তার ভেতরে একটি নিঃশব্দ অঙ্গীকার ছিল: এমন একটি রাষ্ট্র, যা আর তার নাগরিককে রাতের অন্ধকারে গুম করে দেবে না। শহীদ মিনারের সিঁড়িতে যে মায়েরা এক দশক ধরে সন্তানের ল্যামিনেট-করা ছবি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—'মায়ের ডাক'-এর সেই মুখগুলো—তাঁদের কাছে ওই অঙ্গীকারই ছিল অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ৬ সেপ্টেম্বর, বিরোধী দলের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে, সংসদে দুটি আইন পাস হলো—জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন। প্রশ্নটি তাই সরল, অথচ অস্বস্তিকর—এই আইন রাষ্ট্র কার কথা ভেবে লিখেছে?

একটি আইন মূলত দুই ধরনের নাগরিকের কথা ভেবে লেখা যায়। একজন সেই নাগরিক, মধ্যরাতে যাঁর বাড়ির ফটকে নম্বরবিহীন মাইক্রোবাস থামলে তাঁর মুঠোফোনে অন্তত একটি প্রভাবশালী নম্বর সংরক্ষিত থাকে। আরেকজন সেই নাগরিক, ফোন করার মতো যাঁর কোনো নম্বরই নেই। নতুন দুই আইনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা শেষ পর্যন্ত এই একটি প্রশ্নেই এসে দাঁড়ায়—বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র এই দুজনের মধ্যে কাকে সামনে রেখে কলম ধরেছিল?

এ দুটি স্বতন্ত্র আইন, যদিও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একটি আইন গুমকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অন্যটি নতুন করে গড়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সব ধরনের অধিকারের, গুমসহ, স্থায়ী প্রহরী। সাধারণ নাগরিকের ওপর এদের প্রভাব বুঝতে হলে আগে এদের আলাদা করে পড়া দরকার, তারপর একসঙ্গে।

শুরু করা যাক গুম আইন দিয়ে। এবং যা নতুন ও ইতিবাচক তা স্বীকার করে নিয়েই। বাংলাদেশে এই প্রথম গুমকে সাধারণ অপহরণের সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। আইনে রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান, একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার, তদন্ত ও বিচারের নির্দিষ্ট সময়সীমা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা পাঠানোর ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ। যে দেশে গত দেড় দশকে 'গুম' শব্দটি প্রাত্যহিক অভিধানে ঢুকে গেছে, সেখানে একটি স্বতন্ত্র আইন নিঃসন্দেহে কম প্রাপ্তি নয়। মানবাধিকার কমিশন আইনটিরও নিজস্ব কিছু ইতিবাচক দিক আছে—যেমন বাছাই সভার লিখিত কার্যবিবরণী প্রকাশ কিংবা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কমিশনার হওয়ার পথ বন্ধ করা।

সমস্যা অঙ্গীকারে নয়, অঙ্গীকার রক্ষার জন্য দুই আইন যে যন্ত্র নির্মাণ করেছে, তার ভেতরে। দুই আইন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তিনটি নকশাগত সিদ্ধান্ত এই উদ্যোগের গোটা উদ্দেশ্যটিকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দেয়।

প্রথমত, মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের এখন বেছে নেবেন কারা, আর কমিশনটি আদৌ সরকারের নাগালের বাইরে থাকছে কি না? ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে সবচেয়ে নিঃশব্দ পরিবর্তনটি—অধ্যাদেশে থাকা 'কমিশন সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন হইবে না' কথাটি খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় বসেছে এমন এক বাছাই কমিটি, যার সভাপতি সংসদের স্পিকার এবং সদস্য দুই মন্ত্রী, সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অথচ অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশে এই কমিটিতে ছিলেন প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করা একজন প্রতিনিধি। যে সংসদে একটি দল দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনের অধিকারী, সেখানে এটি নিরপেক্ষ কমিটি নয়, নির্বাহী বিভাগের নিজের পরিদর্শককে নিজেই বেছে নেওয়া। সরকার বলছে, এই বিন্যাস কমিশনকে আরও শক্তিশালী করেছে; যুক্তি হিসেবে দেখানো হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশে এমন কমিটির নেতৃত্বে থাকেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল দৃষ্টান্তকে মানদণ্ড বানিয়ে নিজেকে বড় দেখানো যায় না; আর একটি মানবাধিকার কমিশনের প্রকৃত মানদণ্ড প্রতিবেশীর আইন বা 'প্যারিস নীতিমালা' নয় যে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোই এই প্রতিষ্ঠানের কথা।

দ্বিতীয়ত, গুমের তদন্ত করবেন কারা—এ প্রশ্নের উত্তর দুই আইনের মধ্যে সাযুজ্য আছে। গুম আইন প্রতিটি অভিযোগ তুলে দেয় একজন নির্ধারিত তদন্ত কর্মকর্তার হাতে—বাস্তবে যিনি সাধারণত উপপরিদর্শক (এসআই) পদমর্যাদার। এখানে একটা শর্ত দেওয়া হয়েছে—যে বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বাহিনী নিজের মামলা তদন্ত করতে পারবে না; তদন্তভার যাবে অন্য বাহিনীর কাছে। কাগজে-কলমে শর্তটি আশ্বস্ত করে। বাস্তবে এটি রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রের এক শাখাকে আরেক শাখার বিচারক বানায়।

আর যে কমিশন এই শূন্যতা পূরণ করতে পারত, নিজের নতুন আইনই তাকে সেই ভূমিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশে গুমের অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা ছিল মানবাধিকার কমিশনের নিজেরই হাতে; নতুন মানবাধিকার কমিশন আইন সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আর অভিযুক্ত যদি হয় কোনো শৃঙ্খলা বাহিনী, কমিশন তখন বড়জোর ওই বাহিনীর প্রধানের কাছে তাঁরই বাহিনী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারবে। 'সন্তুষ্ট' হলে বিষয়টি সেখানেই শেষ, নইলে কেবল 'সুপারিশ'। টিআইবি বলছে, এটি ২০০৯ সালের আইনের একটি ধারারই প্রায় হুবহু প্রত্যাবর্তন—যে দুর্বলতার কারণেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিদানকারী সংস্থা বাংলাদেশের কমিশনকে আজও সর্বোচ্চ 'এ' মর্যাদা দেয়নি। আর আটককেন্দ্র, গোয়েন্দা ও সামরিক স্থাপনাসহ, যেখানে গুম হওয়া মানুষদের রাখা হতো বলে অভিযোগ—নিয়মিত ও অঘোষিত পরিদর্শনের ক্ষমতাও নতুন খসড়ায় টিকে থাকেনি। দুই আইন মিলিয়ে দেখলে, রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধটির স্বাধীন তদন্তের ভার শেষমেশ কারও হাতেই থাকে না।

সমস্যা কেবল নিয়োগে থেমে থাকে না। সমস্যা আসলে আইনের পরতে পরতে। কমিশনের মোট জনবলের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হতে পারেন প্রেষণে আসা সরকারি কর্মকর্তা; কমিশনের বাজেট, এমনকি কমিশনারদের বেতন—আগে যা সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের অধীন সংযুক্ত তহবিলের ওপর 'দায়যুক্ত ব্যয়' হিসেবে সুরক্ষিত ছিল—এখন নির্ভর করছে নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছার ওপর। আর যে আইনি সহায়তা শাখা একজন দরিদ্র অভিযোগকারীকে নিজের পকেটের টাকায় আইনজীবী না রেখেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে দিত, তা-ও নিঃশব্দে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতাকে ফাঁপা করা হয়েছে ছত্রে ছত্রে।

তৃতীয়ত, গুম আইনের একটি ধারা, যা আইনপ্রণেতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ফাঁস করে দেয়। নতুন আইনে পরে 'মিথ্যা' প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীর পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ভেবে দেখুন, এই ঝুঁকি কে বহন করতে পারে। প্রভাবশালী অভিযোগকারী তা সয়ে নিতে পারেন। ক্ষমতাহীন মানুষটি—পোশাকশ্রমিক, ইউনিয়ন পর্যায়ের বিরোধী কর্মী, কিংবা যে বাবার ছেলে আর ঘরে ফেরেনি—কারাদণ্ডের আশঙ্কাকে মাপবেন রাষ্ট্র নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেবে কি না সেই ক্ষীণ সম্ভাবনার বিপরীতে। আর সেক্ষেত্রে মুখ বুজে থাকাই শ্রেয় মনে করতে পারেন। একটি মাত্র ধারায় আইনের ভয়-উৎপাদক শক্তিটি গুমকারীর দিক থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো অভিযোগকারীর দিকে। এই তিন সিদ্ধান্ত একসঙ্গে পড়লে শুরুর প্রশ্নটির উত্তর মেলে। ক্ষমতাঘনিষ্ঠ নাগরিকের কাছে এই পরিবর্তন প্রায় অর্থহীন, কারণ তাঁর নিরাপত্তার উৎস কখনোই কমিশন ছিল না, ছিল তাঁর পৃষ্ঠপোষক। আর ক্ষমতাহীন নাগরিকের জন্য আইনটি নিঃশব্দে সেই ক্ষমতা-বিন্যাসকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, যা বিলোপের দাবি সে করছিল।

অন্তর্ভুক্তি ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রের বিনির্মাণের জন্য এই আইনের পরিণতি সরাসরি। মুক্ত সমাজ টিকে থাকে সেই নাগরিকদের ওপর, যাঁরা রাষ্ট্র যা চাপা দিতে চায় তা প্রকাশ্যে আনেন। মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি আর কুক্ষিগত কমিশন—এই দুইয়ে মিলে তাঁদের জন্য উৎসাহজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় না। গুম আইনের সবচেয়ে চোখে-পড়া বৈশিষ্ট্য তার কঠোরতা, আর সেই কঠোরতাই আসল বার্তা। মৃত্যুদণ্ড কঠোরতার একটি দৃশ্য তৈরি করে, অথচ স্বাধীন তদন্তের নিঃশব্দ ও কঠিন কাজটি অসম্পন্নই থেকে যায়। দায়িত্বশীল রাষ্ট্র মানে জবাবদিহিতে বাধ্য রাষ্ট্র। এই আইন জবাবদিহির অভিনয় করে, জবাবদিহি দেয় না।

গুমের জন্য বিএনপির চেয়ে বেশি মূল্য আর কোনো দল দেয়নি। 'মায়ের ডাক'-এর মায়েরা আজও যে ফাইলগুলো বুকে বহন করেন, তার অনেকগুলোতেই আছে এই দলেরই কর্মীদের নাম। ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি ক্ষমতায় ফিরেছিল ঠিক এই ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলার অঙ্গীকারে। আর জুলাই অভ্যুত্থান ও তার সনদের ধার করা নৈতিক পুঁজিতে ভর করে। সাত মাসের মাথায় তাদের প্রথম বড় মানবাধিকার আইনটি অন্তর্বর্তী সরকারের খসড়ার চেয়েও দুর্বল!

অর্থাৎ বিএনপি রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগমূলক কর্তৃত্বের গোড়ায় পানি দিয়ে গেল। এর স্পষ্টতম প্রমাণ একটিমাত্র ধারা, যা প্রায় অবিকল ফিরিয়ে আনে ২০০৯ সালের সেই আইনকেই—অভ্যুত্থান যাকে কবর দিতে চেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ থেকে অন্তর্বর্তী সরকার হয়ে বিএনপি—এই যাত্রায় দমনযন্ত্রের রক্ষকের হাত বদলায়। বদলায় না যন্ত্রটির কাঠামোগত স্বার্থ।

সরকারকে এর দাম দিতে হবে। দাম দিতে হবে একটি মুদ্রায়, অভ্যুত্থান যার বাস্তবতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে—বৈধতা। আর ক্ষুব্ধ মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম শিখে নেবে, বিদ্রোহের গর্ভে জন্ম নেওয়া সরকারও একবার আসনে বসলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একচেটিয়া ক্ষমতাটিকেই আগলে রাখে।

তাই ফিরে আসি সেই দুই নাগরিকের কাছে। মুঠোফোনে নম্বর থাকা মানুষটি, চিরকালের মতোই, ভালো থাকবেন। এইমাত্র লেখা আইনটি, আবারও, অন্যজনের জন্য নয়। যত দিন না একটি স্বাধীন কমিশন রাষ্ট্রেরই তদন্ত করতে পারবে, আর যত দিন না গুমের অভিযোগ জানানো মানুষটি গুম করা মানুষটির চেয়ে বেশি নিরাপদ থাকবেন, তত দিন 'প্রতিরোধ ও প্রতিকার' কথাটি সেই প্রতিশ্রুতিরই নাম হয়ে থাকবে, যা ঠেকিয়ে রাখতেই আইনটি এত যত্ন করে লেখা হয়েছে।

পাকিস্তানের ইয়েমেন পরীক্ষা

দ্য ডনের সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ইয়েমেনের সংঘাত ইয়েমেনের সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলবে। পাশাপাশি হুতিরা সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানোয় পাকিস্তানের মতো সৌদির মিত্রদের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে।

২০২২ সালে সৌদি-হুতি যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর থেকে ইয়েমেন ফ্রন্ট মোটামুটি শান্তই ছিল। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে ইয়েমেন সরকার এবং আনসারুল্লাহর (হুতি) মধ্যে আবারও উন্মুক্ত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাস্তবে হুতিরা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোখা শহর এবং উপকূলের প্রধান দ্বীপগুলো দখল করে নিয়েছে। এর ফলে বাব আল-মানদেব প্রণালি দিয়ে কাদের জাহাজ পারাপার করতে

দেওয়া হবে, তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন মূলত তাদের হাতে। হুতিদের বক্তব্য অনুযায়ী, সৌদি জাহাজ ছাড়া বাকি সব দেশের নৌযান চলাচলের জন্য এই পথ খোলা রয়েছে।

ইয়েমেন সীমান্ত যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, তখন সৌদি আরবের সঙ্গে সম্প্রতি নিজেদের সামরিক সম্পর্ক জোরদার করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের নেওয়া পরিমিত পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো যায়। এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, সৌদি আরবের প্রতি তাদের 'অবিচল সমর্থন' থাকলেও হুতিদের ওপর হামলায় তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা পাকিস্তানের নেই। পররাষ্ট্র দপ্তর আরও যোগ করেছে যে, পাকিস্তান 'ইয়েমেনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়।'

একটি ভূ-রাজনৈতিক চরম জটিল বিষয়ে এটি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ একটি অবস্থান। পাকিস্তান সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে যৌথ মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। তবে কোনো তৃতীয় দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তির বিরুদ্ধে আগ্রাসী সামরিক অভিযানে জড়ানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তার বদলে পাকিস্তানের উচিত ইয়েমেন সংঘাতের দ্রুত যুদ্ধবিরতি এবং



একটি কূটনৈতিক সমাধানের জন্য চাপ দেওয়া।

হুতিদের ওপর ইরানের প্রভাব রয়েছে। তবে এই ইয়েমেনি সশস্ত্র দলটি নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়। তা সত্ত্বেও হুতিদের কূটনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটতে রাজি করানোর জন্য ইসলামাবাদ তার ইরানি কূটনৈতিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে তেহরানকে অনুরোধ করতে পারে। এই ইয়েমেনি দলটির উচিত সৌদি আরবে তাদের আক্রমণ বন্ধ করা। একইভাবে সৌদি আরবেরও উচিত ইয়েমেনে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকা। তা ছাড়া আনসারুল্লাহ ইয়েমেনের ওপর আরোপিত অবরোধ তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

রিয়াদ যদি এই শর্তে রাজি হয়, তবে তা ইরানপন্থি এই গোষ্ঠীর কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা পাঠাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করতে সাহায্য করতে পারে।

মূল কথা হলো, ইয়েমেন সংঘাতের একটি টেকসই সমাধান আনতে হলে দেশটির সকল গোত্র ও সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ক্ষমতা বণ্টন চুক্তি গড়ে তুলতে হবে।

সংঘাত যদি আরও বাড়ে, তবে প্রণালি হরমুজের মতো বাব আল-মানদেবও পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। আর তা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য আরও বড় বিপদের কারণ হবে। তাই পাকিস্তান এবং এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর উচিত হুতি, সৌদি আরব এবং ইয়েমেন সরকারকে এক টেবিলে এনে যুদ্ধবিরতি ও শান্তি আলোচনার জোর তাগিদ দেওয়া।

ডন থেকে ভাষান্তর

ক্ষমতার জৌলুস নয়, মানুষের আস্থা

একেএম শামছুল ইসলাম



রাজনীতির সবচেয়ে বড় সংকট তখনই তৈরি হয়, যখন শাসক আর শাসিতের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ক্ষমতার প্রাসাদ যত উঁচু হয়; মানুষের বাস্তব জীবন থেকে নেতৃত্ব তত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক সত্যটি খুবই সরল– ক্ষমতা মানুষের জন্য; মানুষ ক্ষমতার জন্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গত ছয় মাসের রাজনৈতিক আচরণ ও কিছু সিদ্ধান্তকে এই বাস্তবতার আলোকে দেখলে পরিবর্তনের ধারা চোখে পড়ে। তিনি দাপ্তরিক কাজে নিজের নাম ও পদের আগে 'মাননীয়' বা এ ধরনের সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার পরিহার করতে বলেছেন। সেই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রটোকল ও আড়ম্বর কমানো; সরকারি প্রচারণায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এড়ানো; তাঁর ছবি-সংবলিত কোনো ব্যানার ব্যবহার না করা; নিজে গাড়ি চালিয়ে রাজধানীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখা; সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত করে রাস্তা বন্ধ না করা; আহত সেনাসদস্য বা দলীয় কর্মীদের হাসপাতালে দেখতে যাওয়া– এমন ছোট ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মতো একটি প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পাঁচ দশকের বেশি প্রচলিত ক্ষমতার জৌলুস কমিয়ে আনার বার্তা দিচ্ছেন।

একই বার্তা পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রেও। পোশাকের সাধারণত্ব, জনসমক্ষে অনাড়ম্বর উপস্থিতি এবং আচরণে তুলনামূলক সংযমকে কেবল ব্যক্তিগত রুচি হিসেবে দেখলে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন, সেটিও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। তিনি যখন ক্ষমতার চাকচিক্য কমান; নিজেকে বিনয়ের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন, তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বও অনেকাংশে কমে যায়।

গত ছয় মাসে সম্ভবত আরও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে রাজনৈতিক ভাষায়। দেশের রাজনীতি আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ, হুমকি, বিদ্রুপ এবং প্রতিপক্ষকে প্রায় শত্রু হিসেবে উপস্থাপনের ভাষায় অভ্যস্ত। সেই বাস্তবতায় সংসদ কিংবা সংসদের বাইরে বিরোধী পক্ষের অমার্জিত কটাক্ষ, সমালোচনার জবাবে তারেক রহমানের সংযত, শালীন ও গঠনমূলক শব্দচয়ন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে রাজনৈতিক ভাষাতেই মোকাবিলা করছেন; ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ভাষায় নয়।

ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবহৃত ভাষা ধীরে ধীরে তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে।

ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবহৃত ভাষা ধীরে ধীরে তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে। নেতা যদি প্রতিপক্ষকে অপমান করেন; মাঠ পর্যায়ের কর্মীরাও সেটিকে রাজনৈতিক আচরণের মডেল হিসেবে অনুশীলন করেন। বিপরীতে শীর্ষ নেতৃত্ব যদি সংযত থাকেন; ভিন্নমতকে রাজনৈতিক পরিসরের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিরোধীদের উদ্বেগের জবাব শালীনভাবে দেন, তবে দলের তৃণমূলেও একটি ভিন্ন বার্তা যায়। দেশের সংঘাতপ্রবণ রাজনীতিতে তারেক রহমানের ভাষাভঙ্গির প্রভাব ইতোমধ্যে দৃশ্যমান।

ইতিহাসের শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট– আড়ম্বর দিয়ে সাময়িক বিস্ময় তৈরি করা যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আস্থা সৃষ্টি করা যায় না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ধারার শক্তি ছিল মানুষের কাছে যাওয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা। শহীদ জিয়া দেশের নানা প্রান্তে ও প্রান্তরে মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছেন। নিরন্তর ছিল তাঁর পথচলা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর মধ্যেও সেই ক্ষমতাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক দর্শনের আধুনিক প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

এখানেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ: রাজনীতি তাহলে কাদের জন্য? এর উত্তরও শুধু বক্তৃতায় নয়; কাজে দিতে হয়। গত ছয় মাসে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, খাল খনন ইত্যাদি উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে সরকারকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। প্রশাসনকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করা; মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা ও জনসেবাকে সহজ করা। সরকারের কর্মকাণ্ডকে মানুষের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগগুলো সফল হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে– রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমে যাওয়া।

মনে রাখা জরুরি– দেশের মানুষ এখন বক্তৃতার চেয়ে ফলাফল চায়। তারা জানতে চায় না– সরকার কী বলছে। তারা দেখতে চায়– সরকার কী করছে। কৃষক সার, কীটনাশক পাচ্ছে কিনা; উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কিনা; তরুণরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে কিনা; ব্যবসায়ীরা অপ্রয়োজনীয় হয়রানি ছাড়া কাজ করতে পারছে কিনা; সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ও সরকারি সেবা পাচ্ছে কিনা; মানুষ বিদ্যুৎ, গ্যাস পাচ্ছে কিনা– এসবই শেষ পর্যন্ত সরকারের প্রকৃত কর্মদক্ষতার সূচক।

তারেক রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিনয়ের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ হলো সরকারের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার না করা। ১৬ বছরের বেশি ফ্যাসিবাদী শাসন এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা নিয়েছে। বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত সেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকটের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতও রয়েছে। দেশের প্রচলিত ক্ষমতার সংস্কৃতিতে সরকার সাধারণত নিজের সাফল্য তুলে ধরে। ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা স্বীকারের প্রবণতা বিরল। সেই জায়গায় তারেক রহমান অকপটে প্রকৃত অবস্থা স্বীকার করে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা সংসদে জানিয়েছেন এবং জনগণের কাছে আরও সময় ও সহযোগিতা চেয়েছেন। এটা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং রাজনৈতিক বিনয়ের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এটি বিবর্তনের ইঙ্গিত।

তারেক রহমানের সাদামাটা পোশাক, প্রটোকলে সংযম, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি পরিমিত ভাষা কিংবা সরকারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার– সবই আলাদা ঘটনা হিসেবে দেখলে সম্ভবত পুরো চিত্রটি অনুধাবন করা মুশকিল। একসঙ্গে দেখলে এগুলো ক্ষমতা সম্পর্কে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক ধারণার ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং তারেক রহমানের বিগত ছয় মাসকে প্রচলিত মাপকাঠিতে শুধু নতুন সরকারের প্রথম ছয় মাস হিসেবে দেখতে গিয়ে এই পরবর্তনগুলো অগ্রাহ্য করা যাবে না।

ইতিহাস কোনো সরকারের গাড়িবহর, প্রটোকল কিংবা ক্ষমতার জৌলুস মনে রাখে না। ইতিহাস মনে রাখে–কে ক্ষমতাকে মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিল; কে তাদের কণ্ঠ শুনেছিল এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি ছিল; কে নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার সাহস দেখিয়েছিল এবং কে রাষ্ট্রের শক্তিকে নিজের মর্যাদা বাড়ানোর পরিবর্তে মানুষের মর্যাদা বাড়াতে ব্যবহার করেছিল।

তারেক রহমানের গত ছয় মাসের পদক্ষেপগুলো অন্তত একটি সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করে– দেশের রাজনীতি হয়তো ধীরে ধীরে ক্ষমতার জৌলুস থেকে মানুষের আস্থার দিকে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে প্রতিষ্ঠানমুখিতার দিকে এবং কথার রাজনীতি থেকে কাজের রাজনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কারণ ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অলংকার কোনো বিশেষণ নয়। ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অলংকার হলো মানুষের আস্থা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. একেএম শামছুল ইসলাম, পিএসসি, জি (অব.): প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা



পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব

মুফতী ইমতিয়াজ মাহমুদ



পাপ তথা আল্লাহর নাফরমানি মানবজীবনের নানা দিকে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পাপের ফলে বান্দা দুনিয়াবি জীবনে নানা অকল্যাণের সম্মুখীন হয়, আর আখিরাতেও তাকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। এই নিবন্ধে পাপের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পাপের কারণে সর্বপ্রথম প্রভাব পড়ে বান্দার অন্তরে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পুণ্য হলো মুখমণ্ডলের লাবণ্য, অন্তরের জ্যোতি, জীবিকার প্রশস্ততা ও সৃষ্টির হৃদয়ে ভালোবাসার কারণ; আর পাপ হলো মুখমণ্ডলে কালিমা, অন্তরের অন্ধকার, জীবিকার সংকোচন এবং সৃষ্টির হৃদয়ে অসন্তোষের কারণ (ইবনে তাইমিয়া, আমরাজুল কুলুব ওয়া শিফাউহা: ৭)। পাপাচার মানুষের আত্মমর্যাদাবোধও ক্ষুণ্ণ করে দেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সাদ ইবনে উবাদার আত্মমর্যাদাবোধে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ? আমি তার চেয়েও অধিক আত্মসম্মানী, আর আল্লাহ আমার চেয়েও অধিক (সহিহ বুখারি: ৬৮৪৬, ৭৪১৬, সহিহ মুসলিম: ১৪৯৯)।

পাপাচার মানুষকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। আল্লাহ বলেন, বহু মানুষের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে, আর আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেওয়ার কেউ নেই (সূরা হজ্জ: ১৮)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য (মুসনাদে আহমাদ: ৫১১৪)। পাপাচার মানুষকে লজ্জাহীনও করে তোলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্ববর্তী নবীদের বাণীসমূহের মধ্যে একটি হলো, যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করো (সহিহ বুখারি: ৩৪৮৩-৩৪৮৪)।

গুনাহের কারণে মানবহৃদয় অধঃপতিত হয় এবং বাতিলকে হক ও হককে বাতিল মনে হতে শুরু করে। হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফিতনা মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতার মতো একটির পর একটি প্রবেশ করে; যে হৃদয় তা গ্রহণ করে সেখানে কালো দাগ পড়ে, আর যে হৃদয় তার প্রতিবাদ করে সেখানে সাদা দাগ পড়ে (সহিহ মুসলিম: ১৪৪)। অন্য হাদিসে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা একটি গুনাহ করলে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে; সে তওবা করলে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়, আর গুনাহ করতে থাকলে দাগ বৃদ্ধি পেয়ে পুরো অন্তর ঢেকে যায়, আর এটাই সেই মরিচা যার কথা আল্লাহ বলেছেন, তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে (সূরা মুতাফফিফিন: ১৪; তিরমিযি: ৩৩৩৪)।

পাপাচার মানুষের বক্ষ সংকুচিত করে দেয়। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে সুপথ দেখাতে চান তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষ সংকুচিত করে দেন, যেন সে কষ্টে আকাশে আরোহণ করছে (সূরা আনআম: ১২৫)। পাপাচার মানুষের অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্যও দুর্বল করে দেয়। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন, তারাই অবাধ্য (সূরা হাশর: ১৯)।

দুনিয়াবি জীবনেও পাপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পাপী ব্যক্তি একটি পাপ করে থেমে যায় না, বরং একের পর এক পাপ করতেই থাকে। ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুমিন তার গুনাহকে এমন মনে করে যেন সে পাহাড়ের নিচে বসে আছে আর আশঙ্কা করছে তা তার উপর ধসে পড়বে; আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহকে মাছির মতো মনে করে যা নাকের উপর দিয়ে উড়ে যায় (সহিহ বুখারি: ৬৩০৮, তিরমিযি: ২৪৯৭)। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নেক আমলের প্রতিদান হলো তার পরে আরেকটি নেক আমল করতে পারা, আর পাপের পরিণাম হলো তার পরে আরেকটি পাপ করে ফেলা (ইবনুল কাইয়্যিম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ: ১/২৯৯)।

আল্লাহর অবাধ্যতা বান্দাকে আল্লাহর বিস্মৃতির শিকার করে। আল্লাহ বলেন, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন (সূরা তওবা: ৬৭)। পাপাচার আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত থেকেও বঞ্চিত করে। আল্লাহ বলেন, তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয় তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল, আর তিনি তোমাদের অনেক পাপ মার্জনা করে দেন (সূরা শুরা: ৩০)। অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের নিয়ামত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে (সূরা আনফাল: ৫৩)।

পাপাচার আজাবকেও অবধারিত করে তোলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষ যতক্ষণ না নিজেদের পাপাচার ব্যাপক করে এবং কোনো ওজর পেশ করার সুযোগ না থাকে, ততক্ষণ তারা ধ্বংস হবে না (সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৪৭)। পাপাচার রিযিক থেকেও বঞ্চিত করে। আল্লাহ বলেন, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন এবং তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করেন (সূরা তালাক: ২-৩)।

সততা সম্পদে বরকত বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে পাপাচার তা দূর করে দেয়। হাকিম ইবনে হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হয়, আর মিথ্যা বললে বরকত চলে যায় (সহিহ বুখারি: ২০৭৯, ২০৮২, সহিহ মুসলিম: ১৫৩২)। আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে দুনিয়ার জীবনও সংকীর্ণ হয়ে যায়— আল্লাহ বলেন, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত (সূরা ত্বহা: ১২৪)।

পাপাচার রোগ-ব্যাধি ও কষ্টভোগেরও কারণ হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকলে এবং প্রভাবশালীরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি পাঠান (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০০৯)। অন্যত্র বলা হয়েছে, কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়লে সেখানে প্লেগ ও এমন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয় যা পূর্বসূরিরা কখনো দেখেনি (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০১৯)।

পাপাচার কেবল আখিরাতের শাস্তিই নয়, দুনিয়ার জীবনেও অন্তরের অন্ধকার, রিযিকের সংকোচন, সম্পদের বরকতহীনতা ও রোগ-ব্যাধির মতো নানা অকল্যাণ ডেকে আনে। তাই প্রতিটি মুমিনের উচিত সর্বদা তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার রাখা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পাপাচারের ভয়াবহ পরিণতি থেকে হেফাজত করুন এবং তাঁর আনুগত্যের তাওফিক দান করুন। আমীন।

খতিব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

আলেমের গুরুত্ব ও মর্যাদা

আমীমুল ইহসান



দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই হলেন আলেম, যারা দ্বীনের সংরক্ষণ ও ইলম বিতরণের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। ফলে ইহকালে যেমন তারা নন্দিত হন, তেমনি পরকালেও সম্মানিত ও সফলকাম হবেন। কুরআন-হাদিসে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষকে কখনো না কখনো আলেমের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো (সূরা নাহল: ৪৩, সূরা আম্বিয়া: ৭)। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আহলুয যিকর হলো কুরআনের জ্ঞানীগণ (তাফসিরে কুরতুবি: ১০/১১৪)। আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষের মধ্যে আলেমদের উদাহরণ আকাশের নক্ষত্রের মতো, যার দ্বারা পথের দিশা পাওয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা দ্বীনী ইলমের অধিকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন (সূরা মুজাদালা: ১১)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ এই কুরআনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে উন্নত করেন, আবার কাউকে অবনত করেন (সহিহ মুসলিম: ৮১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২১৮)। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই ইলম তার অধিকারীকে দুনিয়া-আখিরাতে এমন মর্যাদা দেয় যা রাজত্ব বা সম্পদ দিতে পারে না; ইলম সম্মানিতের সম্মান বাড়ায় এবং দাসকেও রাজাদের পরিষদে বসিয়ে দেয় (ফাযলুল ইলম ওয়াল উলামা)।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? তিনি বললেন, সর্বাধিক মুত্তাকী; অতঃপর তিনি জানালেন, জাহেলি যুগে যারা সর্বোত্তম ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে (সহিহ বুখারি: ৩৩৫৩, সহিহ মুসলিম: ২৩৭৮)। আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা অধিক— আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর; আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও মাছ পর্যন্ত মানুষের শিক্ষাগুরুদের জন্য দোয়া করে (তিরমিযি: ২৬৮৫)। আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা যেমন সকল তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা (সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪১)।

আলেমের জন্য আসমান-জমিনের সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আলেমের জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে (সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪৩, তিরমিযি: ২৬৮২)। হিংসা মহাপাপ হলেও দুটি ক্ষেত্রে ঈর্ষা জায়েজ— ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়ে সৎপথে ব্যয়ের সামর্থ্য দিয়েছেন এবং যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন যা দিয়ে সে বিচার করে ও শিক্ষা দেয় (সহিহ বুখারি: ৭৩, ১৪০৯, সহিহ মুসলিম: ১৯৩৩)।

জ্ঞানীরাই আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেন। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, আর ফেরেশতামণ্ডলী ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও এই সাক্ষ্য দেন (সূরা আলে ইমরান: ১৮)। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াত ইলম ও আলেমদের সম্মান-মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী— আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নবীগণ স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার উত্তরাধিকারী বানাননি, বরং ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন, যে তা অর্জন করল সে পূর্ণাংশই লাভ করল (সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪৩, তিরমিযি: ২৬৮২)।

আলেমরাই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করেন, কেননা তারা তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবগত। আল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে ভয় করে (সূরা ফাতির: ২৮)। হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে যত বেশি আল্লাহ সম্বন্ধে জানবে, তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশি জাগ্রত হবে। ইমামতির ক্ষেত্রেও ইলমের গুরুত্ব সুস্পষ্ট— আবু মাসউদ আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কুরআন তেলাওয়াতে বেশি পারদর্শী সে ইমামতি করবে, সমান হলে যে বেশি হাদিস জানে (সহিহ মুসলিম: ৬৭৩)।

> **আলেমরাই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করেন, কেননা তারা তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবগত। আল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে ভয় করে (সূরা ফাতির: ২৮)। হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে যত বেশি আল্লাহ সম্বন্ধে জানবে, তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশি জাগ্রত হবে।**

কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রকৃত আলেমরাই বুঝতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন, কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, তবে গভীর জ্ঞানীরা বলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম (সূরা আলে ইমরান: ৭)। আল্লাহ আরও বলেন, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন (সূরা আনকাবুত: ৪৯)। আলেম ও জাহেল কখনো সমান নয়— আল্লাহ বলেন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা যুমার: ৯)।

আলেমদের অধিকার রক্ষার নির্দেশও দিয়েছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উবাদা ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার সম্পর্কে জানে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় (মুসনাদে আহমাদ: ২২৭৫৫)। আলেম না থাকা ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়— ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমানতদার কমে যাবে, বিজ্ঞ আলেম কমে যাবে এবং দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে, তখনই ফিতনা দেখা দেবে (ইবনে আবি শায়বা: ৩৭১৫৬)। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম তুলে নেবেন, এরপর মানুষ মূর্খদের নেতা বানাবে যারা না জেনে ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে (সহিহ বুখারি: ৭৩০৭, সহিহ মুসলিম: ৬৯৭১)।

আলেমদের মর্যাদা কুরআন-হাদিসে বহুবিধভাবে প্রতিষ্ঠিত— তারা নবীদের উত্তরাধিকারী, সৃষ্টিজগতের দোয়ার পাত্র এবং আল্লাহর সর্বাধিক ভীত বান্দা। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত দ্বীনি ইলম অর্জন করা, তদনুযায়ী আমল করা এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন সাজিয়ে আখিরাতে সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই তাওফিক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)



এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ফোবানার চেয়ারম্যান এম রহমান জহির, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ডক্টর প্রিয়লাল

জুয়েল সাদত

উত্তর আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ প্রবাসী সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন সাউথ ফ্লোরিডার বিশিষ্ট সংগঠক এম রহমান জহির। একই কমিটিতে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ভার্জিনিয়ার ডক্টর প্রিয়লাল কর্মকার।

নবগঠিত এই কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিউইয়র্কের আবীর আলমগীর, জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে ভার্জিনিয়ার অ্যান্থনি পিউস গোমেজ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে হিউস্টনের নাহিদা ইয়াসমিন নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া ২৯ সদস্যবিশিষ্ট ফোবানা নির্বাহী কমিটিতে সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার এস আই জুয়েল।

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান এম রহমান জহির দীর্ঘদিন ধরে সাউথ ফ্লোরিডায় বসবাস করছেন এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি সাউথ ফ্লোরিডা ফেয়ারগ্রাউন্ডে টানা ৩০ বছর ধরে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী 'এশিয়ান এক্সপো ফুড ফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল শো'-র মূল সংগঠক। ইতিপূর্বে তিনি ফোবানার সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আগামী ২০২৭ সালে হিউস্টনে অনুষ্ঠিতব্য ৪১তম ফোবানা কনভেনশনে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন।

এবারের লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানায় এম রহমান জহিরের নেতৃত্বে সাউথ ফ্লোরিডার একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ঢাকা ক্লাবের রানা খান, মিম খান, জুয়েল সাদত, ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি ও 'উইন্টার ফেস্ট ২০২৬'-এর কনভেনার মুজিব উদ্দিন ও মিসেস মুজিব উদ্দিন, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সাধারণ সম্পাদক আরিফ আহমদ আশরাফ, ৩০তম এশিয়ান এক্সপোর চেয়ারম্যান এস আই জুয়েল, কনভেনার তামান্না আহমদ, কো-কনভেনার মনজুর চৌধুরী, মাসুদা ইসলাম পপি, মেরিনা মজুমদার ও মাইশা আহমদ।

সম্মেলনে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার 'বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা'-র সভাপতি বাবুল হাই 'আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার' হিসেবে নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, ২০২৭ সালের হিউস্টন ফোবানা কনভেনশনের কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পাবেল আহমদ।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে 'দুর্বল' ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাইমারিতে হেরেছেন। এর মধ্যে পাঁচজন ছিলেন গভর্নর পদপ্রার্থী এবং শুধু আগস্ট মাসেই হেরেছেন ছয়জন।

সিএনএন তথ্য পর্যালোচনা করে জানিয়েছে, ১০ জনের এই পরাজয়ের সংখ্যা ২০১৮, ২০২০ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প-সমর্থিত প্রার্থীদের সম্মিলিত পরাজয়ের সমান। তবে ২০২২ সালে ট্রাম্প-সমর্থিত ১২ প্রার্থী হেরেছিলেন, অর্থাৎ ওই বছরের তুলনায় এবার সংখ্যা কিছুটা কম। অবশ্য ২০২২ সালে ট্রাম্প আবারও রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিল।

সামগ্রিকভাবে প্রার্থীদের সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের রেকর্ড শক্তিশালী। প্রায় যে কোনো প্রার্থীই দলীয় প্রাইমারিতে তাঁর সমর্থন পেতে চাইবেন। কিন্তু তাঁর সমর্থন কোনোভাবেই নিশ্চিত বিজয়ের গ্যারান্টি হয়ে ওঠেনি। আর এটি এমন একটি ধারণাকে আরও জোরালো করে যে, ডানপন্থি ভোটাররা আগের তুলনায় ট্রাম্পের কাছ থেকে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা কম নিচ্ছেন।

তবে ট্রাম্প-সমর্থিত কিছু প্রার্থী হারলেও তিনি যখন কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও জোরালোভাবে অবস্থান নিয়েছেন, তখন সাধারণত ভালো ফল পেয়েছেন।

রিপাবলিকানরা ২০২৬ সালের নির্বাচনে সমাজতন্ত্রকে তাদের প্রধান রাজনৈতিক আক্রমণের বিষয় হিসেবে সামনে আনলেও নির্বাচনের ফলাফল এবং সাম্প্রতিক জনমত জরিপ বলছে, উপযুক্ত ধরনের ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থীকে নির্বাচিত করা নিয়ে মার্কিন ভোটাররা খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন।

বরং সাম্প্রতিক কয়েকটি জরিপে দেখা গেছে, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা প্রার্থীদের তুলনায় 'মাগা' প্রার্থীদের নির্বাচিত করা নিয়েই ভোটারদের উদ্বেগ বেশি। চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস/সিয়েনা কলেজের এক জরিপে দেখা গেছে, সম্ভাব্য ভোটারদের মাত্র ৩০ শতাংশ বলেছেন, তারা এমন কোনো প্রার্থীকে ভোট দিতে পছন্দ করবেন না, যিনি নিজেকে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে পরিচয় দেন।

এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবর বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির হিসাব চলতি বছরের নভেম্বরে পাল্টে দিতে পারেন মন্টানার ভোটাররা। দেশটিতে তারাই হতে পারে প্রথম অঙ্গরাজ্য, যারা নির্বাচনে করপোরেশনের অর্থায়নে রাশ টানতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩০টি অঙ্গরাজ্য একই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মন্টানা সফল হলে তা গুরুত্বপূর্ণ একটি নজির তৈরি করবে। পরে পুরো বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে পারে। এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৯ শতাংশ মার্কিনই মূলত চান না, নির্বাচনে ব্যালট ইনিশিয়েটিভের দোহাই দিয়ে করপোরেশন অর্থায়ন করুক।

প্রধানমন্ত্রী দেশের টাকা খরচ করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, এটি প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফর। রাষ্ট্রীয় কাজেই তিনি নিউইয়র্কে আসছেন। রাষ্ট্রীয় কাজের ফাঁকে যদি সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে প্রবাসী বাংলাদেশি ও নেতাকর্মীদের সাথে একটা সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। তবে আমরা এখনো এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাইনি।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই এ অনিশ্চয়তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। হাজার হাজার নেতাকর্মী এখনো নিশ্চিত নন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হবে কি না। একই সঙ্গে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে কোনো নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে কি না, সেটিও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রবাসীদের সরাসরি মতবিনিময়ের কোনো কর্মসূচি থাকবে কি না, সে বিষয়েও এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

এবিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। ফ্যাসিবাদি সরকার দেশে লুটপাট করে বিদেশে টাকা নিয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে সরকারি টাকায় উনি কোন সংবর্ধনা নেবেন না।

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে আমদের নেতাকর্মীদের খরচে সংবর্ধনা আয়োজনের প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে রাজি হয়েছেন। নেতাকর্মীদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, প্রবাসী নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষদের অংশগ্রহণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ইতোমধ্যে আমরা হল খুঁজছি। সুবিধামত হল পেলে আমরা বুকিং করব।

একই ধরনের অপেক্ষায় রয়েছেন নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিকরাও। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, পররাষ্ট্রনীতি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং প্রবাসীদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি বক্তব্য শোনার পাশাপাশি তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ চান স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা। অতীতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসা বাংলাদেশের সরকারপ্রধানরা স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলন ও মতবিনিময় করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এবারও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিকদের একটি মতবিনিময় বা সংবাদ সম্মেলনের প্রত্যাশা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট বার্তা না পাওয়ায় সাংবাদিকদের মধ্যেও এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিউইয়র্কে আগমন ঘিরে আমাদের জোরালো প্রস্তুতি রয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর জেএফকে বিমানবন্দরে আমারা বিএনপির নেতাকর্মীরা উনাকে স্বাগত জানাতে যাব। ২৪ সেপ্টেম্বর উনার ভাষণের দিন আমরা জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীদের সাথে স্বাগতম র‍্যালী করব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন আমাদের কমিটি ছিলোনা, যেকারণে আমাদের সাংগঠনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। আমরা চাই দেশে ফিরেই যেন উনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনে ব্যবস্থা নেন।

জর্জিয়া স্টেট বিএনপির সভাপতি নাদিরুল এইচ খান বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্মানে সংবর্ধনা ও নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করার ব্যাপারে ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানানো হবে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর ঘিরে সংবর্ধনা বা মতবিনিময়ের কোনো সুস্পষ্ট কর্মসূচির আভাস না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএনপির একাধিক প্রবাসী নেতাকর্মী। তাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি না থাকায় সাংগঠনিকভাবে নানা ধরনের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিএনপির স্টেট কমিটি থাকলেও দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোনো পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি নেই। ফলে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সমন্বিতভাবে বড় কোনো কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, দেশের বাইরে বিএনপির সবচেয়ে বড় ইউনিট হলো যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি পরিবার। দীর্ঘ দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি না থাকায় বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নাজুক অবস্থা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা বাংলাদেশিদের টাকা লুট করে যুক্তরাষ্ট্র এসে দেশ বিরোধী কর্মকান্ড করার সুযোগ পাচ্ছে কেবল এখানে বিএনপির শক্ত অবস্থান না থাকার সুযোগে। দীর্ঘ সময় মূল কমিটি না থাকায় নেতাকর্মীরাও হতাশাগ্রস্থ। হতাশা ও দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে অনতিবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা তোফায়েল চৌধুরী লিটন বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন। এ সফরকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে একটা আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। বিএনপির ব্যানারে সার্বজনীন একটা সংবর্ধনা হবে। ইনশাআল্লাহ ২৫ সেপ্টেম্বর এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে। তারেক রহমান নিউইয়র্ক এলে নেতাকর্মীদের চাঙাভাব ধরে রাখতে শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট বিএনপির কমিটি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি নেতা মোতাহার হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফর ও নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজনের বিষয়টি নিয়ে আমরা নেতাকর্মীরা ধোঁয়াসার মধ্যে রয়েছি। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটা কে আয়োজন করছে? এত বড় একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করতে হলে প্রস্তুতির বিষয় থাকে, পরিকল্পনার বিষয় থাকে, আয়োজক কমিটি হবে কিনা, সভাপতিত্ব কে করবে এমন অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় থাকে। বাজেট একটা বড় বিষয়। অর্থের যোগান কিভাবে হবে সেটাও একটা বড় বিষয়। এত বড় আয়োজনে শৃঙ্খলার একটা ব্যাপার আছে। এ আয়োজনের জন্য যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত তার কাছ থেকেও আমরা কোন ব্রিফিং পাইনি। আমরা বিএনপির নেতাকর্মীরাই এখনো বুঝতে পারছিনা এ সংবর্ধনাটা কিভাবে আয়োজন হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক নাছিম আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দুঃসময়ে বিএনপির রাজনীতি করেছি, আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিয়েছি, দলের জন্য কাজ করেছি। দলের চেয়ারম্যান নিউইয়র্কে আসছেন, আমরা সকলেরই উনার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী। তবে সংবর্ধনার আয়োজন নিয়ে আমরা হতাশ। দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সকল নেতাকর্মীর ভাগ্যে উনার সাথে দেখা করার সুযোগ মিলবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দিহান।প্রধানমন্ত্রীর সাথে দলের নেতাকর্মীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে দায়িত্ব প্রাপ্তদের আন্তরিকতা প্রত্যাশা করেন তিনি।

প্রবাসী নেতাকর্মীদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একটি সক্রিয় ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকলে প্রধানমন্ত্রীর নাগরিক সংবর্ধনার মতো বড় আয়োজন দলীয়ভাবে দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে করা সম্ভব হতো। একই সঙ্গে দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অচলাবস্থা নিরসনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরাসরি হস্তক্ষেপে দ্রুত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনের সাধারণ বিতর্ক আগামী ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের আগমন ঘটবে। ফলে শহরজুড়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতাও বাড়বে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। তবে সফরের মাত্র কয়েক দিন আগে এসেও নাগরিক সংবর্ধনা, প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলন নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি প্রকাশ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এসব আয়োজন হবে কি না, তা নিয়েই এখন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে চলছে নানা আলোচনা ও অপেক্ষা।

নিউইয়র্কে স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ছেচল্লিশ বছর পর তাঁরই পুত্র যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়াবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের একটি সেতুবন্ধন তৈরি হবে। রাজনীতিতে প্রতীকের মূল্য আছে। কিন্তু সেই প্রতীককে অর্থবহ করে তুলতে হলে বর্তমানের বাস্তব সমস্যাগুলোর সামনে দাঁড়াতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাতিসংঘ সফর বাংলাদেশের নতুন সরকারের বৈদেশিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।রোহিঙ্গা সংকট তার মধ্যে অন্যতম। বছরের পর বছর ধরে এই সংকট ঝুলে আছে। মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের বাস্তব অগ্রগতি নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যে মানবিক দায়িত্ব পালন করেছে, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যও কম নয়। জাতিসংঘের মতো মঞ্চে বাংলাদেশকে এই সংকটের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি আরও জোরালোভাবে তুলতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনও বাংলাদেশের জন্য কোনো দূরের আন্তর্জাতিক ইস্যু নয়। এটি নদীভাঙন, উপকূলীয় মানুষের বাস্তুচ্যুতি, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। জলবায়ু তহবিলে ন্যায্য হিস্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অর্থায়ন বাংলাদেশের কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত।

এর সঙ্গে আছে বৈশ্বিক বাণিজ্য, শুল্ক, বিনিয়োগ, শ্রমবাজার এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ। একটি পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কতটা শক্তিশালী করা যায়, সেটিও এই সফরের আলোচনার অংশ হওয়া দরকার।

ড. খলিলুর রহমানের উপস্থিতি এই আলোচনাকে আরেকটি মাত্রা দিয়েছে। জাতিসংঘের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নিউইয়র্ক ও জেনেভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে তাঁর কাজ কেবল বাংলাদেশের স্বার্থ দেখা নয়। তাঁকে ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয়, আলোচনা ও ঐকমত্য তৈরির কাজও করতে হবে। তিনি নিজেই নির্বাচিত হওয়ার পর বলেছিলেন, তিনি "সবার সভাপতি" হিসেবে কাজ করতে চান এবং মতপার্থক্য অস্বীকার না করে অভিন্ন ভিত্তি খুঁজবেন।

এখানেই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিনিধি। কিন্তু সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে তাঁকে একই সঙ্গে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচনের মতো স্পর্শকাতর প্রক্রিয়ায় তাঁর নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের সাবেক সাধারণ পরিষদ সভাপতি আনালেনা বেয়ারবকও তাঁর নির্বাচনের পর এই দায়িত্বের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

নিউইয়র্ক সফরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ। ২৫ সেপ্টেম্বরের নাগরিক সংবর্ধনা। এটিকে একটি রাজনৈতিক সমাবেশ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রেমিট্যান্স পাঠানো থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন সংকটে পাশে দাঁড়ানো—প্রবাসীরা বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেবল আবেগে নয়, বাস্তব কাজেও প্রমাণ করেছেন। প্রবাসীরা শুধু করতালি দিতে আসবেন না।

তাঁদের প্রশ্ন আছে। নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন আছে, বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন আছে, দ্বৈত কর নিয়ে প্রশ্ন আছে, দেশে সম্পদ ও ব্যবসা পরিচালনার নানা জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। দেশের রাজনীতির সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্কও বহুদিনের। ফলে প্রধানমন্ত্রীর জন্য এই নাগরিক সংবর্ধনা হবে শুধু বক্তব্য দেওয়ার জায়গা নয়, শোনারও একটি সুযোগ।আমরা আশা করব, প্রধানমন্ত্রী সেই শোনার মানসিকতা নিয়েই প্রবাসীদের সামনে দাঁড়াবেন।

অবশ্য নিউইয়র্কের রাজপথও এই সফরের সময় নীরব থাকবে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনের প্রতিফলন প্রবাসেও দেখা যাবে। আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকদের উপস্থিতি, কর্মসূচি কিংবা প্রতিবাদ—সবই নিউইয়র্কের গণতান্ত্রিক পরিসরের অংশ হিসেবে সামনে আসতে পারে। দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমনই হোক, নিউইয়র্কের রাজপথে মতপ্রকাশের অধিকার তার নিজস্ব আইনি ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হবে। এসব কর্মসূচি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাস্তবে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটি সময়ই বলবে।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার—জাতিসংঘের করিডোরে বাংলাদেশের অবস্থান কোনো একক সরকার, দল বা ব্যক্তির অর্জন নয়। এটি বহু দশকের কূটনৈতিক ধারাবাহিকতার ফল। সরকার এসেছে, সরকার গেছে; কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত থেকেছে।

আজ সেই ধারাবাহিকতার একটি নতুন অধ্যায় সামনে।

বাংলাদেশের একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসছেন বিশ্বমঞ্চে দেশের কথা বলতে। এই দৃশ্য আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে গর্বের। কিন্তু গর্বের সঙ্গে দায়িত্বও আসে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের পতাকা যত উঁচুতেই উঠুক, শেষ পর্যন্ত তার মূল্যায়ন হবে কী বলা হলো, কী অর্জন হলো এবং দেশের মানুষের জন্য তার ফল কী দাঁড়াল—তার ভিত্তিতে।

আমরা চাই, প্রধানমন্ত্রীর এই সফর প্রটোকলের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের স্বার্থের একটি কার্যকর কূটনৈতিক অভিযাত্রায় পরিণত হোক। রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শ্রমবাজার এবং বৈশ্বিক শান্তি—প্রতিটি প্রশ্নেই বাংলাদেশ যেন নিজের অবস্থান স্পষ্ট ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে।

নিউইয়র্ক প্রস্তুত।

জাতিসংঘ প্রস্তুত।

প্রবাসী বাংলাদেশিরাও অপেক্ষায়।

এখন অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রীর পদধ্বনির।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিউইয়র্কে স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে ড. খলিলুর রহমানের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা।

বাংলাদেশের জন্য এটি যেন শুধু একটি ঐতিহাসিক ছবি হয়ে না থাকে—হয়ে ওঠে একটি অর্থবহ কূটনৈতিক অর্জনের সূচনা।

নিউইয়র্কে স্বাগতম, প্রধানমন্ত্রী।



নিউইয়র্কের সাবওয়ে ট্র্যাকে তরুণ-তরুণীর মৃত্যুর রহস্য কাটেনি

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহাটনে রোববার ভোররাতে সাবওয়ে ট্র্যাকে বসে থাকা এক তরুণ ও এক তরুণী ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সূত্র জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে স্প্রিং স্ট্রিট স্টেশনের কাছে, রাত পৌনে তিনটার দিকে, যখন দক্ষিণমুখী একটি ট্রেন তাদের ওপর দিয়ে চলে যায়।

উভয়েরই বয়স চব্বিশ বছর বলে জানা গেছে। তবে এখনো তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

তদন্তকারীদের ভাষ্যমতে, এই মুহূর্তে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বা তারা দুর্ঘটনাক্রমে ট্র্যাকে পড়ে গিয়েছিলেন। কিছু তদন্তকারী অনুমান করছেন তারা হয়তো মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।যদিও এখন পর্যন্ত এর সপক্ষে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঘটনার পুরো প্রেক্ষাপট এখনো তদন্তাধীন, এবং প্রকৃত কারণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় লাগবে।

নিউইয়র্ক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে, এবং ঘটনার জেরে স্টেশনটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।

এই প্রতিবেদন তৈরির সময় পর্যন্ত এটি একটি চলমান ঘটনা হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। নতুন তথ্য সামনে এলে বিস্তারিত জানা যাবে।



কাদের-নাসিমসহ সাত নেতার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে আ.লীগের বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

কাদের-নাসিমসহ সাত নেতার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভমানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন নাসিম, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনানের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পরে নেতাকর্মীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্থানীয় সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন। কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদসহ দলটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় সাবেক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন এবং নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন। সেখানে ট্রাইব্যুনালের রায় প্রত্যাখ্যান এবং দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরা হয়। আয়োজকদের প্রচারপত্রে রায়কে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ ও ‘সাজানো বিচার’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সমাবেশে বক্তারা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা তুলে ধরে বিচারপ্রক্রিয়া ও প্রহসনের রায় প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে রায় বাতিলের দাবি জানান। সেইসাথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও জানান তারা।

হামে পেনসিলভানিয়ার এক নারীর মৃত্যু

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় জেফারসন কাউন্টির ৪০ বছর বয়সী এক নারী হামের জটিলতায় মারা গেছেন। জেফারসন কাউন্টির করোনার গ্রেগ ফারলং ফেসবুকে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) মারা যান। এটি ২০২৬ সালে পেনসিলভানিয়ায় হাম-সম্পর্কিত তৃতীয় মৃত্যু।

ফার্লং সিএনএন-এর কাছে নিশ্চিত করেছেন যে, মারা যাওয়া ওই নারী হামের টিকা নেননি। তিনি আরও জানান, পরিবারের এক সদস্য হামে আক্রান্ত হওয়ার পর ওই নারীও এতে সংক্রমিত হন। তিনি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এবং অ্যাজমাতেও ভুগছিলেন; হামে আক্রান্ত হওয়ার আগে থেকেই তাকে দিনে ২৪ ঘণ্টাই কৃত্রিম অক্সিজেন সহায়তায় থাকতে হতো।

ফার্লং বলেন, "এটি পরিবারের জন্য একটি হৃদয়বিদারক ক্ষতি এবং একটি দুর্ভাগ্যজনক সতর্কবার্তা যে হাম একটি মারাত্মক এবং সম্ভাব্য প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে।" তিনি আরও জানান, ওই নারী সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য প্রকাশ করা হবে না।

এই মৃত্যুর আগে আগস্টের শেষের দিকে ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টিতে হামজনিত কারণে দুটি মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, যা গত ৩৫ বছরের মধ্যে এই স্টেটে ভাইরাসজনিত রোগটিতে মৃত্যুর প্রথম ঘটনা ছিল।

পেনসিলভানিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত স্টেটের ৩৭টি কাউন্টিতে ৬৭৬টি হামের কেস নিশ্চিত হয়েছে, যার মধ্যে ১২৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ১% এরও কম সম্পূর্ণ টিকা নিয়েছিলেন।

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯১ সালের পর হামের সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাব প্রত্যক্ষ করছে এবং চলতি বছর দেশজুড়ে ৩ হাজার জনেরও বেশি মানুষের শরীরে এই রোগ শনাক্ত হয়েছে।

হামের লক্ষণগুলো সাধারণত কাশি, জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া এবং চোখ লাল হয়ে পানি পড়ার মাধ্যমে শুরু হয়, যার পর শরীরে লালচে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি দেখা দেয়। এই রোগের কারণে নিউমোনিয়া এবং মস্তিষ্কে ফোলাভাবসহ (এনসেফালাইটিস) মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ওই নারীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত ও পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে স্থানীয়ভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দুই ডোজ এমএমআর (হাম, মাম্পস, রুবেলা) টিকা প্রায় ৯৭% সুরক্ষা প্রদান করে। টিকাদানের হার কমে যাওয়ার কারণে দেশটিতে পুনরায় হামের প্রকোপ বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে বলে জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন।

স্টেটটির স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে যে, তারা করোনারের সাথে যোগাযোগ রাখছে এবং ঘটনাটির নিজস্ব পর্যালোচনা পরিচালনা করছে। পাশাপাশি তারা উল্লেখ করেছে যে, বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই তা জনসাধারণকে জানানো হবে।



আবার বিয়ে করলেন ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী জেমিমা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী জেমিমা গোল্ডস্মিথ দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তাঁর পরিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মাল্টিমিলিয়নিয়ার অর্থলগ্নিকারী ক্যামেরন ও’রেইলিকে বিয়ে করেছেন ৫২ বছর বয়সী এই চলচ্চিত্র নির্মাতা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

জেমিমা গোল্ডস্মিথ পাকিস্তানের ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া ইমরান খানের সঙ্গে প্রায় ৯ বছরের দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। ২০০৪ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এই দম্পতির দুই ছেলে রয়েছেন। তাঁরা হলেন সোলায়মান ও কাসিম। বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির কারাগারে থাকা তাদের বাবার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে তারা প্রচারণা চালিয়ে আসছেন।

জেমিমা গোল্ডস্মিথের ভাই বেনের স্ত্রী জেমিমা জোন্স ইনস্টাগ্রামে স্বামীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তাদের বিয়ের খবর উদযাপন করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘জেমিমা ও ক্যামেরনের বিয়ে উদযাপন করছি, আমার প্রিয় তারিখে। কী আনন্দের দিন।’

৬২ বছর বয়সী ও’রেইলি আইরিশ-অস্ট্রেলীয় ব্যবসায়ী। ধারণা করা হচ্ছে, সপ্তাহান্তে এক জমকালো অনুষ্ঠানে জেমিমা গোল্ডস্মিথ ও ক্যামেরন ওরেইলি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্রের প্রতি দুজনের অভিন্ন আগ্রহের সূত্রে তাদের পরিচয় হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জেমিমা গোল্ডস্মিথ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিংক্ট প্রোডাকশন্সের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র লিখেছেন এবং প্রযোজনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে শেখর কাপুর পরিচালিত ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত রোমান্টিক কমেডি চলচ্চিত্র ‘হোয়াটস লাভ গট টু ডু উইথ ইট?’ এ ছাড়া ‘দ্য নিউ স্টেটসম্যান’ ও ‘ভ্যানিটি ফেয়ারের’ মতো প্রকাশনায় তিনি সম্পাদনা ও লেখালেখি করেছেন। মানবাধিকার ইস্যুতেও তিনি সোচ্চার।

গত মাসে পাকিস্তানে তার সাবেক স্বামী ইমরান খানের কারাবন্দিত্বের বিষয়ে এবং তার দুই ছেলের প্রচারণার সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলেন জেমিমা গোল্ডস্মিথ। তিনি লেখেন, ‘এটি আর কেবল পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক বিষয় নয়। এটি এখন একটি মানবাধিকার জরুরি অবস্থা।’

তিনি আরও বলেন, ইমরান খানের ব্রিটেনের সঙ্গে গভীর ও আজীবনের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং ইংল্যান্ডে কয়েক বছর কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছেন। এই দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ের। তাঁর দাতব্য কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তানে একমাত্র বিনামূল্যের ক্যানসার হাসপাতাল এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ও রয়েছে।

জেমিমা বলেন, ‘তাঁর দুই ছেলে, আমার দুই সন্তান সুলায়মান ও কাসিম ব্রিটিশ নাগরিক। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে তাদের বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি দেখতে তাঁরা বাধ্য হয়েছে। তাদের বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তাদের ভিসা দেওয়া হয়নি। এমনকি সরকারি কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে তাদেরও গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়মিত ফোনে কথা বলার সুযোগও দেওয়া হয়নি।’

মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েনের কথা স্বীকার যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পৃথিবীর কক্ষপথে একটি মহাকাশ অস্ত্র মোতায়েনের কথা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির বিমানবাহিনীর সচিব ট্রয় মেইঙ্ক জানিয়েছেন, শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য হামলা থেকে মার্কিন বাহিনীকে সুরক্ষিত রাখতে ওই ‘অন-অরবিট’ অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় সময় সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এয়ার, স্পেস অ্যান্ড সাইবার সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় মেইঙ্ক বলেন, মহাকাশে ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত রয়েছে। তবে অস্ত্রটির ধরন, সক্ষমতা কিংবা ঠিক কখন সেটিকে কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে—এসব বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এর আগে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা মহাকাশে সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁদের দাবি, রাশিয়া ও চীন এমন প্রযুক্তি তৈরি করছে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সংঘাতে মার্কিন স্যাটেলাইটে হামলা কিংবা সেগুলোর কার্যক্রম ব্যাহত করা সম্ভব হতে পারে।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিবিসি জানায়—যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু না করার আহ্বান জানিয়েছে চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত মহাকাশে সামরিক সক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া বন্ধ করা। তবে নতুন অস্ত্রটি কীভাবে কাজ করে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। মার্কিন স্পেস ফোর্স জানিয়েছে, ‘স্পেস কন্ট্রোল’-এর আওতায় শত্রুপক্ষের মহাকাশ সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত, দুর্বল এমনকি প্রয়োজনে ধ্বংস করার মতো আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন মহাকাশভিত্তিক সক্ষমতা ও ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ‘গোল্ডেন ডোম’ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছে। এর লক্ষ্য ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য আকাশপথের হুমকি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সুরক্ষা দেওয়া।

১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে কক্ষপথে গণবিধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েন নিষিদ্ধ করা হয়।

গুতেরেসের নয়াদিল্লি ভাষণ ও বাংলাদেশের অবস্থান

বিশেষ প্রতিনিধি



নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস যে কথাগুলো বললেন, তা আসলে নতুন কিছু নয়। বহুদিন ধরে বিশ্বের প্রান্তিক অর্থনীতিগুলোর মুখে মুখে ঘুরতে থাকা একটি দাবিরই আনুষ্ঠানিক প্রতিধ্বনি এটি। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ একগুচ্ছ উদীয়মান অর্থনীতির নেতাদের সামনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর ভর করে আজকের বিশ্বব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, তা আর বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

"আজকের অর্থনৈতিক, জনতাত্ত্বিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা ১৯৪৫ সালের নয়"—এই একটি বাক্যেই তিনি নিরাপত্তা পরিষদ থেকে শুরু করে ব্রেটন উডস ব্যবস্থা পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানিক স্থাপত্যের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন।

গুতেরেসের বক্তব্যে চারটি অগ্রাধিকার উঠে এসেছে—অর্থায়ন, প্রযুক্তি, জলবায়ু ন্যায্যতা এবং শান্তি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোকে "আরও বড়, আরও উন্নত, আরও সাহসী" হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গে তাঁর সতর্কবার্তা আরও তীক্ষ্ণ। এই প্রযুক্তির ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে আছে হাতেগোনা কিছু কোম্পানি আর কিছু দেশের হাতে। যা নিয়ন্ত্রণহীন থাকলে আয়, সুযোগ, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিভাজনকে আরও গভীর করবে। জলবায়ু প্রসঙ্গে তাঁর ভাষা ছিল সবচেয়ে তীব্র। দাবদাহ, হিমবাহ গলন, দাবানল, বন্যা—এসব যেন আসন্ন এক ভয়াবহ ভবিষ্যতেরই পূর্বাভাস। তার ওপর অতিরিক্ত শক্তিশালী এল নিনো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। ধনী দেশগুলোর প্রতি তাঁর আহ্বান—প্রতিশ্রুত তিনশ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক সহায়তা, অভিযোজন তহবিল তিনগুণ করা এবং ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে অধিকতর অবদান রাখা। খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে গাজা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন ও সুদানের প্রসঙ্গ টেনে সনদের মূলনীতি—সার্বভৌম সাম্য, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি—মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

এখন প্রশ্ন হলো, এই বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার আহ্বানে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়। বাংলাদেশ বরাবরই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সোচ্চার থেকেছে। বিশেষত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দীর্ঘদিনের সবচেয়ে বড় সেনা ও পুলিশ প্রদানকারী দেশ হিসেবে এই বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিকীকরণের প্রশ্নে ঢাকার একটি নৈতিক অবস্থান রয়েছে। জলবায়ু ন্যায্যতার প্রশ্নেও বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জোটের অন্যতম মুখপাত্র। অভিযোজন তহবিল তিনগুণ করার যে দাবি গুতেরেস তুলেছেন, তা কার্যত ঢাকার বহুদিনের কূটনৈতিক অবস্থানেরই প্রতিধ্বনি। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে থাকা বাংলাদেশের জন্য বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর সংস্কার এবং সহজ শর্তের অর্থায়নের প্রশ্নটি নিছক কূটনৈতিক অলংকার নয়।এটি অর্থনৈতিক টিকে থাকার প্রশ্ন।

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিক্সের সদস্য নয়। ফলে এই মঞ্চের সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ বাংলাদেশের নেই। এটি একধরনের কূটনৈতিক দ্বিধার জায়গা তৈরি করে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা অংশীদারদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ও উন্নয়ন-সম্পর্ক, অন্যদিকে ভারত-চীন-রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন এই বিকল্প বলয়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এই দুইয়ের মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষার কৌশলই বাংলাদেশের ঐতিহাসিক কূটনীতির বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে।

রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপটে দেখলে বহুপাক্ষিকতার এই সংকট আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা তহবিল ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদ মিয়ানমার প্রশ্নে কার্যকর কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে বারবার—এই বাস্তবতাই প্রমাণ করে, গুতেরেস যে প্রাতিষ্ঠানিক অচলাবস্থার কথা বলছেন, তা নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। কক্সবাজারের ক্যাম্পে বসবাসরত লাখো মানুষের ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বলা যায়, স্বল্প মেয়াদে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা ছাড়তে রাজি হওয়ার মতো রাজনৈতিক ইচ্ছা এখনো অনুপস্থিত। তবে দীর্ঘমেয়াদে বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার দিকে অভিযাত্রা থামানো কঠিন হবে। কারণ অর্থনৈতিক শক্তির ভরকেন্দ্র ক্রমেই এশিয়া ও দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য এই পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় কৌশলগত সুযোগ তৈরি হতে পারে। বিশেষত অবকাঠামো অর্থায়ন ও জলবায়ু তহবিলের ক্ষেত্রে বিকল্প উৎসের সন্ধানে।

একইসঙ্গে সতর্কতাও জরুরি। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিবলয়গুলোর মাঝে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়া ঢাকার ঐতিহ্যগত ভারসাম্যনীতিকে ব্যাহত করতে পারে।

জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেসের এই ভাষণ বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য একটি বার্তাই বহন করে—বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের দাবিতে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তৈরি করা ছাড়া প্রান্তিক অর্থনীতিগুলোর জন্য বিশ্বমঞ্চে দর কষাকষির শক্তি বাড়ানোর আর কোনো সহজ পথ নেই।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড



Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি

JANNAT Rx PHARMACY

সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

জ্যাকসন হাইটস

জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com

উডসাইড

বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017

জ্যামাইকা

আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে
এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717

ব্রঙ্কস

জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections

Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



মিশিগানে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মিশিগান প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) হ্যামট্রাম্যাক সিটির একটি রেস্টুরেন্টে মিশিগান বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলটির নেতাকর্মী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্যের কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও বিসিএনইউকের সাবেক সভাপতি পাশা খন্দকার, এমবিই। বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, জবাবদিহিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে তিনি বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন।

মিশিগান বিএনপির সভাপতি দেওয়ান আকমল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাজী আব্দুর রকিব। পরে স্বাগত বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা নাজমুল হাসানাত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন এবং সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার নবনির্বাচিত সদস্য সচিব রেজাউল করিম নাচন।

এ সময় ইকবাল হোসেন চৌধুরী, তারেক আহমদ চৌধুরী, মাজহারুল ইসলাম ডালিম, মুস্তাফা খান, দিনার খান হাসু, ওয়াসিমুজ্জামান রনিসহ মিশিগান বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন। বক্তারা দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দলীয় নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কেক কেটে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং দলের ঐক্য, সংহতি ও সাংগঠনিক শক্তি আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে আরও ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আনার লক্ষ্য

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে অতিরিক্ত পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কিন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে সরকার ও আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনের বলরুমে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (অ্যামচ্যাম) ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন ও অ্যামচ্যামের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কে ২৫ লাখ পরিবার ইউটিলিটি বিলে ছাড়ের যোগ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক



ক্যাথি হোকুল

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে এখন প্রায় ২৫ লাখ পরিবার ইউটিলিটি বিলের ওপর ছাড় পাওয়ার যোগ্য বলে জানিয়েছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল। মঙ্গলবার তিনি জানান, রাজ্যের এনার্জি অ্যাফোর্ডেবিলিটি প্রোগ্রামের নতুন যোগ্যতার নিয়মের ফলে অঙ্গরাজ্যের প্রায় অর্ধেক পরিবার এ সুবিধার আওতায় আসবে।

হোকুলের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ নিউইয়র্কবাসী এই কর্মসূচিতে যুক্ত রয়েছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নতুন যোগ্যতার নিয়ম কার্যকর হওয়ায় সুবিধাভোগীর সম্ভাব্য সংখ্যা বেড়ে ২৫ লাখে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির মালিকদের পাশাপাশি ভাড়াটেরাও এ সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে দুই সদস্যের কোনো পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০০ ডলারের কম হলে তারা কন এডিসন ও ন্যাশনাল গ্রিডের ইউটিলিটি বিল ছাড়ের জন্য যোগ্য হতে পারেন। চার সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে আয়ের সীমা ১ লাখ ৬২ হাজার ডলার। লং আইল্যান্ডে এই সীমা কিছুটা বেশি হলেও অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য এলাকায় যোগ্যতার আয়সীমা তুলনামূলক কম।

ইউটিলিটি কোম্পানি ও পরিবারের আয়ের ওপর ভিত্তি করে ছাড়ের পরিমাণ ভিন্ন হবে। তবে বছরে সর্বোচ্চ ৫০০ ডলার পর্যন্ত বিল কমতে পারে। সুবিধা পেতে যোগ্য বাসিন্দাদের অবশ্যই আবেদন করতে হবে। যারা ইতোমধ্যে স্ন্যাপ, মেডিকেইডসহ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন, তারাও এই কর্মসূচির জন্য যোগ্য; তবে তাদেরও আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে।

অভিবাসীদের সরকারি সুবিধা নিয়ে ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের মামলা

দিলারা হোসেন

সরকারি সুবিধা নেওয়া অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড ও ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হতে পারে—ট্রাম্প প্রশাসনের এমন নীতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিউইয়র্ক সিটি ও নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য।

নতুন 'পাবলিক চার্জ' নীতিটি আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। নীতিটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করা কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন কি না, তা বিবেচনায় নিতে পারবেন অভিবাসন কর্মকর্তারা।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন নিয়মে স্ন্যাপ (খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি) ও মেডিকেইডের মতো সরকারি সুবিধা ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় আসতে পারে। এ নিয়ে অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। নিউইয়র্কের কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, নতুন নীতির কারণে বৈধভাবে সরকারি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য অনেক অভিবাসী পরিবারও সুবিধা নিতে ভয় পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যসহায়তার মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা থেকে পরিবারগুলো দূরে সরে যেতে পারে।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি পৃথকভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলাগুলোতে নতুন নীতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং তা কার্যকর না করার আবেদন জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্কের কর্মকর্তারা আদালতের কাছে নতুন নীতিটি কার্যকর হওয়া ঠেকানোর আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, নীতিটি অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে অযথা ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে এবং অনেক পরিবার প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে।

তবে নতুন নীতিটি এখনো আদালতের চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। আদালত কোনো স্থগিতাদেশ দিলে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে এর বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত



জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



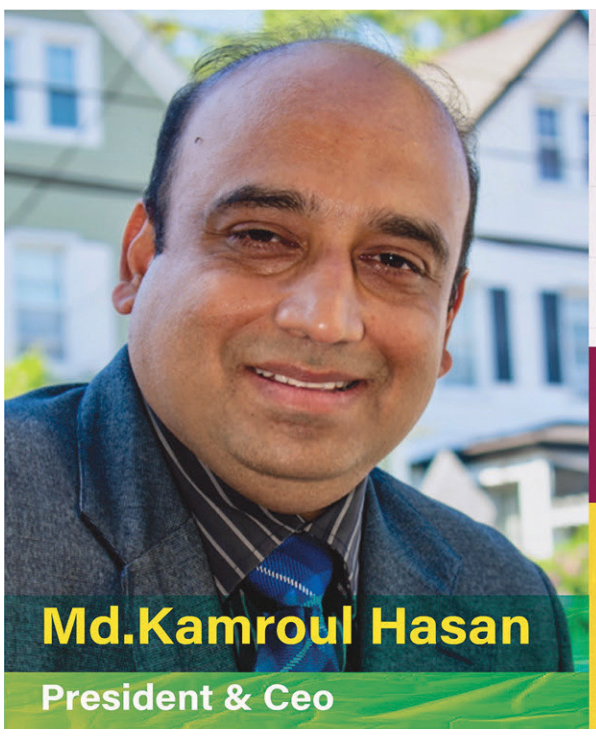
JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER
MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়



PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দূর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন TRANSLATION TAX FILING HELP

ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স



Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন
- অ্যাসাইলাম
- অ্যাক্সিডেন্ট
- পারসোনাল ইনজুরি
- ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES
- Diabetic Foot Exam
- Heel Injection
- Ingrown Toenail
- Fungal Toensails
- Fracture Management
- Diabetic Shoes
- Foot Surgery
- Vascular and nerve Testing
- On-site X-ray Avaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন



CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



- ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician



আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLENTECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005



EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEN, NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।



- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE



বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace
Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

ওজন পার্কে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন উপলক্ষে নিউইয়র্কের ওজন পার্কে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ওজন পার্কের দারুচিনি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ সভায় স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে নির্বাচন ও কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন পরিষদের নেতারা।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংগঠন। সোসাইটির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমুখী করতে কমিউনিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তারা আসন্ন নির্বাচনে প্রবাসীদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটিকে ঘিরে প্রবাসীদের প্রত্যাশা অনেক। নতুন প্রজন্মকে কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাড়ানো এবং প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সোসাইটির ঐতিহ্য ও গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তারা।

সভায় ওজন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে জাকির এইচ চৌধুরী, চেয়ারম্যান শামছুল আবেদিন, আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল ওয়াদুদ এবং অর্থ-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আরিফুল হক চৌধুরী দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানানো হয়।

কমিটিতে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন নাছিম আহম্মেদ। যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে রয়েছেন রফিক বাহার, আল মামুন সবুজ, মো. মনির উদ্দিন, মো. মঈন উদ্দিন, এনামুল ইসলাম ও সাদ্দাম হোসেন। মিডিয়া ও কমিউনিকেশন দায়িত্বে রয়েছেন ফরহাদ মৃদা ও নজরুল ইসলাম খান।

মতবিনিময় সভায় ওজন পার্ক ও আশপাশের এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা কুনু-ফিরোজ পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, নির্বাচন এবং কমিউনিটির বিভিন্ন প্রত্যাশা নিয়ে মতামত বিনিময় করেন। সভায় আয়োজকরা বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও মতামতের গুরুত্ব তুলে ধরেন।















NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ



সবার আগে বাংলাদেশ



জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনে
ভাষণ ও যোগ দিতে

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
তারিখে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের
নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে



প্রাণঢালা অভিনন্দন
ও
শুভেচ্ছা

জসীম ভূঁইয়া
সাবেক কোষাধ্যক্ষ
যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

ব্রুকলিনে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সুপারশপ কালাম'স বাজারের নতুন শাখার উদ্বোধন

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বাংলাদেশি মালিকানাধীন গ্রোসারি সুপারশপ কালাম'স বাজারের নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার ৬৯ চার্চ এভিনিউতে উৎসবমুখর পরিবেশে নতুন শাখাটির উদ্বোধন করা হয়। এটি প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় শাখা। এর আগে ওজন পার্কের লিবার্টি এভিনিউতে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফসহ ব্যবসায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। এ সময় কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ প্রবাসীদের কেনাকাটায় বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিষ্ঠান বেচে নেওয়ার আহ্বান জানান।

উদ্বোধন উপলক্ষে দোকানজুড়ে ছিল বিশেষ অফার। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রাহকদের সুবিধার জন্য অনলাইন অর্ডারের ব্যবস্থাও রয়েছে। পাশাপাশি বড় পরিসরের পার্কিং সুবিধা থাকায় ক্রেতারা সহজেই গাড়ি নিয়ে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা ক্রেতারা বাজারটির পণ্যের বৈচিত্র্য, বিশেষ করে মাছ ও হালাল মাংসের সরবরাহ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, একই জায়গায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পণ্য পাওয়ায় প্রবাসীদের দৈনন্দিন বাজারের প্রয়োজন মেটাতে কালামস বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সরজমিনে দেখা গেছে, কালামস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে শাক-সবজি, ফলমূল, তরিতরকারি, দেশীয় খাদ্যসামগ্রী, মসলা, চাল, ডাল, রান্নার তেল, ডেইরি ও ডিমসহ বিভিন্ন গ্রোসারি পণ্য। প্রবাসী মুসলিমদের চাহিদা বিবেচনায় রয়েছে হালাল ও সতেজ গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগির মাংস। পাশাপাশি বাংলাদেশি নদী-খাল-বিলের বিভিন্ন প্রজাতির তাজা ও হিমায়িত মাছও রাখা হয়েছে।

এছাড়া সিঙ্গারা, সমুচা, পরোটা ও বিভিন্ন ধরনের হিমায়িত খাদ্যপণ্যও পাওয়া যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাংলাদেশি-আমেরিকানদের পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির গ্রাহকদের চাহিদা বিবেচনা করেও পণ্যের বৈচিত্র্য সাজানো হয়েছে।

















নিউইয়র্কে হলো ‘ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক রিভার ক্রুজ’

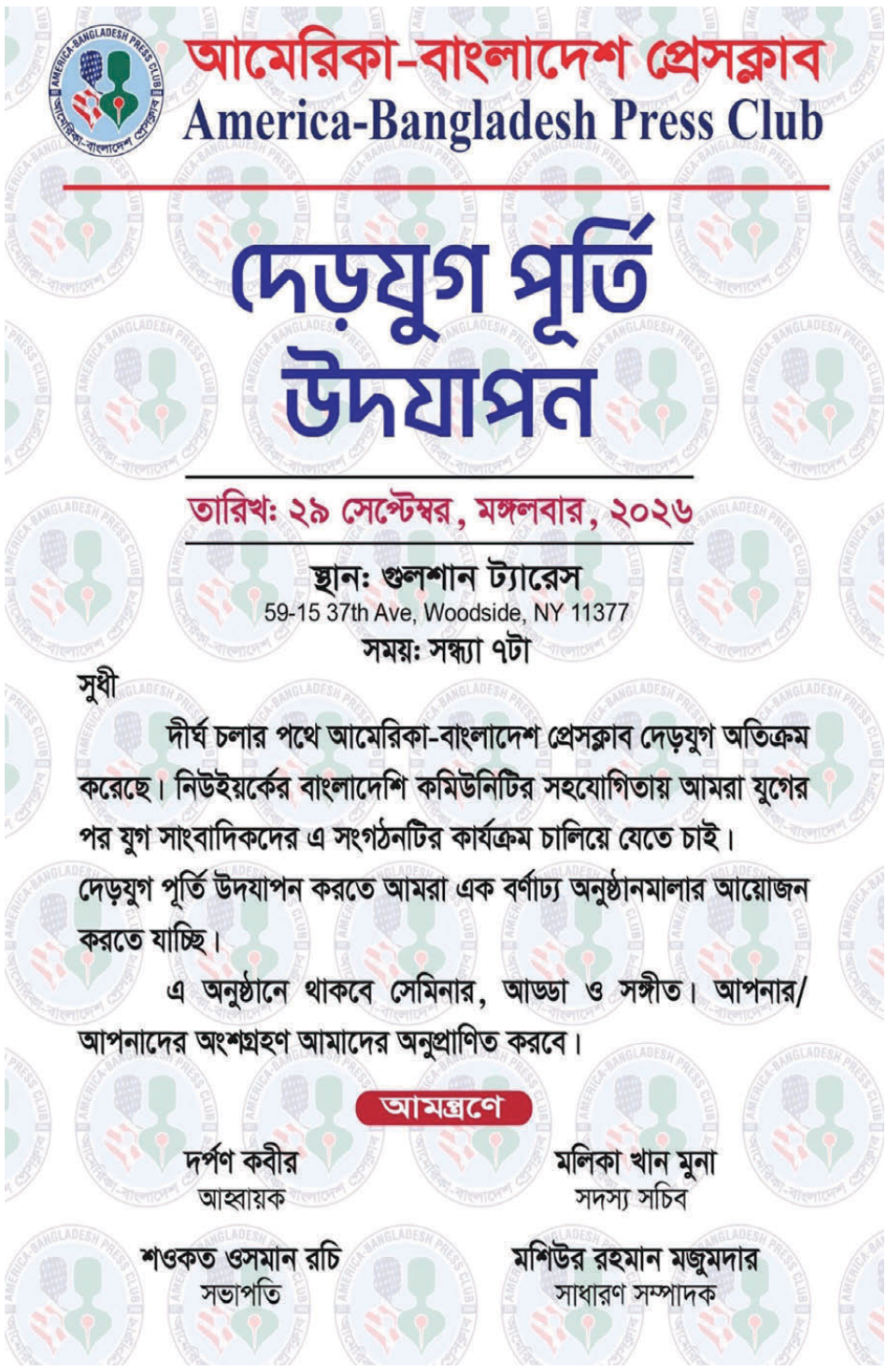
নিজস্ব প্রতিবেদক



নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিক রিভার ক্রুজ’। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় ‘স্কাইলাইন প্রিন্সেস’ ক্রুজে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ার প্রেজেন্টস এবং ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন সংস্কৃতির সংগীতপ্রেমীরা অংশ নেন। নদীর বুকে নৈশভ্রমণের পাশাপাশি অতিথিদের জন্য ছিল নৈশভোজ, সংগীত ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় পুরো আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।









অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL

89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432





- বিয়ে
- বিবাহ বার্ষিকী
- আকিকা
- বেবি শাওয়ার
- জন্মদিন
- সভা-সেমিনার
- গ্র্যাজুয়েশন পার্টি

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়

929-512-6426

ইমেইল:
anganhallny@gmail.com



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সবার আগে বাংলাদেশ



২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে

জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনে ভাষণ দিতে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের

নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে

প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা



মোতাহার হোসেন

সাবেক সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

তারেক রহমানের

নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা



দেওয়ান কায়সার

সাবেক যুগ্ম আহবায়ক

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, যুক্তরাষ্ট্র

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416



নিউইয়র্কে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা, ইনকের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন দিনাজপুরের ইসলামী রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহমেদ আল বোখারী। প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের বেলাল মসজিদের খতিব ড. মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী।

অনুষ্ঠানে সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা শাহজাহান সিরাজীসহ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রংসের গাউসিয়া জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও ওলামা সোসাইটি ইউএসএর সাবেক সভাপতি আল্লামা জালাল সিদ্দিকী। নাত পরিবেশন করেন হাফেজ মুহিত জামান।

মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আদর্শ ও ঈদে মিলাদুন্নবীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আলী আকবর (বাপ্পী) এবং প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মীর কাদের রাসেল। সদস্য সচিব ছিলেন মাওলানা আইয়ুব আনছারী। আয়োজক কমিটিতে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন ইকবাল হোসাইন, মহিউদ্দিন চৌধুরী খোকন, মোকাদ্দির বিল্লাহ, মোহাম্মদ সরওয়ারুল আলম, মোহাম্মদ কায়সার, ইকবাল হোসেন ভুইয়া, মোহাম্মদ জামান, আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ দিদার, মোহাম্মদ গোলাম নবী হোসাইন, হারুন মিয়া ও নুরুল হকসহ অন্যরা।

আয়োজকরা জানান, প্রবাসে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইরানের তেলের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে ইরানে থেকে যেতে পারে এবং দেশটির তেল মার্কিন 'নিয়ন্ত্রণে' রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলসম্পদের এক-পঞ্চমাংশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া উদ্যোগের সঙ্গে তুলনা করেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়ে বৈঠক করার পাশাপাশি গলফ খেলা দেখতে গিয়ে ট্রাম্প স্থানীয় সময় গতকাল আবারও বলেন, তিনি এখনো আশা করছেন—চলতি বছরেই ইরানের যুদ্ধ শেষ হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন বা মিডটার্ম নির্বাচনের পরপরই যুদ্ধ শেষ হতে পারে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

আইরিশ ওপেন গলফ চ্যাম্পিয়নশিপে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প আরও বলেন, ইরানের যুদ্ধ শেষ হলে পেট্রলের দাম 'পাথরের মতো দ্রুত' পড়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান অস্থিরতায় তেলের বাজারেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস

We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার



Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib
Masjid AR-Raiyyan
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423
NYC REGISTERED



কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

ডমিনোজ পিজ্জায় বিভিন্ন পদে নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের ডমিনোজ পিজ্জায় বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন উভয় ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে।
প্রতিষ্ঠান: ডমিনোজ পিজ্জা
পদ: ডেলিভারি চালক, ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণার্থী, পিজ্জা প্রস্তুতকারী
বেতন: সপ্তাহে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত
যোগ্যতা: পূর্বঅভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক নয়, দায়িত্বশীল ও কর্মঠ হতে হবে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ শেখার সুযোগ রয়েছে।
চালকদের সুবিধা: একই দিনে জ্বালানি ও মাইলেজের খরচ পরিশোধ, একই দিনে বকশিশের অর্থ পরিশোধ, দায়িত্ব পালনের সময় ব্যক্তিগত মুঠোফোন ব্যবহারের জন্য মুঠোফোন খরচের সুবিধা।
সুবিধা: প্রশিক্ষণকালেও বেতন, পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ, বিনা খরচে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন ও যোগাযোগ: আগ্রহী প্রার্থীদের আজই ফোন অথবা খুদে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। ফোন: +১ ৭৩২-৭৭৯-৩৫৪২

ম্যানহাটনে ক্লিনেস্ট রেস্টুরেন্ট গ্রুপে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে রাতের শিফটে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দেবে ক্লিনেস্ট রেস্টুরেন্ট গ্রুপ। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, প্রতিষ্ঠান: ক্লিনেস্ট রেস্টুরেন্ট গ্রুপ, কর্মস্থল: ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক
কাজের সময়: রাত ১১টা ৩০ মিনিট থেকে; স্থান ও পদভেদে সময় পরিবর্তন হতে পারে
বেতন: ঘণ্টায় ১৮ ডলার থেকে। চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
কাজের দিন: রোববার থেকে শনিবার, যোগদানের সময়: অবিলম্বে
যোগ্যতা: নিউইয়র্ক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো অঙ্গরাজ্যের বৈধ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র থাকতে হবে, রান্নাঘর ও মেঝে পরিষ্কারের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক নয়। ইংরেজি অথবা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে, ইংরেজি ও স্প্যানিশ উভয় ভাষা জানা থাকলে অগ্রাধিকার
সৎ, বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল ও ভালো আচরণের অধিকারী হতে হবে, সময়নিষ্ঠ এবং নির্দেশনা মেনে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
সুবিধা: নিয়োগের পর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রশিক্ষণকালেও বেতন দেওয়া হবে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/limpieza-agQXOA

ম্যানহাসেটে এইচএইচএ নিয়োগ

নিউইয়র্কের ম্যানহাসেটে স্থানীয়ভাবে কাজের জন্য সনদপ্রাপ্ত এইচএইচএ নিয়োগ দেওয়া হবে। নির্ভরযোগ্য ও যত্নশীল প্রার্থীদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কাজের সুযোগ রয়েছে।
পদ: এইচএইচএ (হোম হেলথ এইড), কর্মস্থল: ম্যানহাসেট, নিউইয়র্ক
চাকরির ধরন: স্থানীয় নিয়োগ, যোগদানের সময়: অবিলম্বে
যোগ্যতা: নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সনদপ্রাপ্ত এইচএইচএ হতে হবে, পরিচর্যার কাজে কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
সুবিধা: সাপ্তাহিক বেতন, তাৎক্ষণিক নিয়োগের সুযোগ, স্থানীয়ভাবে কাজের সুযোগ নমনীয় কাজের সুযোগ, কর্মী নিয়োগে সুপারিশের জন্য বোনাস
আবেদন ও যোগাযোগ: আগ্রহী প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে ফোন অথবা খুদে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। ফোন: ৬৪৬-২২৫-৫৯২৯

BASEMENT FOR RENT

Two rooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month from September.Please contact for details (646)821-3655 & (718)785-7123

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় সেমি বেসমেন্টে মনোরম পরিবেশে একটি রুম একজন পুরুষ ব্যাচেলেরর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। E-ট্রেনের Archer এভিনিউ & JFK স্টেশনের সন্নিকটে। যোগাযোগ : রনজিত সাহা, 347-235-7322. (9am-11pm). 2.9.26

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও 110 Ave এর কর্ণারে দুই বেড লিভিং কিচেন ও ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ 646-645-9830 ভাড়া বিদ্যুত, হিট ও পানির বিলসহ $2700 2.9.26

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী, লম্বা, সুদর্শন ও ধার্মিক পাত্রের জন্য মার্কিন নাগরিক বা গ্রীনকার্ডধারী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। পাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। আইটি সেক্টরে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
যোগাযোগ: (পাত্রের বড় ভাই) 347-935-6199
Email: towhid.ahmed@gmail.com 2.9.26

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২



পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১১৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

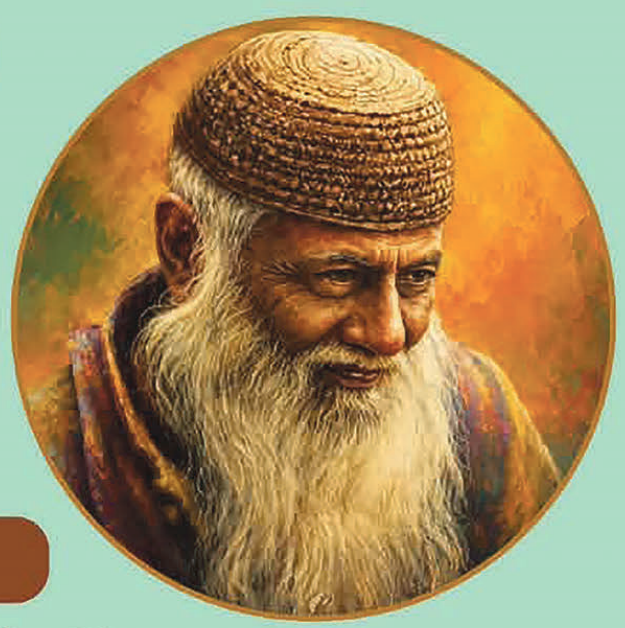
মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাংলাদেশের আগুনঝরা দিনের মহাপুরুষ
আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার মেহেনতি জনগণের অন্যতম সারথী
সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষের দিশারী মজলুম জননেতা

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র স্মরণে

৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক

ভাসানী সম্মেলন



২০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ রোববার

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১ ৫৭ ষ্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭
সময় দুপুর ৩ ঘটিকা

তথ্যচিত্রঃ বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান ২০২৪

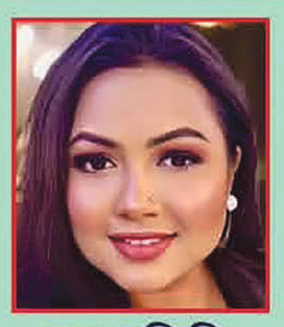
সৌমিত্র দস্তিদার, লেখক, গবেষক, ফিল্ম মেকার ও প্রতিষ্ঠাতা-ভাসানী চর্চাকেন্দ্র কলকাতা, পশ্চিম বাংলা।

আলোচকবৃন্দ

প্রধান আলোচকঃ বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান
নর্থ-সাউথ ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা

- **প্রফেসর এমিরিটাস আনিসুজ্জামান চৌধুরী**
  সিডনী ইউনির্ভাসিটি, অষ্ট্রেলিয়া।
- **ডঃ আবিদ বাহার**, মন্ট্রিয়েল, কানাডা
- **এম. সিরাজ উদ্দিন মিয়া**
  জুলাই পরবর্তী অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব, লেখক ও গবেষক, বাংলাদেশ।
- **ডঃ লাইলী উদ্দিন**, ভাসানী গবেষক লন্ডন
- **শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু**, আহ্বায়ক, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, বাংলাদেশ।
- **নাহিদুল এইচ খান**, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিক
- **বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার**, ফ্লোরিডা

লোকসংগীত ও মরমী সংগীত পরিবেশন করবেন


কৃষ্ণা তিথি


মরিয়ম মারিয়া


করিম হাওলাদার

যোগাযোগ

গিয়াস আহমেদ
আহবায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

সৈয়দ টিপু সুলতান
পৃষ্টপোষক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৯১৭-২৯১-৬২৮৯

শাহাব উদ্দিন সাগর
সদস্য সচিব, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৯১৭-৩৫৩-৯৩২১

ফিরোজ আহমেদ
যুগ্ম-আহবায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৯১৭-৪০০-১১৭৬

কাজী আজম
কোর্ডিনেটর, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮

মোঃ হোসেন খান
প্রধান উপদেষ্টা, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬

এস.এম ফেরদৌস
যুগ্ম-সদস্য সচিব, উদ্‌যাপন কমিটি
ফোনঃ ৬৪৬-৩৩১-৪১০০

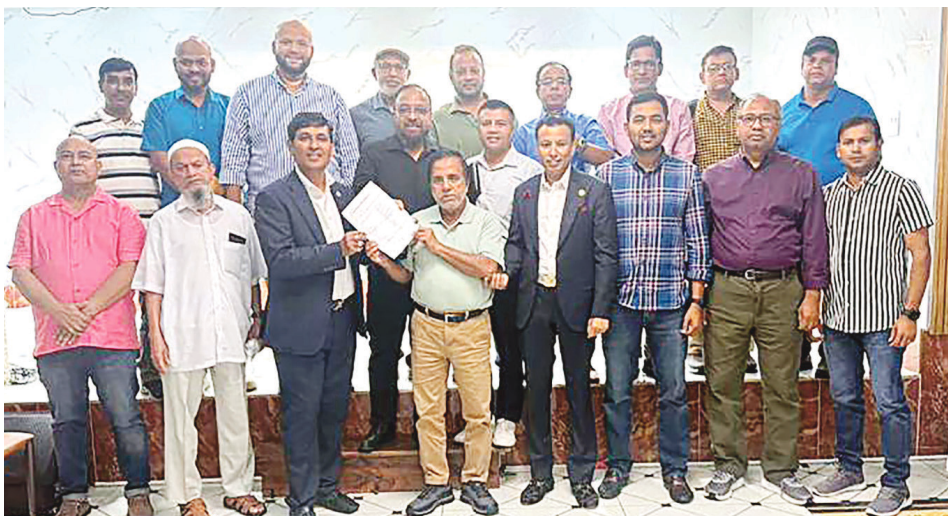
আলী ইমাম
সভাপতি
ফোনঃ ৩৪৭ ৭৭৪ ৬৪৬৯

তানভীর করিম
প্রধান, প্রচার কমিটি
ফোনঃ ৯১৭-৪৪৩-২৪৪৫

নুর আমীন
প্রধান, সাংস্কৃতিক কমিটি
ফোনঃ ৭১৮ ৫৫৯ ২৪২১

মঈনুদ্দীন নাসের
সাধারণ সম্পাদক
ফোনঃ ৯১৭ ৪৪৬ ৩৬৩২

আয়োজনেঃ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক, ইউএসএ



দীর্ঘ এক যুগ পর ঐক্যবদ্ধ হলো নিউইয়র্কের কক্সবাজারবাসী

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে নানা সাংগঠনিক বিরোধ ও মতপার্থক্যের কারণে দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে বিভক্ত হয়ে থাকা কক্সবাজারবাসী অবশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। নিজেদের মধ্যকার পুরোনো দ্বন্দ্ব ভুলে একই ছাতার নিচে আসার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে ১৩ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগের সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহাব উদ্দিন সাগরকে কমিটির প্রধান সমন্বয়ক করা হয়েছে। আগামী নয় মাসের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে কক্সবাজারবাসীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক মধ্যস্থতা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রবীণ প্রবাসী ও কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কক্সবাজারবাসীদের বিভিন্ন পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অংশ নেন।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ প্রবাসী আবুল কালাম আজাদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ প্রবাসী হাসান চৌধুরী।

বৈঠকে বক্তারা দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক বিরোধ ও বিভাজন ভুলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কক্সবাজারবাসীদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে শাহাব উদ্দিন সাগরকে প্রধান সমন্বয়ক করে ১৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আক্তার হোসাইন, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, রফিক উল্লাহ রনি, নুরুল আজিম, সামিরুল ইসলাম বাবলু, মুর্তাজোর রহমান নওশার, মোহাম্মদ ইরফান, জহিরুল ইসলাম, মনসুর আলম, সফিউল আজম, নুরুল আবরার ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন।

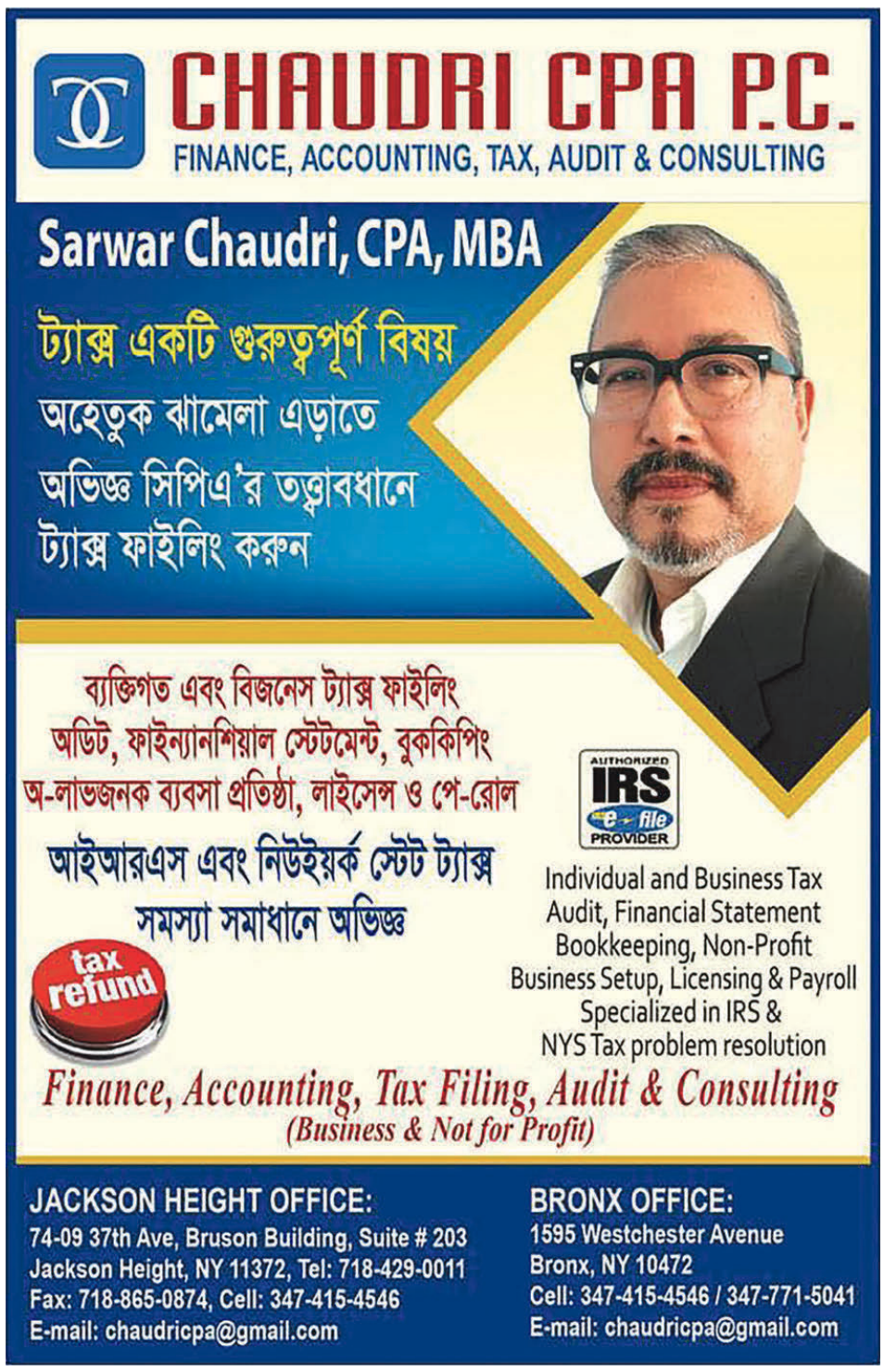
বৈঠকে মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিক বলেন, একসময় তিনি স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বসবাস করলেও বর্তমানে বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে থাকেন। নিউইয়র্কে আসা-যাওয়ার সময় কক্সবাজারের প্রবাসীদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের মধ্যে সাংগঠনিক মতবিরোধের বিষয়টি তার নজরে আসে। বিভিন্ন পক্ষ আলাদাভাবে বনভোজন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করায় সাধারণ কক্সবাজারবাসীদের মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বিষয়টি তাকে ব্যথিত করেছে। এ কারণে সব পক্ষকে একত্র করে একটি ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। নতুন কমিটি কক্সবাজারবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধান সমন্বয়ক শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, তাকে প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হলেও মূলত ১৩ সদস্যের সবাই সম্মিলিতভাবে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কক্সবাজারবাসীদের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন, সদস্য সংগ্রহ, সংগঠনের অর্থ সংগ্রহ, কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সর্বশেষ একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করাই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য।

তিনি বলেন, এই দায়িত্ব একার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। সবার সহযোগিতা ও আন্তরিক অংশগ্রহণ থাকলে আগামী নয় মাসের মধ্যে একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে কক্সবাজারবাসীদের জন্য একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন সারওয়ার চৌধুরী, এমডি ইউসুফ হারুন, সৈয়দুল হক, মোজাম্মেল হোসেন তালুকদার, এমডি ফয়সাল হাসানসহ কক্সবাজারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রবাসী নেতৃবৃন্দ। বক্তারা অতীতের দ্বন্দ্ব ও বিভাজন পেছনে ফেলে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দেন।









মিশিগানে গ্রেটার জৈন্তিয়া অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী ও পিকনিক

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেটার জৈন্তিয়া অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী ও বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) মিশিগানের স্টারলিং হাইটস সিটির জেমস সি নেলসন পার্কে সংগঠনটির এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক খাজা আফজাল হোসেন ও দীপক চৌধুরীর যৌথ সঞ্চালনায় দিনের শুরুতেই প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বেলা তিনটায় বেলুন ও প্ল্যাকার্ড ওড়ানোর পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন। উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে সংগঠনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, সংগঠনকে গতিশীল করতে হলে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা লুৎফুর রহমান, মনাফ আহমদ বাবুল, ডিজিএম জয়নাল আহমদ, খাজা শাহাব আহমদ, সফিকুর রহমান, ওলিউর রহমান, আমিনুল হক, তাজুল ইসলাম, সাইফ উদ্দীন ভূঁইয়া, ওবায়দুল্লাহ বাবুল, ফায়জুর রহমান, দিলোয়ার হোসেন, আব্দুর রহিম ও কাউন্সিলম্যান কামরুল হাসান।

দুপুরের খাবারের পর দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন এম মোস্তফা কামাল, কাউন্সিলম্যান আবু মুসা, কাউন্সিলম্যান নাঈম চৌধুরী, তাহমিনা আক্তার লিমা, আজম মাসুম, ফয়সল ইসলাম, সুলায়মান আহমদ, সাব্বির খান, খোকন আহমদ, আলী রাজা রাজু, যুক্তরাজ্য থেকে আসা অতিথি বদরুল আলম, সালাউদ্দীন, হারুন চৌধুরী, খলকুর রহমান, তারেক আহমদ, সালেহ রাজেল ও আব্দুল বাছিত।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন খাজা নুরুদ্দীন, আব্দুর রহমান, কয়েস আহমদ, মুজিবুর রহমান, এমদাদুর রহমান, আশরাফুল ইসলাম, আশরাফুল আম্বিয়া, নজরুল ইসলাম, সাব্বির আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, বদরুল আলম, আনোয়ার হোসেন, আবু উবায়দা, আজিজুল হক, আজিজুর রহমান প্রমুখ।

নিউজার্সিতে সৃষ্টি একাডেমির বর্ণাঢ্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেন্টার'-এ সৃষ্টি একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'কমিউনিটি ইন মোশন'। অলাভজনক দাতব্য সংস্থা 'আগামী' (AGAMI)-এর শিক্ষামূলক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণায় এ আয়োজন সাজানো হয়।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশি-আমেরিকান শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ও ঐতিহ্যবাহী ধাঁধার আসরের মাধ্যমে প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশুরা মেধার দ্যুতি ছড়ায়। বিদেশের মাটিতে তাদের সাবলীল পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে শিশু-কিশোরদের আঁকা চিত্রকর্মের প্রদর্শনী। অংশগ্রহণকারী একাধিক শিক্ষার্থীর শিল্পকর্ম এরই মধ্যে বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি পুরো চত্বরে ছিল দেশীয় উৎসবের আমেজ। দেশীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে অনুষ্ঠিত হয় একটি বর্ণিল ফ্যাশন শো। এ ছাড়া স্থানীয় তরুণ উদ্যোক্তাদের তৈরি নানা সামগ্রী, বুটিক, শাড়ি ও গহনার স্টল স্থান পায় প্রদর্শনীতে। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পরিবেশন করা হয় ফুচকা, হালিম, হাতে তৈরি দেশীয় পিঠা ও বিরিয়ানিসহ নানা ঐতিহ্যবাহী খাবার।

উৎসবের আমেজ ছাপিয়ে এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানো। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই দাতব্য সান্ধ্য-অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তহবিল 'আগামী'র মাধ্যমে বাংলাদেশে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ব্যয় করা হবে। নতুন প্রজন্মের মনে পরোপকার ও শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করাই এ উদ্যোগের মূল সাফল্য।

প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্তরিক অংশগ্রহণে সফল সমাপ্তি ঘটে 'কমিউনিটি ইন মোশন' আয়োজনের।

‘পাবলিক চার্জ’ নীতিতে অভিবাসীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সীমিত বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হতো।

গ্রিন কার্ডের পথ আরও কঠিন হওয়ার আশঙ্কা

নতুন নীতির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে গ্রিন কার্ডের আবেদনকারীদের ওপর। কোনো আবেদনকারী সরকারি সুবিধা নিয়েছেন কি না, ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে কি না এবং তার সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতি কেমন—এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

তবে সরকারি সুবিধা নেওয়া মাত্রই গ্রিন কার্ড বাতিল বা আবেদন প্রত্যাখ্যান হবে—এমন স্বয়ংক্রিয় বিধান নেই। বরং আবেদনকারীর পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু নতুন নিয়মে কর্মকর্তাদের বিবেচনার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হওয়ায় অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আদালতে ২২ অঙ্গরাজ্য

নতুন নীতির বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের নেতৃত্বে ২২টি অঙ্গরাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডিসি ফেডারেল আদালতে মামলা করেছে। মামলাকারীদের অভিযোগ, ট্রাম্প প্রশাসন আইনগত ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটি ব্যবস্থা চালু করছে, যা অভিবাসীদের বৈধ সরকারি সুবিধা গ্রহণ থেকেও বিরত রাখতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো, সিয়াটলসহ কয়েকটি স্থানীয় সরকারও পৃথকভাবে মামলা করেছে। তাদের আশঙ্কা, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে অভিবাসী পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সহায়তা ও আবাসন সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রেও ভয় পাবে। এর প্রভাব পরিবারে থাকা মার্কিন নাগরিক শিশুদের ওপরও পড়তে পারে বলে স্থানীয় সরকারগুলোর দাবি।

নতুন নীতির সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা এসেছে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের কাছ থেকে। ১৪ সেপ্টেম্বর দায়ের করা মামলায় তিনি ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, নীতিটি অভিবাসীদের বৈধভাবে পাওয়ার অধিকার থাকা খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ থেকেও দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

জেমসের বক্তব্য, এই নীতি অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে এমন ভয় তৈরি করবে যে প্রয়োজনীয় সরকারি সুবিধা নিলে ভবিষ্যতে তাদের অভিবাসন আবেদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তার ভাষায়, নতুন নিয়মটি পরিবারগুলোকে তাদের আইনগতভাবে প্রাপ্য খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সুবিধা ছেড়ে দিতে বাধ্য করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে।

নিউইয়র্ক সিটির করপোরেশন কাউন্সেল স্টিভ ব্যাংকস বলেন, কোনো অভিবাসীকে তার আইনগতভাবে প্রাপ্য সরকারি সুবিধা নেওয়া এবং নিজের অভিবাসন আবেদন রক্ষা—এই দুইয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। স্থানীয় সরকারগুলোর মামলায় বলা হয়েছে, ডিএইচএস তার আইনগত ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

‘ভয়ের পরিবেশ’ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা

সমালোচকদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো, নতুন নীতির কারণে অভিবাসীরা বৈধভাবে পাওয়ার যোগ্য সুবিধাও নিতে চাইবেন না। কারণ কোনো সুবিধা গ্রহণ ভবিষ্যতে তাদের গ্রিন কার্ড বা ভিসা আবেদনে নেতিবাচকভাবে বিবেচিত হবে কি না—এই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

নিউইয়র্কের স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এরই মধ্যে কিছু পরিবার স্বাস্থ্যবীমা, খাদ্য সহায়তা ও আবাসন সুবিধা নেওয়া থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের পরিবারগুলো এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়তে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি

ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, নতুন নীতির উদ্দেশ্য অভিবাসীদের হয়রানি করা নয়; বরং যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়ার আগে তারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারবেন কি না, তা নিশ্চিত করা।

প্রশাসনের যুক্তি, অভিবাসীদের সরকারি কল্যাণ কর্মসূচির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমানো হলে মার্কিন করদাতাদের ওপর সম্ভাব্য আর্থিক চাপও কমবে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রশাসন এই নীতিকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখছে, যা অ-নাগরিকদের সরকারি কল্যাণ সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হতে নিরুৎসাহিত করবে।

১৮ সেপ্টেম্বর কেন গুরুত্বপূর্ণ

মার্কিন ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত চূড়ান্ত নিয়ম অনুযায়ী, নতুন বিধান ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। ওই তারিখের আগে সংশ্লিষ্ট আবেদনগুলো পুরোনো ২০২২ সালের নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে, আর পরবর্তী আবেদনগুলো নতুন কাঠামোর আওতায় পড়বে। তবে আদালত যদি এর আগে নতুন নিয়মের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়, তাহলে কার্যকর হওয়ার সময়সূচি বা প্রয়োগের ধরন বদলে যেতে পারে। এ কারণেই এখন অভিবাসী পরিবার, আইনজীবী ও অধিকার সংগঠনগুলোর বড় নজর ফেডারেল আদালতের দিকে।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা গ্রিন কার্ডের আবেদন করছেন বা ভবিষ্যতে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন, তাদের জন্য সরকারি সুবিধা গ্রহণের বিষয়টি এখন আরও সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

তবে নতুন নিয়মকে এমনভাবে দেখা ঠিক হবে না যে সরকারি কোনো সুবিধা নিলেই একজন বাংলাদেশি অভিবাসী গ্রিন কার্ড পাবেন না। কোন সুবিধা নেওয়া হয়েছে, কে সুবিধাটি পেয়েছেন, আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা কী এবং তার অভিবাসন শ্রেণি কী—এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে ইউএসসিআইএস ইতোমধ্যে নতুন নীতির বিষয়ে নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নিয়ম অনুযায়ী 'পাবলিক চার্জ' নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হবে।

নজর আদালতের আদেশের ওপর

এখন মূল প্রশ্ন—১৮ সেপ্টেম্বরের আগে আদালত নতুন নীতিতে স্থগিতাদেশ দেবে কি না। যদি আদালত স্থগিতাদেশ দেয়, তাহলে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন 'পাবলিক চার্জ' ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পথে বড় বাধা তৈরি হবে। আর যদি আদালত হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে নির্ধারিত তারিখ থেকে অভিবাসন কর্মকর্তারা আরও বিস্তৃত সরকারি সুবিধা ও আবেদনকারীর আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে পারবেন।

ফলে নতুন নীতির বাস্তব প্রভাব কতটা হবে, তা শুধু প্রশাসনের সিদ্ধান্তে নয়, আদালতের রায়েও নির্ধারিত হতে যাচ্ছে। একদিকে ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, এটি করদাতাদের সুরক্ষা ও অভিবাসীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ; অন্যদিকে অঙ্গরাজ্য ও অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলোর দাবি, এটি বৈধ সুবিধা নেওয়া পরিবারগুলোকে ভয় দেখিয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় আরও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

তারেক রহমানের সফর ঘিরে বিএনপি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বৈঠকে অংশ নেবেন। জাতিসংঘের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৮১তম সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক ২২ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

তারেক রহমানের আগমনকে স্বাগত জানাতে বিএনপির পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে তারা জাতিসংঘ, হোয়াইট হাউজ ও বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালন করেছেন। তার দাবি, সে সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে তারা হামলার শিকার হয়েছিলেন।

মোতাহার হোসেন বলেন, তারেক রহমানের নিউইয়র্ক আগমনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো বিক্ষোভ হলে তা তারা মেনে নেবেন না। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'সবার আগে বাংলাদেশ' স্লোগান সামনে রেখে জেএফকে বিমানবন্দরে অবস্থান ও শান্তি সমাবেশ করা হবে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে তা প্রতিহত করার কথাও বলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, জুলাইয়ের ঘটনাবলির পর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন। তার বক্তব্য, নিউইয়র্কে তারেক রহমানকে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করার অধিকার আওয়ামী লীগের নেই।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন বলেন, ২১ সেপ্টেম্বর জেএফকে বিমানবন্দরে বিএনপির নেতাকর্মীরা তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকবেন। ২৪ সেপ্টেম্বর তার ভাষণের দিন জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীদের নিয়ে স্বাগত র‍্যালি করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

অন্যদিকে তারেক রহমানের সফর ঘিরে পাল্টা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও। আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে এলে যেভাবে নেতাকর্মীরা তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হতেন, এবার তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও কর্মসূচি থাকবে। তিনি জানান, তারেক রহমান নিউইয়র্কে পৌঁছালে কালো পতাকা প্রদর্শনের কর্মসূচি নেওয়া হবে এবং শেখ হাসিনার নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অবস্থান জানানো হবে।

আওয়ামী লীগের এক সমর্থক বলেন, ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ ও তাদের কর্মী সমর্থকদের ওপর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। তার বক্তব্য, তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্রে এলে তারা তার প্রতিবাদ করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এমদাদ এইচ ভূঁইয়া বলেন, তারেক রহমান বিমানবন্দরে অবতরণের সময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সেখানে অবস্থান করবেন। পরে তিনি যে হোটেলে থাকবেন, তার সামনেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা রয়েছে। জাতিসংঘের সামনে এবং তারেক রহমান যেসব স্থানে যাবেন, সেসব স্থানেও প্রতিবাদ কর্মসূচি রাখার কথা জানান তিনি। তবে এসব কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হবে বলে দাবি করেন এমদাদ এইচ ভূঁইয়া।

দুই দলের নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফরকে কেন্দ্র করে সমর্থন ও বিরোধিতা নিয়ে প্রকাশ্য কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে উভয় পক্ষ। বিএনপি নেতারা বিমানবন্দর ও জাতিসংঘের সামনে স্বাগত কর্মসূচির কথা বলছেন, আর আওয়ামী লীগের নেতারা একই সময় ও সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঘোষণা দিচ্ছেন। ফলে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি রাজনৈতিক অঙ্গনে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে ঘিরে বাড়তি উত্তেজনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে কর্মসূচিগুলো শান্তিপূর্ণভাবে পালনের বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য থাকলেও বাস্তবে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

‘গ্লোবাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স

শেষ পৃষ্ঠার পর

কানাডার ফেডারেল সংসদ সদস্য জেইক সাওয়াটস্কি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারলেও একটি বিশেষ বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি মাতৃভাষা সংরক্ষণের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাঁর বার্তা পড়ে শোনান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আজম।

অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় বসবাসরত বাঙালি লেখক ও কবিরাও অংশ নেন। সাহিত্যিক ও সংবাদকর্মী ফারজানা নাজ শম্পা কানাডীয় কবি জর্জ এলিয়টের একটি ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ ও আবৃত্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য তুলে ধরার পাশাপাশি কানাডার সাহিত্য অনুবাদ এবং দেশটির আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৭০টিরও বেশি ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সংগঠনের দীর্ঘদিনের সহযোগী কবি শাহানা আক্তার মহুয়া তাঁর বক্তব্যে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কীভাবে মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় গঠনে ভূমিকা রাখে, তা তুলে ধরেন।

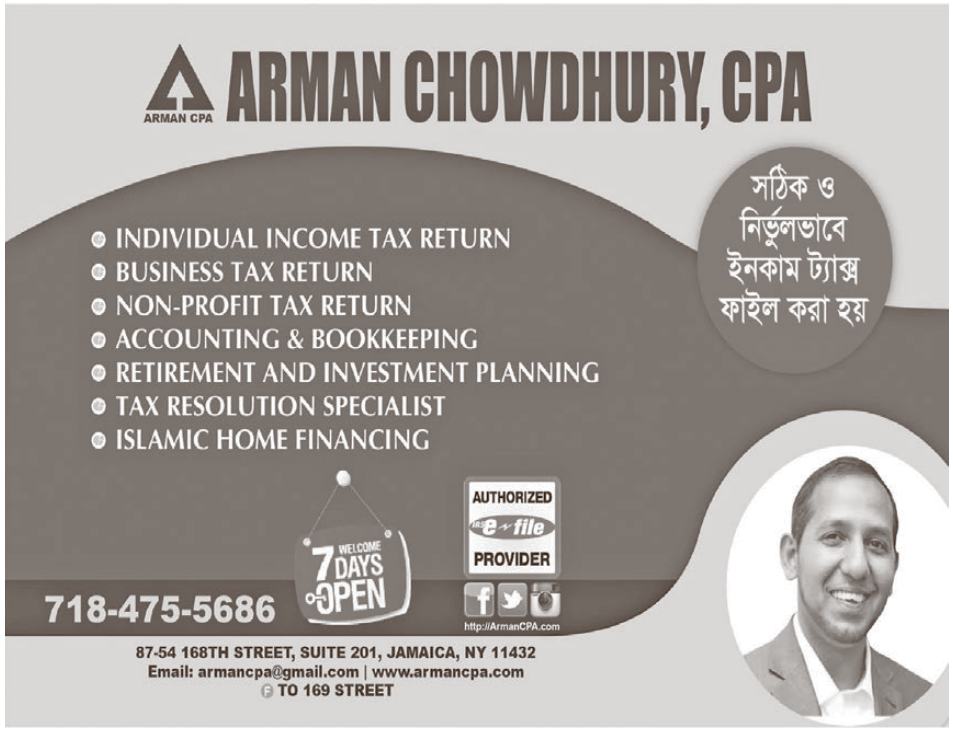
গ্লোবাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স সোসাইটির সভাপতি ড. আব্দুল মতিন বলেন, মাতৃভাষা রক্ষার উদ্যোগ শুরু হওয়া উচিত পরিবার থেকেই। সন্তানদের সঙ্গে প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনে মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভাষা মানুষের শিকড় ও বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার অন্যতম প্রধান সেতু। ভাষা হারিয়ে গেলে মানুষ নিজের সংস্কৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।

ড. আব্দুল মতিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতির পেছনে প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের অবদানের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁদের ঐতিহাসিক উদ্যোগের ফলে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশ, চীন, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার শিল্পীরা নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশন করেন। বহুজাতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। বৈচিত্র্যময় এই সাংস্কৃতিক মিলন প্রমাণ করে, ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষকে বিভক্ত না করে বরং ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সহ-আহ্বায়ক আবদুস সালামকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স সোসাইটির সভাপতি ড. আব্দুল মতিন।

অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের জন্য সংগঠনের সহসভাপতি হাসান মামুন ও মাইকেল দীপায়ন মিত্র, সাধারণ সম্পাদক শফিউল আজমসহ নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়। তাঁদের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও নিরলস প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।





যুক্তরাষ্ট্রে ২৭ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে বিএসিএফের সম্মাননা

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা ২৭ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়া (বিএসিএফ)।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) আপার ডার্বির ঢাকা ক্লাব পার্টি সেন্টারে আয়োজিত '৪র্থ বিএসিএফ গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড রিসেপশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬' অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এই পদক ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তদের মধ্যে হার্ভার্ড, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া (ইউপেন), ড্রেক্সেল ও টেম্পল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাও রয়েছেন।

একই অনুষ্ঠানে শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবেশ, রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চার ব্যক্তি ও একটি সংগঠনকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন—মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবদুল মতিন তাপাদার, 'শিক্ষা ও পরিবেশবিজ্ঞান' ক্যাটাগরিতে ড. মো. খালেকুজ্জামান, 'মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটি' ক্যাটাগরিতে ড. ইবরুল চৌধুরী এবং 'যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি' ক্যাটাগরিতে আলাউদ্দিন পাটোয়ারী। এ ছাড়া বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিতে সাংগঠনিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালিকে (বিএডিভি) 'অসামান্য বাংলাদেশি সংগঠন' হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থপতি ও লেখক ড. কাজী খালিদ আশরাফ, প্রফেসর ফারুক সিদ্দিকী, ড. মো. খালেকুজ্জামান ও প্রফেসর হায়দার আলী বক্তব্য দেন। বক্তারা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত সাফল্যের পাশাপাশি সমাজ ও কমিউনিটির প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

বর্তমান শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অনুভূতি প্রকাশ করেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ফাহিম ইসলাম ধ্রুব। এ ছাড়া অভিভাবকদের পক্ষে বক্তব্য দেন প্রফেসর খায়ের মোহাম্মদ মিয়া, ফারুক সলিমুল্লাহ ও রুমানা আলম।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল অ্যাট-লার্জের ড. নিনা আহমেদ, আপার ডার্বি টাউনশিপের মেয়র এড ব্রাউন, মিলবোর্ন বরোর মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব, পেনসিলভেনিয়া স্টেট সিনেটর শরীফ স্ট্রিট, স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ তারিক খান এবং পেনসিলভেনিয়া স্টেট অফিস অব পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিংয়ের সেক্রেটারি আকবর হোসাইন।

অনুষ্ঠানে ফিলাডেলফিয়া সিটি ও পেনসিলভেনিয়া স্টেটের পক্ষ থেকে বিএসিএফের হাতে বিশেষ 'প্রো-ক্লেমেশন' বা প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অনুষ্ঠান সফল করতে সহায়তাকারী স্পন্সর ও অন্যান্য সহযোগীদেরও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

আয়োজকেরা জানান, বাংলাদেশি-আমেরিকান শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করা, অর্জনের স্বীকৃতি দেওয়া এবং কমিউনিটির গুণীজনদের সম্মানিত করার লক্ষ্যেই বিএসিএফ নিয়মিতভাবে এই আয়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার চার শতাধিক অতিথি অংশ নেন।

মিশিগান স্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী সভা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান



যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে নবগঠিত মিশিগান স্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির প্রথম পরিচিতি অনুষ্ঠান ও কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) মিশিগানের ওয়ারেন শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক ফয়েজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় সদস্য সচিব জনি দেব সঞ্চালনা করেন। সভায় সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার, নেতাকর্মীদের সক্রিয় করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় 'চলো চলো নিউইয়র্ক চলো' স্লোগানকে সামনে রেখে বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সফর প্রতিহত করার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার বিষয়ে নেতাকর্মীরা মতামত দেন।

এ সময় মিশিগান থেকে নেতাকর্মীদের নিয়ে নিউইয়র্কে গিয়ে জাতিসংঘের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। কর্মসূচি সফল করতে মিশিগান স্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে নেতাকর্মীদের সংগঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় নবগঠিত কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সাব্বির আহমেদ, সাজু আহমদ ও কাওসার আহমদ, সদস্য কবির আহমদ, নুরুর রহমান, আনোয়ার হোসেন লায়েক, আদনানুল হক, ইকবাল হোসেন ও তানভীর আহমদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস
Political Asylum
নির্ভূল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।
SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।
VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1
EB-3
SIJS
VAWA
POLITICAL ASYLUM
ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

অদৃশ্য শিকল ও নারীর মুক্তির প্রশ্ন

জহিরুল ইসলাম



একজন নারী সন্ধ্যার পর একা রাস্তায় বের হলে আমাদের সমাজে প্রায়ই প্রথম প্রশ্ন হয়, তিনি কেন বের হলেন? কী পোশাক পরেছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন; এসব নিয়েও শুরু হয় বিচার। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই প্রথম প্রশ্নটি হয় রাস্তাটি তার জন্য নিরাপদ নয় কেন? হয়রানিকারীকে থামানো যাচ্ছে না কেন? আইন ও প্রতিষ্ঠান তাকে সুরক্ষা দিতে পারছে না কেন?

প্রশ্নের এই পার্থক্যের মধ্যেই নারীর স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গভীর দ্বন্দ্বটি ধরা পড়ে।

নিরাপত্তার উদ্বেগ অবশ্যই বাস্তব। নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও অনিরাপদ জনপরিসর কোনো কল্পিত সমস্যা নয়। কিন্তু সেই বাস্তবতার সমাধান যদি নারীর চলাফেরা, পোশাক, শিক্ষা, কাজ কিংবা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হয়, তাহলে 'রক্ষা' কখন 'নিয়ন্ত্রণে' পরিণত হয়, সেটিই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

নারীকে বন্দি করে রাখে শুধু লোহার শিকল নয়। অনেক সময় শিকল তৈরি হয় সামাজিক বিধিনিষেধ, ভয়, কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে। আরও গভীর বিষয় হলো, এই শিকল সব সময় বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। দীর্ঘ সামাজিকীকরণের ফলে মানুষ কখনো কখনো এমন কিছু সীমারেখাকেও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়, যেগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ তার থাকে না। সেখানেই অদৃশ্য শিকলের শক্তি।

স্বাধীনতা: অনুমতি নয়, স্বায়ত্তশাসন

স্বাধীনতা কোনো লিঙ্গের বিশেষ সুবিধা নয়। এটি মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষা গ্রহণ, কাজ করা, মতপ্রকাশ, চলাফেরা এবং নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ একজন মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে এসব অধিকার প্রায়ই 'অনুমতি'র ভাষায় হাজির হয়। কোথায় যাবে, কী পড়বে, কোন পেশা বেছে নেবে, কখন বাড়ি ফিরবে, কাকে বিয়ে করবে; এসব সিদ্ধান্তে নারীর নিজের মতামতের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের অনুমোদনকে অনেক সময় চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

এখানে স্বাধীনতার একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে: একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈধ কর্তৃত্ব কার? স্বাধীনতার অর্থ দায়িত্বহীনতা নয়। নারী-পুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের সিদ্ধান্তের পরিণতি বিবেচনা করার দায়িত্ব আছে। কিন্তু দায়িত্বশীলতার শিক্ষা আর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া এক বিষয় নয়। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা দেয়; তার হয়ে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় না।

নারীর স্বাধীনতার প্রশ্ন তাই শুধু দরজা খোলা না বন্ধ এত সরল নয়। দরজা খোলা থাকলেও যদি তাকে শেখানো হয় কোন পথ 'ভদ্র', কোন পোশাক 'গ্রহণযোগ্য', কোন পেশা 'নারীর উপযোগী', কোন স্বপ্ন 'অতিরিক্ত' তবে স্বাধীনতার বাহ্যিক পরিসর বাড়লেও সিদ্ধান্তের ভেতরের স্বাধীনতা সংকুচিত থাকতে পারে।

অর্থাৎ নারীমুক্তির প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত শুধু চলাফেরার স্বাধীনতার নয়; এটি স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন, নিজের জীবনকে নিজের বিবেচনা, ইচ্ছা ও যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করার সক্ষমতার প্রশ্ন।

নিরাপত্তা কখন নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে?

পরিবারের উদ্বেগকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতার বাস্তবতা যখন রয়েছে, তখন স্বজনদের ভয় পাওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু নিরাপত্তার নামে যদি সমাধান হয়, 'বাইরে যেও না', 'এটা পরো না', 'ওর সঙ্গে কথা বলো না', 'রাতে বের হয়ো না', তাহলে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ বদলানোর পরিবর্তে ঝুঁকির বোঝা নারীর ওপরই চাপানো হয়।

এখানেই রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য। রক্ষা মানে ঝুঁকি কমানো; নিয়ন্ত্রণ মানে ঝুঁকি এড়াতে ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমিত করা। রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হওয়া উচিত প্রথমটি। একজন নারী রাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবেন, এটি নিশ্চিত করতে প্রয়োজন নিরাপদ সড়ক, কার্যকর গণপরিবহন, পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা, জবাবদিহিমূলক আইন প্রয়োগ এবং দ্রুত প্রতিকার। কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করতে প্রয়োজন কার্যকর অভিযোগব্যবস্থা। জনপরিসরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অপরাধীর জবাবদিহি।

নারীকে আরও বেশি সতর্ক ও সীমাবদ্ধ করাই যদি নিরাপত্তার প্রধান কৌশল হয়ে ওঠে, তাহলে সমাজ আসলে ঝুঁকির উৎসকে বদলানোর দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। পোশাকের দায় দিয়ে অপরাধ ব্যাখ্যা করা যায় না

নারীর পোশাক নিয়ে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত পছন্দ ভিন্ন হতে পারে। এসব ভিন্নতাকে সম্মান করা বহুত্ববাদী সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোনো পোশাকই হয়রানি বা সহিংসতার অনুমতি নয়।

কোনো নারী কী পোশাক পরেছেন, সেটিকে যৌন হয়রানি বা সহিংসতার কারণ হিসেবে দেখালে অপরাধীর দায় আড়াল হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সম্মতি ছাড়া স্পর্শ, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন কিংবা সহিংসতার দায় সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর, যারা এমন আচরণ করেছে। এখানে একটি মৌলিক নৈতিক নীতি মনে রাখা দরকার: কোনো মানুষের স্বাধীনতা অন্য মানুষের সহিংসতার অনুমতি নয়।

আর নারীর নিরাপত্তাকে শুধু পোশাক বা জনপরিসরের আচরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে সমস্যার বড় অংশই আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউএনএফপির ২০২৪ সালের জাতীয় 'ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভে'র তথ্য অনুযায়ী, কখনো বিবাহিত হয়েছেন এমন নারীদের ৭৫.৯ শতাংশ জীবনের কোনো এক পর্যায়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহিংসতার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন; গত ১২ মাসেও এমন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ৪৮.৭ শতাংশ। এই তথ্য নিরাপত্তার প্রচলিত ধারণাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

নারীর জন্য বিপদ শুধু রাস্তায় নয়; ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পারিবারিক পরিসরেও থাকতে পারে।

ভুক্তভোগীকে দায়ী করার সহজ যুক্তি

সহিংসতার ঘটনা ঘটলে সমাজের একটি অংশ প্রায়ই জানতে চায়, তিনি সেখানে কেন গিয়েছিলেন? এমন পোশাক পরেছিলেন কেন? কার সঙ্গে ছিলেন?

পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভুক্তভোগীকেই ঘটনার জন্য দায়ী করা এক বিষয় নয়। সমস্যা হয় তখন, যখন প্রশ্নগুলো অপরাধীর আচরণ, ক্ষমতার সম্পর্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাকে আড়াল করে।

ভুক্তভোগীকে দায়ী করার প্রবণতা শুধু নৈতিকভাবে অন্যায় নয়; এটি একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক শর্টকাট। অপরাধের সামাজিক কারণ, ক্ষমতার অসমতা, অপরাধীর মানসিকতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে তখন সহজ প্রশ্ন করা হয়, ভুক্তভোগী কী ভুল করেছিলেন? এর বাস্তব ক্ষতিও আছে। সামাজিক কলঙ্ক ও অপমানের আশঙ্কায় নির্যাতনের শিকার নারী অনেক সময় ঘটনা প্রকাশ করতে চান না, প্রতিকার চাইতে দ্বিধা করেন। ফলে অপরাধী আরও নিরাপদ বোধ করতে পারে।

তাই প্রশ্নের কেন্দ্র বদলানো জরুরি। 'নারী কী করেছিলেন', এই প্রশ্নের পাশাপাশি বরং তার আগে জানতে হবে: অন্য ব্যক্তি কেন এমন আচরণ করার সাহস পেলেন? প্রতিষ্ঠান কেন তা প্রতিরোধ করতে পারল না? আইন কেন কার্যকর হলো না?

অংশগ্রহণ বাড়লেই স্বাধীনতা পূর্ণ হয় না

বাংলাদেশে কয়েক দশকে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বিস্তার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশাসন, গবেষণা, গণমাধ্যম, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমসহ নানা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এতে শুধু নারীর জীবন নয়, পরিবার ও অর্থনীতিও বদলেছে।

কিন্তু অংশগ্রহণ আর ক্ষমতায়ন এক জিনিস নয়। একজন নারী কাজ করছেন, কিন্তু নিজের উপার্জন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না; শিক্ষিত হয়েছেন, কিন্তু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তার মতামতের মূল্য নেই; বাইরে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতার ভয় নিয়ে চলছেন, তাহলে স্বাধীনতার প্রশ্নটি এখনো অসম্পূর্ণ। তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো নয়; তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।

পরিবর্তন শুধু নারীর দায়িত্ব নয়

নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নকে 'নারী বনাম পুরুষ' এর দ্বন্দ্বে পরিণত করলে সমাধানের পথ সংকুচিত হয়। পুরুষদেরও এই পরিবর্তনের অংশ হতে হবে। ছেলেশিশুকে ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হবে সম্মতি কী, সমতা কী, অন্যের ব্যক্তিসীমার মর্যাদা কী এবং ক্ষমতা মানে অধিকার হরণ নয়। একইভাবে মেয়েশিশুকে শেখাতে হবে যে নিজের মত প্রকাশ করা অপরাধ নয় এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবার অধিকার তারও আছে।

পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণমাধ্যম ও রাষ্ট্র; সব জায়গায় একই নীতির প্রতিফলন প্রয়োজন। কারণ সামাজিক মানসিকতা শুধু আইন দিয়ে বদলায় না; আবার আইন ছাড়া সামাজিক পরিবর্তনও টেকসই হয় না।

নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পরস্পরের শত্রু নয়

নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতাকে পরস্পরের বিপরীত হিসেবে দেখার প্রয়োজন নেই। বরং প্রকৃত নিরাপত্তার লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বাধীনতার পরিসর বাড়ানো। একজন নারী রাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবেন, এটি নিশ্চিত করা স্বাধীনতার শত্রু নয়; স্বাধীনতার শর্ত। একজন নারী কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ছাড়া কাজ করতে পারবেন, এটি স্বাধীনতার অতিরিক্ত সুবিধা নয়; মর্যাদাপূর্ণ জীবনের ভিত্তি।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব নারীকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করা নয়; বরং যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান নারীর অধিকার লঙ্ঘন করে, তাকে জবাবদিহির মধ্যে আনা। শেষ পর্যন্ত নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি শুধু নারীর প্রশ্ন নয়। এটি একটি সমাজ তার সদস্যদের কতখানি মানুষ হিসেবে স্বীকার করে, তারও পরীক্ষা। যে সমাজ প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের হয়ে তার জীবন সম্পর্কে সব সিদ্ধান্ত নিতে চায়, সে সমাজ হয়তো শৃঙ্খলা দিতে পারে, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে; কিন্তু স্বাধীনতা দিতে পারে না।

অদৃশ্য শিকল ভাঙার অর্থ তাই শুধু নারীর মুক্তি নয়, মানুষের মর্যাদার পরিসরকে বিস্তৃত করা। কারণ স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হলো, ভয়, সামাজিক অনুমোদন কিংবা অযৌক্তিক বিধিনিষেধের কাছে নত না হয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে নিজের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার।

একটি সমাজ সত্যিকার অর্থে নিরাপদ তখনই, যখন নারীকে নিরাপদ রাখতে তার স্বাধীনতা কমাতে হয় না।

ভাগীরথী নদীর তীরে

ফজলুর রহমান চৌধুরী



১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সেই পলাশী ট্র্যাজেডি, বাংলার ইতিহাসের হৃদয়বিদারক দৃশ্যপট, বাংলা, বিহার ও ওড়িশার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হওয়ার সর্বনাশা মুহূর্ত—বিকেল পাঁচটা। এ যুদ্ধ শুধু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ছিল না; ছিল মসনদলোভী, অর্থলোভী, আধিপত্যবাদ ও শোষক ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, জগৎশেঠ (মাহতাব চাঁদ), মীর জাফর গংদের বিরুদ্ধে; প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে।

সেই ভাগীরথী নদী ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী হয়ে আজও বয়ে চলেছে। বর্ষায় উত্তাল নদীর উন্মাদনা আর অদম্য স্রোতধারায় এ পাড় ও পাড় ভেঙে শত শত বছরের কত স্মৃতি, কত স্থাপনা, প্রাসাদ অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে! অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। ১৭০৪ সালে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে (তৎকালীন মাকসুদাবাদ) স্থানান্তর করেন। তার নামানুসারেই এই শহরের নামকরণ করা হয় মুর্শিদাবাদ। পরবর্তীতে ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার নবাব হিসেবে দায়িত্ব নিলে (১ম স্বাধীন নবাব) মুর্শিদাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুর্শিদাবাদের কত উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী এ ভাগীরথী নদী।

নবাব আলীবর্দী খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তার তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন তার বড় ভাই মির্জা হাজী আহমদ খানের তিন পুত্রের সাথে। বড় মেয়ে মেহেরুন্নেছা খানম ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান, মেজ মেয়ের স্বামী সৈয়দ আহমদ খান আর ছোট মেয়ে আমেনা বেগমের স্বামী জয়নুদ্দীন আহমদ খান—যাদের ছোট ছেলে সিরাজ, ছোট ভাই ইকরামউদ্দৌলা ও এক বোন। ছোট মেয়ে আমেনা বেগমের ঘরে সিরাজের জন্মের সাথে সাথে পাটনার শাসনভার আলীবর্দী খানের হাতে আসে। তাই মির্জা মোহাম্মদ সিরাজকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করতেন। তাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন আলীবর্দী খান। মির্জা মেহেদী বা ইকরামউদ্দৌলাকে আবার দত্তক নিয়েছিলেন ঘসেটি বেগম। নবাবের বাবার নাম শাহ কুলী খান (মির্জা মোহাম্মদ মাদানী)।

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে বিস্তৃত এই শাসনকাল (১৫২৬-১৮৫৭) উপমহাদেশে এক অখণ্ড রাজনৈতিক ঐক্য, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং পারসিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য মিশ্রণ তৈরি করে। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বাংলার রাজধানী ছিল বিহারের রাজমহল। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতীকে সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজমহলের সুবেদার নিয়োগ করেন। তিনি ১৬১০ সালে ঢাকা বিজয় করেন। এখানে উল্লেখ্য যে বারো ভূঁইয়ার শাসনের সময় বাংলার প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও। দায়িত্ব নেওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে ইসলাম খান চিশতী মুসা খাঁকে হত্যা করার মাধ্যমে বারো ভূঁইয়ার জমিদারি শাসনের অবসান ঘটান। বর্তমান চট্টগ্রামের কিছু অংশ বাদে পুরো সুবে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

মুসলিম মুঘল শাসনামলেও ভারতবর্ষে মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। অনেক হিন্দু জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গ রাজকর্মচারী ছিলেন। একজন গবেষক, লেখক, সংস্কৃতিমনা বিশেষ করে সিরাজ-গবেষক হিসেবে পরিচিত সমর্পিতা সিরাজ (সমর্পিতা দত্ত) সংগীত চ্যানেলের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "ভারতবর্ষ কারো একা বাপের দেশ নয়, এটা হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ সকল ধর্মের মানুষের সকলের। এটাকে কখনো হিন্দু রাষ্ট্র বানানো যাবে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যত বজায় থাকবে, ততই মঙ্গল।"

১৭৪৬ সালে আলীবর্দী খান মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সাহসী কিশোর সিরাজ তার সঙ্গী হন। পরবর্তীতে ১৭ বছর বয়সী সিরাজ পাটনায় রাজপ্রতিনিধি জানকীরামের সাথে বিদ্রোহ করে বসলে নবাব আলীবর্দী খান দ্রুত পাটনায় পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলেন। বিদ্রোহ ছেড়ে সিরাজ আত্মসমর্পণ করলেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেন। প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে একটু ধৈর্য ধরে ফিরে যেতে বললেন, "তোমার জন্য বাংলার মসনদ অপেক্ষা করছে।" এবং সেখানেই দরবারকক্ষে প্রিয় নাতিকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা দিলেন তার পরে বংশের উত্তরসূরি মির্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা হবেন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব। কিন্তু এ ঘোষণা সিরাজের জন্য সৌভাগ্যের চেয়ে কাল হয়ে দাঁড়ায়। এবং আত্মীয় অনেকে বিশেষ করে সিরাজের খালা ঘসেটি বেগম এবং তার স্বামী নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান মেনে নিতে পারেননি।

ঘসেটি বেগম নাকি খুবই রাজনীতি-সচেতন, কূটকৌশলী ও সাহসী নারী ছিলেন। পুরুষ হলে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবি করতেন অনায়াসে।

ঢাকার নায়েবে নাজিম নওয়াজিশ মুহাম্মদের পরম বন্ধু ছিলেন হোসেন কুলি খাঁ ও রাজা রাজবল্লভ। হোসেন কুলি খাঁ তার ধনভান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। পারিবারিক এক বিরোধের জের ধরে হোসেন কুলি খাঁর মৃত্যু হলে রাজবল্লভ কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। সে অন্য ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছিল। মির্জা মেহেদীর (ঘসেটি বেগমের পালিত পুত্র) অল্প বয়সী ছেলেকে মসনদে বসিয়ে ঘসেটি বেগমের মাধ্যমে রাজ্য চালাবে। রাজবল্লভ তার ছেলে কৃষ্ণদাসের মাধ্যমে ঢাকার রাজকোষের সকল অর্থ ও ধনভান্ডার ঘসেটি বেগমকে সাহায্যের জন্য কলকাতার ইংরেজ বণিকদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল নবাব আলীবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় চারদিকে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও কঠিন ষড়যন্ত্র চলছিল। নবাবের অনুমতি না নিয়েই ইংরেজরা কলকাতার দুর্গ সংস্কার শুরু করে। এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মাঝে সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল মাত্র তেইশ বছর বয়সে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মসনদে আরোহণ করেন। নবাব সিরাজ শক্ত হাতে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে থাকেন। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, চুরি-লুট এবং বিনা অনুমতিতে দুর্গ তৈরি ও মেরামত ইত্যাদি কারণে নবাব সিরাজের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ায়। তুমুল যুদ্ধ করে কলকাতা দুর্গ উদ্ধার, কাশিমবাজার দুর্গ আক্রমণ, গৃহবিবাদ-ষড়যন্ত্র স্তব্ধ করতে মতিঝিল প্রাসাদ অবরোধ করে নিজ খালা ঘসেটি বেগমকে মনসুরগঞ্জ বা হীরাঝিল প্রাসাদে গৃহবন্দী, মন্ত্রী-সেনাপতিদের ইংরেজদের সাথে দুরভিসন্ধির কারণে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা ভীত হয়ে পড়ে। ধনকুবের জগৎশেঠ (মাহতাব চাঁদ) যাকে বাংলার ব্যাংক বলা হতো, এ জগৎশেঠ, উমিচাঁদ (সুদ ব্যবসায়ী), সিপাহসালার মীর জাফররা ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে সিরাজের বিরুদ্ধে কাঠগোলা বাগানবাড়িতে ছদ্মবেশে মিলিত হয়ে গোপন বৈঠক করেছিল। সিরাজ হঠানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সেই পলাশী ট্র্যাজেডি, বাংলার ইতিহাসের হৃদয়বিদারক দৃশ্যপট, বাংলা, বিহার ও ওড়িশার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হওয়ার সর্বনাশা মুহূর্ত—বিকেল পাঁচটা। এ যুদ্ধ শুধু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ছিল না; ছিল মসনদলোভী, অর্থলোভী, আধিপত্যবাদ ও শোষক ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, জগৎশেঠ (মাহতাব চাঁদ), মীর জাফর গংদের বিরুদ্ধে; প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে। এখানে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিলক্ষিত নয়। মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণদাস ও জগৎশেঠদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী মাত্র ৩-৪ হাজার সৈন্য নিয়ে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়। শক্তিশালী বিশাল নবাব বাহিনীর সাথে যুদ্ধজয় দূরের কথা, যুদ্ধে দাঁড়ানোরই সাহস পেত না। আসলে বলতে গেলে কোনো বড় যুদ্ধ ছাড়া নবাবের এ অসহায় পরাজয়ের পর ভারতবর্ষে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন সূচিত হয়েছিল। সিরাজের বিশ্বস্ত মীর মদন ও মোহনলাল প্রাণপণ চেষ্টা করেও পরাজয় ঠেকাতে পারলেন না। মীর জাফররা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী রক্ষায় উটের পিঠে চড়ে মুর্শিদাবাদ চলে এলেন। কিন্তু তিনি ধনরত্ন বিলিয়ে দিয়েও সৈন্য সংগ্রহ করতে পারলেন না।

তবে ষড়যন্ত্রকারীদের, বিশ্বাসঘাতকদের প্রত্যেকেরই করুণ পরিণতি হয়েছিল। ইংরেজরা কাউকে শেষ রক্ষা করেনি। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। মীর জাফরকে পুতুল নবাব বানিয়ে ধীরে ধীরে সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়। সুচতুর রবার্ট ক্লাইভ শুধু নবাব বদলায়নি, শাসনভার গ্রহণ করে। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেও সময় যে শেষ! কেউ উন্মাদ, কেউ পাগল, কুষ্ঠরোগী, নৌকাডুবি, বজ্রাঘাত বা ইংরেজদের হাতে করুণ মৃত্যুর শিকার হয়।

শাঁখের করাত ও সাইফুল্লাহ সাজার খোয়াব

আজাদুর রহমান চন্দন



তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তান—মুসলিমপ্রধান এই তিন দেশ মিলে গত মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি প্রতিরক্ষা জোট গড়েছে। সম্মিলিত প্রতিরোধ সক্ষমতা জোরদার করা এবং কোনো একটি সদস্যরাষ্ট্রের ওপর হামলাকে সব সদস্যরাষ্ট্রের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষমতা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোকে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে গত ৭ আগস্ট প্রতিরক্ষা চুক্তিটি সই হয়, যা মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ৩১ আগস্ট ইস্তাম্বুলে জোটটির প্রথম বৈঠকে সৌদি আরবে একজন মহাসচিবের নেতৃত্বে জোটের একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। লোহিতসাগর দিয়ে জ্বালানি রপ্তানিতে বাধা পেয়ে আগের মাসেই বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশ নিয়ে বহুজাতিক সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন করে সৌদি আরব। এই জোটেরও লক্ষ্য লোহিতসাগর, বাব আল-মানদেব প্রণালি ও এডেন উপসাগর দিয়ে সব ধরনের জাহাজের স্বাধীনভাবে চলাচলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই জোটেও সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান তো আছেই; আছে মিসর ও জর্ডানের মতো প্রভাবশালী দেশও। বড় একটি প্রতিরক্ষা জোট গড়ার পর মাস গড়ানোর আগেই আরেকটি জোট গঠন করার কী প্রয়োজন পড়ল সে নিয়ে নানামুখী আলোচনা শুরু হয়।

নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসেফ মাসাদ যৌক্তিকভাবেই বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলপন্থী কিছু বিশ্লেষক এই চুক্তিকে ইসরায়েলবিরোধী জোট হিসেবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অন্য অনেকে মনে করছেন, নিজের ও আরব প্রতিবেশীদের পূর্ণ সুরক্ষা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা দেখে সৌদি আরব হয়তো নতুন কোনো নিরাপত্তা নিশ্চিতকারীর সন্ধান করছে। তবে বাস্তবতা হলো, মক্কা চুক্তি মূলত বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের শুরুর দিক থেকে চলে আসা মার্কিন নীতিরই এক নতুন সংস্করণ। যে নীতির মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমাপন্থী বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা, তাদের মার্কিন অভিভাবক এবং তাদের অঘোষিত মিত্র ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়া। আর অবাক করার কিছু নেই যে এই নতুন চুক্তির আসল লক্ষ্যও হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের শত্রুরা।

মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ তিনটি দেশের মধ্যে সৌদি আরবে সরাসরি আঘাত হেনেছে ইরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র। ইরান এখনো তুরস্কে আক্রমণ না করলেও দেশটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর প্রাধান্য থাকা জোট ন্যাটোর সদস্য হওয়ায় তেহরানের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের সমন্বয়ে জোট গঠন করিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি তবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে একধরনের ধর্মীয় অনুভূতি চাঙা করার চেষ্টা করছে? অথচ কে না জানে যে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান এযাবৎ ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি নগ্ন আগ্রাসন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়া দূরে থাক, জোরেশোরে নিন্দাটুকুও করেনি। শুধু তা-ই নয়, গত শতকের সত্তরের দশকে ফিলিস্তিনের ফাত্তাহ গ্রুপের বিখ্যাত গেরিলা ইউনিট 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর'কে ধ্বংস করার জন্য জর্ডানের বাদশাহ পাকিস্তানি সৈন্য ভাড়া করেছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা তখন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন প্রয়াত জেনারেল জিয়া-উল-হকের নেতৃত্বে। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তিটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। সৌদি আরবসহ তিন দেশ এই চুক্তিতে সই করায় তিনি নিজেকে 'খুবই আনন্দিত' বলে ঘোষণা করেছেন।

এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীল মহল থেকে মক্কা চুক্তিকে 'বিশ্বের মুসলিম সমাজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা' হিসেবে আখ্যা দিয়ে ফেলা হয়। আমন্ত্রণ পাওয়ার আগেই নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে জোটে শরিক হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। খোদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ২৭ আগস্ট জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেন, 'মক্কা চুক্তির তিন দেশ যদি অভিপ্রায় প্রকাশ করে বাংলাদেশকে এতে যুক্ত করতে, তাহলে পরে আমরা নিশ্চয়ই সেটা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করব।' সম্ভবত বাংলাদেশের থিঙ্কট্যাঙ্ককে প্রভাবিত করছে মক্কা জোটের মধ্যপ্রাচ্য বা মুসলিম বিশ্বের ন্যাটো হয়ে ওঠার ধারণা। বলা হচ্ছে, এই জোট ন্যাটোর মতো বিধি তৈরি করবে। ন্যাটোর মৌলনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো সম্মিলিত বা যৌথ প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি। ন্যাটোর 'পঞ্চম অনুচ্ছেদ' অনুসরণ করা হয়েছে মক্কা চুক্তিতেও। অর্থাৎ নিয়ম অনুসারে ন্যাটোর এক সদস্য দেশের ওপর আঘাতকে যেমন সব দেশের ওপর আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়, তেমনি মক্কা জোটেও এক সদস্যের ওপর হামলাকে সব সদস্যের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। এটাই বাংলাদেশের থিঙ্কট্যাঙ্ককে প্রভাবিত করেছে। তারা মনে করছে, বৃহৎ শক্তি ভারতের কল্পিত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার এটাই অন্যতম উপায়। পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যে-ই ভারত দ্বারা আক্রান্ত হবে, মক্কা জোটের বাকি দেশগুলোও তাদের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে এবং তা প্রতিহত করবে। এই ভাবনার মধ্যে যে কত বড় গলদ আছে সে ব্যাখ্যা আপাতত মুলতবি রেখে বরং একটু দেখা যাক মূল খেলোয়াড়দের অবস্থাটা।

যুক্তরাষ্ট্র গত ফেব্রুয়ারিতে ইসরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে ইরানে আগ্রাসন চালানোর পর থেকে বারবার মার খেয়ে বুঝতে পেরেছে যে তারা ইরানের কাছে কতটা অসহায়! ইরান শুধু মার্কিন সামরিক স্থাপনায়ই আঘাত করেনি, সৌদি আরবের বেসামরিক স্থাপনাও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এর পর থেকেই সৌদি আরব প্রতিরক্ষা জোট গড়তে মরিয়া। জোটের বৃহত্তম শরিক তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের দীর্ঘদিনের লালিত বাসনা—অটোমান সাম্রাজ্যের খুদে সংস্করণ গড়ে তার নেতা হওয়া। সে জন্য অর্থনীতি মেরামতের চেয়ে তারা সমরাস্ত্র উৎপাদনে এবং সেসব সমরাস্ত্র বিক্রি করার জন্য 'খিলাফাহ', 'মুসলিম ব্রাদারহুড'সহ নানা উদ্দীপক স্লোগান প্রচার করে সমরাস্ত্র বিক্রি করে যাচ্ছে আশপাশের দেশগুলোতে। বিশেষ করে তাদের বায়রাক্তার টিবি-২ ড্রোনটি বিশ্বের সেরা ড্রোনগুলোর একটি। এই ড্রোনসহ বায়রাক্তার আকিনচি এবং বায়রাক্তার কিজিল্লেমা নামের স্টিলথ ফাইটার বিক্রি করেও টাকা কামানো তার লক্ষ্য। তৃতীয় শরিক পাকিস্তানের এই মুহূর্তে অর্থ উপার্জনে প্রধান উপায় সৈন্য ভাড়ায় খাটানো। মোটা অঙ্কের অর্থ পেলে দেশটি সত্তরের মতো ইসরায়েলের পক্ষে সেনা পাঠাতেও পিছপা হবে না। এখন পাকিস্তানের ধসে পড়া অর্থনীতির জন্য একমাত্র দরকার টাকা। সৌদি আরবে আগে থেকেই পাকিস্তানি সেনারা কাজ করছেন। এবার জোটে যোগ দিয়ে সৌদি থেকে আরও মোটা অঙ্কের টাকা কামানোর সুযোগ সৃষ্টি হলো।

অর্থনীতির যে অবস্থা, তাতে তুরস্ক বা পাকিস্তানের মুরোদ নেই বাংলাদেশকে কানাকড়িও দেওয়ার। যেটুকু দেওয়ার তা দিতে পারে সৌদি আরব। সেনা ভাড়া খাটিয়ে পাকিস্তানের সমপরিমাণ না হলেও সিকিভাগ বা আধাআধি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশের। তুরস্ক আরব সাগরে খবরদারি করতে চায় সৌদি আরব, পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে রক্ষা করতে মোটেই নয়। দেশটির সেই ক্ষমতাও নেই। তুরস্ক চায় এই অঞ্চলে তাদের অস্ত্র বিক্রি করতে। উপসাগরীয় দেশগুলো ছাড়া পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশসহ এশীয় দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ড্রোন রপ্তানি করছে তুরস্ক। পাকিস্তানে তাদের ড্রোন বানানোর প্ল্যান্ট আছে। এখন বাংলাদেশেও তা করতে চায়।

এ দেশের সরকারি থিঙ্কট্যাঙ্ক ছাড়াও মধ্যরাতে টেলিভিশনের পর্দা ফাটানো কিছু টকার প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র কিংবা নিদেনপক্ষে তার অংশবিশেষ করায়ত্ত করে ফেলার স্বপ্নে বিভোর চব্বিশের পরিবর্তনের পর থেকে। অবস্থা এমন যে কোনো কোনো অধ্যাপকও নিজেকে এ যুগের খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) হওয়ার খোয়াব দেখেন। মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়া বিজয়ী বিখ্যাত আরব সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ শৌর্য ও বীরত্বের জন্য সাইফুল্লাহ, অর্থাৎ 'আল্লাহর অসি' উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশি এই স্বকল্পিত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বা সাইফুল্লাহদের দিবাস্বপ্নের ঘোরে এরই মধ্যে জল ঢেলে দিয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর। ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র সাজ্জাদ হায়দার খান ১০ সেপ্টেম্বর প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, আপাতত জোট সম্প্রসারণের কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি বলেন, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্ককে আগে তাদের সংগঠন ও সহযোগিতা আরও সুসংহত করতে হবে। এরপর একই ধরনের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির দেশগুলোর জন্য চুক্তিটি উন্মুক্ত করা হবে।

এই জোটে যোগ দেওয়া না দেওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য শাঁখের করাতের মতো হতো যদি সৌদি আরবের দিক থেকে কোনো চাপ থাকত। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে পাকিস্তানের ঘোষণাটি আমাদের জন্য শাপে বর হওয়ার মতোই। এদিকে বাংলাদেশের স্বকল্পিত খালিদ ইবনে ওয়ালিদদের খোয়াব আরও খান খান করে দিচ্ছে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা। কয়েক সপ্তাহ ধরে হুমকি দেওয়ার পর তারা লোহিতসাগরের প্রবেশমুখে ইয়েমেন ও জিবুতির মাঝখানে সরু জলপথ বাব আল-মানদেব প্রণালির পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তারা বন্দরনগর মোখা দখল করেছে। এ অবস্থায়ও নিন্দা ও সংহতি জানিয়েই সৌদির পাশে আছে জোটসঙ্গী তুরস্ক-পাকিস্তান।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক



প্রথম আলো
Prothom Alo North America
বৃহস্পতিবার (Thursday), ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬



শুকনো বাবলার চাঁদ

দেবাশিস চক্রবর্তী

একদম ক্লাসিক ভুতুড়ে রাস্তা, দুদিকে ঘন জঙ্গল, আলো বলতে চাঁদের জ্যোৎস্না—আর এই রাস্তার বুক চিরেই আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে সেই আশ্চর্য ডেস্টিনেশনের দিকে, যেখানে নদী, পাহাড় আর এক টুকরো শান্তি জমিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো আমাদেরই জন্য। এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে আপনার প্রথমেই মনে হতে পারে, হয়তো এই চাঁদের আলোতে রাস্তার মাঝখানে কোনও এক অপূর্ব সুন্দরী দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনি গাড়িতে ব্রেক কষবেন এবং সেও হাওয়ায় বিলীন হয়ে হারিয়ে যাবে জঙ্গলে। এরপর আপনি আপনার কাঁধের সামনে হয়তো দেখবেন একটা কঙ্কালের হাত।

স্নিগ্ধা এবার বলে উঠল, “তুমি কথা বলছ না কেন?”

বললাম, “জঙ্গলের এই রাস্তায় গাড়ি চালানো একটা আর্ট। ফলে ছবি আঁকার সময় আর্টিস্টরা কথা বলে না।”

আমার এ কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠল। গাড়িতে আমরা মূলত চারজন রয়েছি—আমি প্রবাল, আমার গার্লফ্রেন্ড স্নিগ্ধা এবং বন্ধু সমৃদ্ধ দত্ত ও তার স্ত্রী শ্রেয়সী। মূলত সমৃদ্ধ আর শ্রেয়সীর জন্যই এই ট্রিপটা আমরা করছি। ওদের ডিভোর্সের অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে। আমরা বন্ধুরা বলেছি, শেষ সুযোগ একবার সম্পর্কটাকে দিয়ে দেখ, তারপর তো সব পথই খোলা রইল। ফলে এই ট্রিপ। যদি প্রকৃতির কাছে এসে, পাহাড় আর ঝরনার কাছে এসে, অচেনা এক নদীর কাছে এসে ওরা আবার যদি নিজেদের সম্পর্কের শেকড়টাকে চিনতে পারে, ভালোবাসতে পারে—তার জন্যই আমাদের এই বেড়াতে যাওয়া।

এবার সমৃদ্ধ বলল, “পলাশডাঙ্গা জায়গাটা কিন্তু তোফা! নদী, পাহাড়, ঝরনা, সঙ্গে আছে ভূতের ভয়। ফলে ফুল জমে ক্ষীর হয়ে যাবে আমাদের এবারের ট্রিপটা।”

শ্রেয়সী এবার মনে মনে একটা গান ধরল, ‘আমি যামিনী তুমি শশী হে, ভাতিছ গগন মাঝে’—মান্না দে-র সেই পুরনো গান। গুগল ম্যাপ বলছে পলাশডাঙ্গা এখনও তিন কিলোমিটার। এবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দেখলাম সাদা চাদরে মোড়া এক বৃদ্ধ হাত দেখিয়ে আমাদের থামতে বলছে। গাড়িটা নিয়ে প্রথমে একটু এগিয়ে গেলাম, এরপর আবার ব্যাক করলাম। করা উচিত হল না, তবু করলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! একটু আগেই যে লোকটা রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ি থামানোর জন্য হাত দেখাচ্ছিল—সে এখন আমার ডানদিকে। মানে রাস্তার ডানদিকে অর্থাৎ একদম রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ড্রাইভারের সিটের কাচটা নামিয়ে বললাম, “কী হয়েছে? হাত দেখাচ্ছিলেন কেন?”

লোকটা ঠান্ডা কণ্ঠস্বরে বলল, “মৃত্যু। পলাশডাঙ্গা এবার মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হবে।”

এই বলেই লোকটা কোথায় যেন হঠাৎ করেই ভ্যানিশ হয়ে গেল! আমার পাশে সমৃদ্ধ বসে রয়েছে। পিছনের সিটে দুই মহিলা। শ্রেয়সী চিৎকার করে বলল, “চল আমরা ফিরে যাই, এরকম জায়গায় যাওয়ার কোনও মানে হয় না।”

স্নিগ্ধা বলল, “আমার খুব ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করব, গাড়ির স্টিয়ারিং কি ঘুরিয়ে দেবে বাড়ির দিকে?”

এই সময়ই সমৃদ্ধ বলে উঠল, “একটা মাতাল বুড়োর কথা শুনে আমি আমার উইকেন্ড নষ্ট করতে পারব না। অনেকদিন পর ছুটি পেয়েছি, তোরা কেউ না গেলেও পলাশডাঙ্গা তো আমি যাবই।”

শ্রেয়সী বলল, “প্রথমে লোকটা রাস্তার বাঁদিকে ছিল, তারপর চলে এল ডানদিকে। এরপর ‘মৃত্যু’ বলেই লোকটা ভ্যানিশ? ও তাহলে গেল কোথায়?”

আমি বললাম, “গ্রামের লোক এই সব রাস্তা চটপট পার হয়ে যায়। ওরা আমাদের চেয়ে দ্রুত হাঁটে। ফলে ওই লোকটা কথাটা বলেই সটকে পড়েছে। দ্রুত সটকে পড়েছে। এটা কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার নয়।”

যাই হোক, গাড়ির স্পিড একটু স্লো করেই আমরা এগিয়ে চলেছি পলাশডাঙ্গার উদ্দেশ্যে। ঘড়িতে এখন সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ। অথচ এই গোটা রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে আশ্চর্য এক স্লো মোশন, নিখুঁত এক মাঝরাত। গাড়ি চালাতে চালাতেই দেখলাম, শুকিয়ে যাওয়া একটা বাবলা গাছের মাথায় ঘন বিষণ্ণ এক চাঁদের আলো। ঠিক ছোটবেলায় আমার ঠাকুমার শুকিয়ে যাওয়া মুখের মতো অদ্ভুত সেই আলো। একটা কেমন যেন মনমরা মনমরা পরিবেশ।

এবার আমাদের সামনে দেখলাম একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা হাত দেখাল, গাড়িটা থামালাম। অনেকক্ষণ পর গাড়ির বাইরে বেরিয়ে একটু আরাম লাগল। আগে যে রাস্তাটাকে ভয়ের মনে হচ্ছিল, এবার এখানে দাঁড়িয়েই আকাশে অনেকগুলো তারাকে একসঙ্গে দেখতে পেলাম—যেটা শহরে আর দেখা যায় না। আমরা মদ খেয়ে আছি কি না ইত্যাদি পরীক্ষা করার পর এক পুলিশ অফিসার বললেন, “সাবধানে যাবেন, সামনে একটু আগেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একটা গাড়ি সম্পূর্ণ পড়ে গেছে জঙ্গলের খাদে।”

এই কথাটা শোনার পর আমার মনে ভয় হতে শুরু করল। একটু আগের সেই বৃদ্ধের ঘটনাটা শ্রেয়সী অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে পুলিশকে। ফলে অফিসার মহাদেব রাউত বললেন, “ডোন্ট ওরি, আমি একজন ড্রাইভার দিয়ে দিচ্ছি। ও আপনাদের সেফলি নিয়ে যাবে পলাশডাঙ্গা।”

এখন পুলিশের এক ছোট অফিসার ড্রাইভারের ভূমিকায়, আমি তার পাশের সিটে। সমৃদ্ধ, শ্রেয়সী ও স্নিগ্ধা পেছনের সিটে। আমাদের থেকে বয়সে দু-এক বছরের ছোট যে পুলিশ অফিসারটি গাড়ি চালাচ্ছে, তার নাম অনিমেষ রায়। ও আমাদের বলল, “এমনিতে পলাশডাঙ্গা খুব শান্ত জায়গা হলে কী হবে, এখানকার পরতে পরতে আপনারা সুপারস্টিশন খুঁজে পাবেন। এখানে রাত হলেই নানা তাণ্ডব বাড়ে। আপনারা থোরো দেবীর গল্পটা জানেন তো?”

সমৃদ্ধ বলল, “না, জানি না।”

“তাহলে শুনুন, একসময় এ অঞ্চলে দলিত বা নিম্নবর্গের দেবীর নাম ছিল থোরো। তো সে সময় উচ্চবর্ণের জমিদাররা একদিনে ২০০ দলিতকে হত্যা করে এবং ওই দেবীর মন্দির পুড়িয়ে দেয়। তারপর থেকেই লোকের বিশ্বাস যে পলাশডাঙ্গা আসলে অভিশপ্ত। এখানে রাত হলেই নাকি থোরো দেবীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে, চারদিকে ঘটতে থাকে আজব আজব ঘটনা।”

এবার সমৃদ্ধ বলল, “আপনাদের এখানে তো এই বছর চার-পাঁচ আগেও একটা চূড়ান্ত এক্সপ্লয়টেশনের ঘটনা ঘটেছিল না?”

ছেলেটি বলে উঠল, “হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে এখানে এক দলিত ছেলে তার বিয়েতে ব্যান্ড পার্টি ডেকেছিল। রাস্তায় গান-বাজনা চলছিল। কিছু মানুষের এতে খুব অসুবিধা হল—দলিতের বিয়েতে আবার ব্যান্ড পার্টি! ব্যস, চারটে লাশ পড়েছিল সেই ঘটনায়।”

স্নিগ্ধা এবার বলল, “এই আধুনিক যুগে শুধু গান শুনবে বলে চারজনকে মারা যেতে হবে?”

একটা মৃদু হাসি নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে অনিমেষ উত্তর দিল, “যে সোসাইটিতে অ্যাম্বুলেন্স বাড়িতে পৌঁছানোর আগে পিৎসা চলে আসে, সেখানে মনের অন্ধকার এত সহজে কাটবে কি?”

সমৃদ্ধ এবার জিজ্ঞেস করল, “আমরা কটার সময় ওখানে গিয়ে পৌঁছাব?”

অফিসার বলল, “সাধারণত ঘণ্টা দুয়েক লাগার কথা, তবে বর্ষা শেষ হয়ে হেমন্তের সময় এখানে আসতে নেই। কেননা হেমন্তকালে এখানে শোকের উৎসব হয়। লোকে বলে থোরো দেবী এই সময় চান না বাইরের মানুষ আসুক এখানে।”

সমৃদ্ধ বলল, “আমরা পয়সা দিয়ে বুকিং করেছি দাদা, পুরো তিন দিন আমরা থাকব ওখানে।”

“আপনারা কি জঙ্গলের সামনের গেস্টহাউসটা নিয়েছেন?” জিজ্ঞেস করল ওই অফিসার।

উত্তরে বললাম, “হ্যাঁ, ওই সরকারি জায়গাটাকেই নিয়েছি।”

দেখলাম গাড়ি চালাতে চালাতে অফিসারের ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি এসে গেল। ও বলল, “সরকারি জায়গা বলেই এই সময় যে লোক এখানে আসে না, সেটা আপনাদের জানানো হয়নি। বেসরকারি লজ হলে জানিয়ে দিত।”

শ্রেয়সীও বলল, “হ্যাঁ দাদা, আমরা একদম হোমওয়ার্ক করে আসিনি এখানে। ফলে আমরা এই জায়গাটা সম্পর্কে খুব কমই জানি।”

রেয়সীর এই কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম, অফিসার খুব জোরে ব্রেক কষলেন। আরেকটু হলেই আমার মাথাটা থেঁতলে যেত গাড়ির ড্যাশবোর্ডে। এখনকার গাড়ির ড্যাশবোর্ডগুলো বেশিরভাগই শক্ত প্লাস্টিকের, ফলে চোটটা ভালোই লাগত। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়েই দেখলাম যে, আমাদের গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপর একটা মরা পেঁচা এসে পড়েছে। ড্রাইভারের সামনের গোটা কাচটা রক্তে ভেসে গিয়েছে। আর মরা পেঁচাটা চুম্বকের মতোই গাড়ির কাচে আটকে রয়েছে।

একটু জল-টল দিয়ে কাচ পরিষ্কার করা হল।

কিন্তু শ্রেয়সী, স্নিগ্ধাসহ আমাদের গোটা টিম এখন অদ্ভুত এক থমথমে নীরবতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। কেউ কোনও কথা বলতে পারছে না। শুধু সমৃদ্ধ বলছে, “আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব, কেউ না গেলে আমি একাই পলাশডাঙ্গা যাব।”

পুলিশ অফিসারটি বলল, “এই পথের দুধারের জঙ্গলগুলোতে এখনও খুঁজলে বহু মানুষের কবর পাওয়া যাবে। বেশিরভাগই খুন হওয়া দলিত। গতবার যে দাঙ্গাটা হয়েছিল না, ওই বিয়েবাড়ির ব্যান্ড পার্টিকে নিয়ে—সেখানে এক বৃদ্ধ কনস্টেবলকে এই রাস্তায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সততার সঙ্গে কাজ করার জন্য। সে রুখে দাঁড়িয়েছিল দলিত হত্যার বিরুদ্ধে। সেই বৃদ্ধই এই রাস্তায় ফিরে ফিরে আসে, মানুষকে এই সময় পলাশডাঙ্গা যেতে নিষেধ করে।”

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, “আপনি একজন পুলিশ অফিসার হয়ে এসবে বিশ্বাস করেন?”

কিন্তু আমার মনে হল, আমরা বোধহয় ভুল পথে চলেছি। আর তারপর দেখলাম, গাড়ির লুকিং গ্লাসে বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার এই ড্রাইভারের কোনও প্রতিবিম্ব পড়ছে না। ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমি এবার লোকটার শরীরে হাত রাখতে চাইলাম। ও আস্তে করে বলল, “Your game is over. হ্যাপি জার্নি।”

তারপরই আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, এই লোকটাও সম্পূর্ণ ভ্যানিশ হয়ে গেল ড্রাইভারের সিট থেকে। অথচ গাড়ির গেট বন্ধ। গাড়িটা চলছে।

কোনওভাবে ব্রেক কষে গাড়িটা থামানোর পর, ভয়ে যখন আমি ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি, সেই সময় দেখলাম আতঙ্কে শ্রেয়সীকে জড়িয়ে ধরেছে সমৃদ্ধ। মনে মনে ভাবলাম, ওদের অভিমানের বরফ এবার গলবে। হয়তো এ যাত্রায় ডিভোর্স আর হবে না। স্নিগ্ধা এবার বলল, “বাড়ি যাব।”

আমি বললাম, “পুলিশ অফিসার সেজে যে লোকটা ড্রাইভ করতে উঠেছিল, তার ড্রাইভিংয়ে আমরা এক ইঞ্চিও আর পলাশডাঙ্গার দিকে নয়, বরং যে পথ ধরে এসেছিলাম সেদিকে এগিয়েছি। আর পাঁচ মিনিট ড্রাইভ করলেই গুগল ম্যাপ বলছে, আমরা পৌঁছে যাব রায়দিঘি। সেখান থেকে দেড় ঘণ্টায় কলকাতা, মানে বাড়ি।”

এই ঘটনার তিন মাস পরে আমি জেনেছিলাম, শুধু একজন বয়স্ক পুলিশ নয়, ওই ব্যান্ড পার্টি সংক্রান্ত ঘটনায় যে কজনের মৃত্যু হয়েছিল, তার মধ্যে এক যুবক ছিল—যার স্বপ্ন ছিল পুলিশ অফিসার হওয়ার।



শূন্য প্রদীপ

অভি রহমান

তিস্তা নদীর নির্জন চরে অপরাহ্নের ম্লান আলো এসে পড়েছে। ধূ-ধূ বালুকা আর দূর দিগন্তের জলরেখার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মোহান্ত বাবার কুটিরে এসে বসেছিল সুজয়। সংসারের একটানা ব্যর্থতা, সবচেয়ে প্রিয়জনদের চরম বিচ্ছেদ আর বেঁচে থাকার অন্তহীন ক্লান্তিতে তার ভেতরের মানুষটা পুরোপুরি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চারপাশের এত কোলাহলের ভেতরও জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ বা উদ্দেশ্য সে আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

ভেতরে জমে থাকা গভীর ক্ষত নিয়ে বাবার সামনে করজোড়ে বসল সুজয়। কম্পিত কণ্ঠে বলল, “সব তো শূন্য হয়ে গেল বাবা। যেটাকে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলাম, সেটাই খসে পড়ল। আমি কার জন্য আলো খুঁজব?”

বৃদ্ধ মোহান্ত হাসলেন। চৈত্র মাসের বাতাসে তখন নদীর জল মৃদু দুলছে। তিনি সুজয়ের সামনে মাটির একটা প্রদীপ রাখলেন, কিন্তু তাতে তেল ছিল না। শুধু একটা শুকনো পলতে পড়ে রইল।

বাবা বললেন, “বাতাসকে কি তুমি কোনো পাত্রে আটকে রাখতে পারো?”

সুজয় মাথা নাড়ল, “না।”

““অথচ চেয়ে দেখো, সেই অদৃশ্য বাতাসই অবিরত তোমার বুকে নিঃশ্বাস হয়ে প্রাণ টিকিয়ে রাখছে,” মোহান্তের কণ্ঠস্বর গভীর নদীর মতো শোনাল। তিনি বললেন, “যা কিছু হারিয়ে গেছে বলে তুমি কাঁদছ, তা আসলে রূপের বদল মাত্র। তিস্তা শুকিয়ে গেলে জল ফুরিয়ে যায় না; বাষ্প হয়ে আবার মেঘের কোলে ফেরে। নিজের ভেতর থেকে ‘আমি’ আর ‘আমার’—এই অহংবোধের খুঁটি দুটো উপড়ে ফেলো। যখন সব পাওয়ার বাসনা ছেড়ে মনকে সম্পূর্ণ শূন্য করতে পারবে, ঠিক তখনই পরম সত্তার শাশ্বত আলো সেখানে প্রবেশের পথ পাবে। মনে রেখো, শূন্য পাত্রেই শুধু অমৃত ধারণ করা সম্ভব, কানায় কানায় পূর্ণ পাত্র থেকে সব উপচে পড়ে।”

সুজয় চোখ বুজল। ঘাটের কাছে আছড়ে পড়া জলের শব্দ আর বাতাসের স্পর্শে তার ভেতরটা এক অদ্ভুত স্থিরতায় ভরে গেল। সে বুঝল, নিজেকে খোঁজার এই পথ আসলে কোনো কিছু অর্জনের নয়, বরং সমস্ত ভার নামিয়ে শান্ত হওয়ার।

প্রতিবিম্ব

সেলিনা আক্তার

অনিক দরজা খুলে জুতো না খুলেই সোজা বেডরুমে ঢুকল। এক বেডরুমের আলোহীন অ্যাপার্টমেন্টে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। ড্রেসারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই পুরনো বেলজিয়াম আয়নাটার দিকে তাকাতেই তার চোখ আটকে গেল। আয়নার ঠিক বাঁ কোণে একটা দাগ। খুব ছোট, প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু ওখানেই সে অনড় বসে আছে।

সে কিচেন থেকে উইন্ডেক্স আর একটা পুরনো সুতির টি-শার্ট নিয়ে এলো। নীল তরল স্প্রে করল কাচে। ঘষতে শুরু করল। পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। আধ ঘণ্টা। কাচটা ধোলা হলো, আবার পরিষ্কার হলো। দাগটা গেল না। সে আঙুল বোলাল। একদম মসৃণ। কিছুই ঠেকছে না।

সকালে অফিসে জামাল বলেছিল, “তুমি আজকাল কারও চোখের দিকে তাকাও না, ম্যান।” লিসা বলেছিল, “তুমি ঠিক আছো তো?” অনিক শুধু হেসেছিল। সে সবসময় বিশ্বাস করে, জীবন একটা এক্সেল শিট। যুক্তি দিয়ে সব কলাম মেলানো যায়। ফর্মুলা ঠিক থাকলে রেজাল্ট ঠিক আসবেই।

অসহ্য অস্বস্তি নিয়ে সে ড্রেসিংরুম ও বাথরুমের সব কটা আলো জ্বালিয়ে দিল। আয়নার একদম কাছে মুখ নিয়ে ঝুঁকে এলো। আয়নার ভেতরের ছায়ামানুষটাও ঠিক একইভাবে ঝুঁকে এলো সামনে। একই কুঁচকানো শার্ট, না-কামানো রুক্ষ চোয়াল আর কোটরে বসা শুকনো দুটো চোখের দৃষ্টি।

ঠিক তখনই অনিক চমকে উঠল। কাচের ওপাশের মানুষটার কপালে ঠিক যেখানে দাগটা ছিল, সেখানে জমে আছে গাঢ় কালচে এক ছায়া। না, ওটা কাচের দাগ নয়; ওটা তার নিজেরই কপালে বাসা বেঁধে থাকা এক অদ্ভুত অন্ধকার।

মাথাটা গরম হয়ে গেল। সে টি-শার্ট ফেলে নখ দিয়ে আয়নাটা খুঁটতে শুরু করল। খচখচ শব্দে পুরো ঘর ভরে গেল। জোরে, আরও জোরে। একসময় একটা নখের কোণা ভেঙে গেল। এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে কাচের গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে নামল। লাল একটা সরু রেখা।

অনিক থেমে গেল। হাঁপাচ্ছে।

রক্তের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা কিন্তু হাত সরায়নি। তার নখ ভাঙেনি। রক্তও বেরোয়নি। সে একদৃষ্টে অনিকের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর খুব ধীরে, খুব শান্তভাবে হাসছে।

অনিক ভয়ে দু-পা পিছিয়ে এলো। মেঝেতে পড়ে রইল নীল তরলের বোতল আর নোংরা টি-শার্ট। আয়নাটা এখন স্ফটিকের মতো পরিষ্কার। কোথাও কোনো দাগ নেই। আসলে কাচে কখনো কোনো দাগ ছিলই না।

ক বি তা র এ ক পা তা

কবি ও কবিতাপ্রেমীদের কাছে বেদনাবিধুর একটি শোকাহতের দিন হয়ে রইল ১১ সেপ্টেম্বর। বিশেষত শিশু সাহিত্য ও আধুনিক ছড়া রচনা ও পাঠে সংশ্লিষ্টরা আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের রূপকার আমীরুল ইসলামের প্রয়াণে শোকাভিভূত। তিনি ছোটগল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন নিয়মিত। জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল ‘চ্যানেল আই’য়ের অনুষ্ঠান বিভাগের মহাব্যবস্থাপক হিসাবে দর্শকের কাছে ভীষণ প্রিয় নির্মাতা ও পরিকল্পক ছিলেন।
কবিতার একপাতা’ গভীর শোক জ্ঞাপন করছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা নিবেদন করছি কবিতা—‘আনন্দলোকের অনিন্দ্যযাত্রী!’

আনন্দলোকের অনিন্দ্যযাত্রী

(শিশুসাহিত্যের বরপুরুষ আমীরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা)

সান্নিধ্য যাকে বলে, তেমন কাছে খুব করে তাকে পাইনি,
দ্বিপ্রহরের গনগনে সূর্য়ের তেজ পড়ল্ত বেলায় কমে এলে
বৈকালিক ভ্রমণে নদীর পাড় ধরে আমরা হেঁটেছি সদলে
সকল আলোচনা, সব তর্কের কেন্দ্রাভিমুখ তাকেই মানি

তার থেকে অনেক দূরের বাসিন্দা পরবাসী আমি
তবু হৃদয়ের গহীনে একান্ত তার বসবাস ছিল জানি
অতোটা বেপরোয়া না হলেও স্বভাবে মিল ছিল
স্বভাব কোমলতায় প্রসারিত হাত বাড়িয়েই রেখেছিল

বড়োদের সাথে বড়ো, শিশুদের সাথে হয়ে শিশু
সমবয়সী যেন সব বয়সীর, সমব্যথী যন্ত্রণাগ্রস্থের
নিজের ব্যথা ভুলে ছুটেছে অন্যের ব্যথা উপশমে
কেন্দ্রের প্রবল টান বই ও বন্ধুকে দিয়েছে সাথে

শিশু সাহিত্য নিয়েছে টেনে রেখেছে সাধনরত
স্বীকৃতি বোঝার আগেই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার করতলগত
আনন্দলোকে নতুন পুরস্কার আছে জানি অপেক্ষায়
কাব্যের সে জলসায় আবার হবে দেখা—
আপ্যায়িত হবো তোমার অমৃত রেসিপি আর সোমরস সুধায়!



সম্পূরক প্রেম অপ্রেম

কাজী আতীক

শরত প্রবাহ যদি ছুঁয়েছিলো তার নিষিক্ত অনুভব,
শুভ্র শোভন হিল্লোলে যদি নেচে উঠেছিলো প্রাণ
তুমি কেনো তখোন ইতস্তত ভাসমান খণ্ড মেঘে
শুধু বিষাদ দেখতে পাও? কেনো দেখতে পাওনা
ছোপ ছোপ শুভ্র ও নীলে তার আঁচলের কারুকাজ।

দেখোনি? দিনের শুরু এবং শেষের উদয়াস্ত মহারণ
এক বিহ্বল সমর্পণ, আলো আঁধারের মিলন সন্ধিক্ষণ।

যে স্বপ্ন দেখতে জানে, সে বুঝে ভাবার্থ এসবের
যে পারে লোভাতুর বোধকে উপেক্ষা দেখাতে
সে জানে, যেমন ষড়ঋতু প্রকৃতির সম্পূরক প্রেম।

আসলে- কোনো বিভাজন নেই দহন ও প্রেমে,
যদি অপ্রেম বোধ থেকে ফেরাতে পারো চোখ,
বুঝতে পারবে তুমিও অন্তরে এক অরূপ রূপকার।
দেখতে পাবে তুমিও বিরল সেই মুগ্ধ রূপ দয়িতার।

পাপিয়াদের গৃহকারুকাজ

শিউল মনজুর

বেদনার বকুল ঘ্রাণ ফিরে ফিরে আসে
পাপিয়াদের গৃহকারুকাজে, অথচ
সে তো জানে নদী তীরে ফুটেছে ফুল—
নাম তার দুঃখবিলাস, কেউ কেউ বলে কাশফুলের মেলা
রঙিনমাছের ভুবনে; সম্পর্ক যেন উজানভাটির খেলা
এই প্রপাতে একা একা বুনে চলেছি
আসন্ন শীতের কুয়াশাভেজা মাফলার এবং
তোমার জন্যে একটি শিউলিমালা

বস্তুত দিনান্তের শ্লোক

রওশন হাসান

প্রতীক্ষা দীর্ঘ হলে চারপাশ জুড়ে ওঠে দীঘল দেয়াল।
রোদ, জ্যোৎস্নার ডানা ওড়ে অন্য অক্ষাংশ,
কোলাহল পাঁজরে— অতর্কিত ষ্টেশনে ঝরে কার
প্রগাঢ় দীর্ঘশ্বাস !

অনাবিল শারদ উড়াল দিনে জানালা-জাফরি
ভেঙে ঢুকে পড়ে ভগ্নাংশ সকাল—
অজস্র প্রতিশ্রুতি কারাগারে জাগ্রত চোখ ।
অবসন্ন দেহ তুলে দেয় হৃদয়দুয়ারে খিল।
ইকোশব্দ তুলে কোন্ দ্রাঘিমায় ছুটে চলো মোমের পুতুল ?

করস্পর্শের উত্তাপে স্বপ্নের সংকটে
তখনও কি ছুঁয়েছিলো শোক?
ফিরে যায় রমণীচরিত— ক্লান্তিহর কোমল অন্ধকারে।
হে মধ্যরাতের বরষা তুমি কি—
এক আকাশ সজল বৃষ্টিসেনা পাঠাবে
পৃথিবীতে সকল মৃত্যু রুখে দিতে?

তোমার আঁচলে

ইকবাল হোসেন বুলবুল

নদীও যে বাঁক বদলায়,
জলশূন্য হয়,
হয় পথহারা;
তারপরও নদীজলে ভাসাই শরীর।

এ দেহে জমানো নিদ্রা
রাখি যেন তোমার আঁচলে...

তুমিই রেখেছ যত্নে
কাগজের নৌকা,
কাঠের লাটিম,
নাটাই-সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি,
ফড়িং আর প্রজাপতি-ধরা সেই বেলা...

দেখা

মারুফুল ইসলাম

আমি আজও এখানেই আছি
তুই চলে গেছিস ওখানে
আমাদের দেখা হতো রোজ
হাকিমের চায়ের দোকানে

রাতবিরেতে এখন আর
তোর কণ্ঠ আসে না কানে
টেলিফোনে জমে না আড্ডা
প্রেমের কবিতা আর গানে

এখানে হবে না তোর আসা
চলে যাব আমিই ওখানে
আমাদের দেখা হবে ফের
তরমুজ মদের দোকানে

প্রশ্ন করো না, জবাব পাবে না

অপরাহ্ণ সুসমিতো

মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিল, আঙ্গুল দিয়ে চুল বিন্যস্ত করল। মাথা ঘেমে আছে। পকেটে রুমাল রাখে না সে। ন্যাপকিন থাকলে ভালো হতো। হাত ভিজে গেছে। ঘামে একধরণের ঘুমের আবেশ আছে। একটু ঘুমালে হতো। ঘুমানোর জন্য এই রকম আষাঢ়-ভাবনা নিজের শরীরে ছড়াতে আরাম। চারিদিকে গরম প্লাবন আর সে ঘামছে আর ঘুমাচ্ছে। টানা ঘুম আর মাঝে মাঝে উঠে খানিক খাবারের আয়োজন। ঘুম ভাঙ্গল খিদে নিয়ে। আবার খেয়ে নেয়ে আবার ঘুম। গরমকে সে ডাকল;
: গ র ম : বলো
: এসেছ তো আবার ঘাম নিয়ে এলে কেন? : প্রশ্ন করো না। কেউ প্রশ্ন পছন্দ করে না। জানো না সক্রেটিস হেমলক পান করে মরেছে প্রশ্নের খেসারতে

সে হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধান্ত নিল কাছের একটা চিড়িয়াখানায় যাবে। চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রাণীদের চোখের ভাষা পড়বে। ছবি তুলবে। যে অজগরের খাঁচায় জ্যান্ত খরগোশ ছেড়ে দেয়া হয় তার একটা ছবি তুলবে।

সে ছবি তুলল না কারণ খরগোশ তখন পেটে চলে গেছে।

নিরুদ্দেশ

রেজা শামীম

রেজিস্টার্ড চিঠিগুলো
ফিরে যাবে প্রেরকের কাছে-
আনডেলিভারেবল।

সাধারণ চিঠিতে যখন
উপচে পড়বে মেইলবক্স,
বিরক্ত পিয়ন এসে
কড়া নাড়বে দরোজায়।

একদিন, দুইদিন।
সাড়াহীন।

দরজার কড়ায় ঝুলবে
‘উই মিসড ইউ’ নোটিশ
সেও একদিন খসে পড়ে যাবে
আলগা বাতাসের তোড়ে।

তারপর একদিন
এই ঠিকানায় আসা প্রতিটি খাম
ফিরে যাবে প্রেরকের কাছে,
সঙ্গে নিয়ে যাবে
একটি ছোট্ট খবর—

হি ডাজ়ন্ট লিভ হিয়ার এনিমোর...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি



সেলিম-আলী পরিষদের



কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL



মোঃ উজ্জল বিপুল

PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER

মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী



মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী



হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী



দওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী



ভিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী



অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী



রিজু মোহাম্মদ



মুনসুর আহমেদ



রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী



হাসান খান
ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যকর সম্পাদক পদপ্রার্থী



এএসএম মঈন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী



শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী



জাহাঙ্গীর শহীদ সেহরাওয়ার্দী
দুঃস্থ ও জনহিতৈষি সম্পাদক পদপ্রার্থী



সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী



মোঃ এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী



শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী



মোঃ আবুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী



কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী

সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL

প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম





জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

তারেক রহমানের

নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে প্রাণঢালা
অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা



জাকির এইচ চৌধুরী

সাবেক বিএনপি নেতা ও সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্রে যুবদল

বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

জিন্দাবাদ





জাতিসংঘের ৮১তম সাধারন পরিষদের
অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য

প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এর

শুভাগমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আগমনে

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



সাংবাদিক আলহাজ্ব সামছুল আলম লিটন
উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি
নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি উত্তর আমেরিকা ইনক

RESTORATION HOMECARE AGENCY



আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহঃ LHSCA PCA

RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিষ্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 17 September 2026, 10th Year, Issue 496

বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২ আশ্বিন ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৬



নিউজার্সিতে সৃষ্টি একাডেমির বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ও দাতব্য সন্ধ্যা

রোকেয়া দীপা

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া এবং বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় সহায়তা করার লক্ষ্যে নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ও দাতব্য সন্ধ্যা। ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার সেয়ারভিলের 'সেয়ারভিল সিনিয়র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

তারেক রহমানের সফর ঘিরে বিএনপি-আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি

নিউইয়র্ক

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তারেক রহমানের।

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফরকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির ঘোষণা এসেছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তারেক রহমানের। সফরকালে তিনি জাতিসংঘ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

‘পাবলিক চার্জ’ নীতিতে অভিবাসীদের দমাতে চায় ট্রাম্প

ইফতেখার ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এবার ‘পাবলিক চার্জ’ নীতির মাধ্যমে সরকারি সুবিধা গ্রহণকারী বা ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন—এমন অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড, ভিসা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে। নতুন নীতিটি আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও এর আগেই ২২টি অঙ্গরাজ্য, ওয়াশিংটন ডিসি এবং কয়েকটি বড় শহর ও স্থানীয় সরকার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। ফলে এখন লাখো অভিবাসীর নজর আদালতের দিকে।

নতুন নিয়মটি মূলত বাইডেন প্রশাসনের ২০২২ সালের তুলনামূলক সীমিত ‘পাবলিক চার্জ’ বিধান বাতিল করে অভিবাসন কর্মকর্তাদের হাতে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা দিচ্ছে। এর আওতায় খাদ্য সহায়তা, মেডিকেইড, আবাসন ভর্তুকিসহ বিভিন্ন আয়ভিত্তিক সরকারি সুবিধা কোনো আবেদনকারীর অভিবাসন আবেদনের মূল্যায়নে বিবেচনায় আসতে পারে। আগে মূলত সরকারি নগদ সহায়তা ও সরকারি খরচে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক যত্নের মতো

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ভ্যাঙ্কুভার



‘গ্লোবাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স সোসাইটি’র ভাষা ও ঐতিহ্য উৎসব

ফারজানা নাজ শম্পা

কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ‘গ্লোবাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স সোসাইটি’র উদ্যোগে বার্ষিক ‘মাতৃভাষা উৎসব ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার নিউ ওয়েস্টমিনস্টারের কুইন্সবোরো কমিউনিটি সেন্টারের মুক্তমঞ্চে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উৎসবের প্রতিপাদ্য ছিল—‘ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই আমাদের পরিচয়’। বিশ্বের বিভিন্ন মাতৃভাষার প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের অঙ্গীকার নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সমাজসেবক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী এবং কানাডার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ফার্স্ট নেশনস বা কানাডার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী সংগীত পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের ভাষাশহীদসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃভাষা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী ও সংগ্রামকারীদের স্মরণে ৩০ সেকেন্ড নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১



Law Firm of
Farhan Aryan P.C
+1 (844) 343 2529
Ext: 101
(Attorney and Counsellor at Law)
State of New York and Federal District Court
আপনার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায়
আমরা আছি আপনার পাশে...
আমাদের সেবা সমূহ
●ইমিগ্রেশন ●রিয়েল এস্টেট
●পার্সোনাল ইনজুরি ● ল্যান্ডলর্ড এন্ড টিন্যান্ট
72-85 Broadway, office #213, Jackson Heights, NY 11372



WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION (Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
৭৭৫$
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA PLLC
Certified Public Accountants
★ INCOME TAX ★ PAYROLL
★ BOOKKEEPING ★ AUDITS
★ CORPORATION TAX
★ CORP/LLC REGISTRATION
ZAKIR CHOUDHURY, CPA
FOUNDER & CEO
Follow @zakircpapllc
www.zakircpa.com
929-207-1516
info@zakircpa.com
2152B Westchester Ave, Bronx, NY-10462
164-19 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432

Home & Habitat
Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR | ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
◈ ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
◈ কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
◈ স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
◈ সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
◈ একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
◈ INDIVIDUAL TAX RETURN
◈ CORPORATE TAX RETURN
◈ SMALL BUSINESSES TAX RETURN
◈ SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
◈ PAYROLL
◈ W2S, 1099S
◈ FINANCIAL STATEMENT
◈ SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
▮ PHOTOCOPY ▮ FLYER
▮ E-MAIL PRINT ▮ A-SIGN
▮ BANNER ▮ CARGO
▮ MONEY TRANSFER ▮ FEDEX/UPS
▮ BUSINESS CARDS ▮ CELL PHONE
▮ CUSTOM T- SHIRT ▮ MUG PRINTING
Mohammed Chishti, CPA
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE 2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com